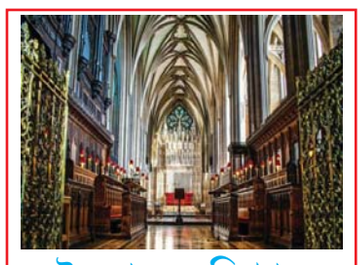

ইংল্যান্ডের বিখ্যাত ব্রিস্টল ক্যাথিড্রালে প্রথম ইফতার আয়োজন

সারে-জমিন

অভিষেকের বিরুদ্ধে প্রার্থী দিতে ভয় পাচ্ছে অন্যরা

রূপসী বাংলা

ন্যাটোকে কেন দ্বিগুণ চাঁদা দেয় আমেরিকা

সম্পাদকীয়

ভারতীয় মুসলিম এবং বাংলার আলেম সমাজ

রবি-আসর

রোহিতকে নেতৃত্ব থেকে সরানোয় পান্ডিয়ার ভুল নেই, বলছেন সৌরভ

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
৭ এপ্রিল, ২০২৪
২৪ চৈত্র ১৪৩০
২৭ রমজান, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 96 ■ Daily APONZONE ■ 7 April 2024 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

আরএসএসের সমীক্ষায় বিজেপি ২০০ পেরবে না: কর্নাটকের মন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: লোকসভা নির্বাচনের তৎপরতার মধ্যে শাসক শ্রেণী এবং বিরোধীরা একে অপরের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করতে দেখা যাচ্ছে। একদিকে এনডিএ '৪০০পার' স্লোগান দিচ্ছে, অন্যদিকে ইন্ডিয়া জোট নেতারা দাবি করছেন যে বিজেপি সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ২৭২ আসনের চেয়ে কম পাবে। এদিকে কর্নাটকের মন্ত্রী প্রিয়াঙ্ক খার্গের একটি দাবি সবাইকে চমকে দিয়েছে। তিনি বলেছেন যে আরএসএস পরিচালিত অভ্যন্তরীণ সমীক্ষা অনুসারে, বিজেপি ২০০ আসনও পাচ্ছে না। শনিবার এই দাবি করেছেন প্রিয়াঙ্ক খাড়গে।

তিনি বলেন, "আরএসএসের অভ্যন্তরীণ সমীক্ষা বলছে বিজেপি ২০০ আসনও পাবে না। আরএসএস এটাই বলছে। রাজ্যে (কর্নাটক) তারা ৮টি আসনও পাবে না। এছাড়াও, তিনি কর্নাটক সম্পর্কে বলেছেন, "১৪ থেকে ১৫ টি আসন নিয়ে বিজেপিতে অভ্যন্তরীণ লড়াই চলছে।উল্লেখযোগ্যভাবে, কর্নাটকে ২৮টিলোকসভা আসন রয়েছে। গতবার বিজেপি এই ২৮টি আসনের মধ্যে ২৬টি জিতেছিল এবং এবার এনডিএ সবকটিতেই জয়ের দাবি করায় তা ভিত্তিহীন বলেন প্রিয়াঙ্কা খড়গে।

কুলাঙ্গার, গদ্দার বলে কটাক্ষ সুকান্ত, শুভেন্দুকে

আমার গ্যারান্টি মা মাটি মানুষ: মমতা

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বালুরঘাটের মঞ্চে ভূপতিনগর নিয়ে এনআইএ-র উপর স্থানীয় মানুষের আক্রমণ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বালুরঘাটে এক নির্বাচনী জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী বললেন, ওখানে (পূর্ব মেদিনীপুরের ভূপতিনগরে) মহিলারা হামলা করেননি। আসলে হামলা করেছে এনআইএ। মধ্যরাতে গিয়ে যদি মহিলাদের বাড়িতে অত্যাচার করে, তবে মহিলারা কি হাতে শাঁখা, বালা পরে বসে থাকবে? মাথায় ওড়না দিয়ে বসে থাকবে? তারা নিজেদের ইজ্জত বাঁচাবে না?

মমতা এ-ও বলেছেন, ভূপতিনগরে মাঝরাতে এনআইএর অভিযান আসলে করানো হয়েছে বিজেপিকে ভোটে সাহায্য করার জন্য। মমতা বলেন, কবে কোথায় মেদিনীপুরে একটা চকোলেট বোমা ফেটেছে, তার তদন্ত করতে এই ভোটের মুখে মাঝরাতে ছুটে আসতে হল এনআইএকে?

এ প্রসঙ্গে ভারতের নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মমতা বলেন, আমরা বিজেপির কমিশন চাই না। আমরা নিরপেক্ষ কমিশন চাই।'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে তৃণমূল নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করিয়ে ভোটের দখল নেওয়ার অভিযোগও করেছেন ক্ষুব্ধ মমতা। তিনি বলেন, ভোটের আগে তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করা চলবে না। দিল্লিতে অরবিন্দ কেজরীওয়ালকে গ্রেফতার করা চলবে না। এমনকি, প্রধানমন্ত্রীকে 'গায়ের জোরে, বদমাইশি করে' ভোট দখল করার অভিযোগও করেন মমতা।সুকান্ত এবং শুভেন্দুকে এক বন্ধনীতে রেখে আক্রমণ করেন মমতার। বললেন, "আপনারা বাংলার টাকা বন্ধ করেছেন, আপনারা বাংলার গদ্দার। আপনারা বাংলার কুলাঙ্গার। আপনারা বাংলার ভাল চান না। আপনারা উত্তরবঙ্গের ভাল চান না। আপনারা দক্ষিণবঙ্গেরও ভাল চান না।'

সুকান্তের লোকসভা কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে তাঁকে চ্যালেঞ্জ করলেন মমতা। বললেন, চ্যালেঞ্জ করছি সুকান্তবাবুকে। ভোট দেওয়ার আগে বলেননি আপনি আর গদ্দার, বাংলাকে ১০০ দিনের টাকা দেওয়া যাবে না? বাংলার বাড়ি দেওয়া যাবে না? রাস্তা দেওয়া যাবে না? সারি-সারনা ধর্ম নিয়ে কখনও কথা বলেছেন?' গদ্দারেরা জানে হারবে, তাই কোথায় কবে মেদিনীপুরে চকোলেট বোমা ফেটেছিল, তাই বাড়ি বাড়ি এনআইএ ঢুকিয়ে দিয়েছে।' মমতা বলেন, 'আমার গ্যারান্টি মানুষ। আমার গ্যারান্টি মা মাটি মানুষের গ্যারান্টি।'

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গায়ের জোরে ভোট করাচ্ছেন বলে অভিযোগ করলেন মমতা। বলেন, মোদি জোর করে ভোট করে, এজেন্সি দিয়ে ভোট করে, গ্রেফতার করে ভোট করে, গ্যারান্টির নামে এনআরসি করে, বদমাইশি করে, নির্বাচন দখল করেন।

বালুরঘাটে নাম না করে সুকান্ত এবং শুভেন্দুকে আক্রমণ করেন মমতা। তিনি বলেন, 'আপনাদের এখানে ওই কুসান্তবাবু আছেন, আর ও দিকে আছে গদ্দার। এরা মনে করে, যা বলবে তা-ই করতে হবে। গায়ের জোরে চালাবে।' বিজেপিকে আক্রমণ করে মমতা বললেন, 'ক্ষমতা থাকলে গণতন্ত্রের লড়াই করে জেতো। তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করবে না। দিল্লিতে কেজরীওয়ালকে গ্রেফতার করবে না। বিরোধী দলের নেতাদের গ্রেফতার করবে না।' মমতা বললেন, আমরা নিরপেক্ষ কমিশন চাই। এই বিজেপির কমিশন চাই না।'মমতা বললেন, লোডশেডিং করিয়ে ওরা বাক্স দখল করে, ভাল করে পাহারা দেবেন। মমতা বললেন, 'গদ্দারেরা জানে হারবে, তাই কোথায় কবে মেদিনীপুরে চকোলেট বোমা ফেটেছিল, তাই বাড়ি বাড়ি এনআইএ ঢুকিয়ে দিয়েছে।

আই লিগে সেরা মহমেডান, খেলবে এবার আইএসএলে

আপনজন ডেস্ক: শনিবার এসএসএ স্টেডিয়ামে শিলং লাজং এফসিকে ২-১ গোলে হারিয়ে আই লিগ খেতাবের জন্য মহামেডান স্পোর্টিংয়ের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটল। এর আগে ২০১৫ ও ২০২০ সালে আই লিগ জিতেছে মহমেডান।শিলং লাজংকে ২-১ হারিয়ে আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হল মহমেডান স্পোটিং ক্লাব। একইসঙ্গে তারা পেয়ে গেল আইএসএলে খেলার ছাড়পত্র। শনিবার শিলংয়ে সাদা-কালোর দাপটে কোণঠাসা লাজং। কলকাতার ক্লাবের পক্ষে গোল করেন আসেক্সিজ ও কোজলভ। অন্যদিকে শিলং লাজংয়ের পক্ষে গোল করেন ডগলাস।

সাদা কালো ব্রিগেড এখন ২৩ ম্যাচে ৫২ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে, তাদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীনিদি ডেকান এফসি এক ম্যাচ কম খেলে আট পয়েন্ট পিছিয়ে আছে। চ্যাম্পিয়নদের হয়ে প্রথম মিনিটেই দেখা যায় অ্যালেক্সিস নাহুয়েল গোমেজের গোল যদিও খেলার ১৫ মিনিটে পেলান্টি থেকে শিলং লাজংকে সমতায় ফেরায় ডগলাস রোসা তারদিন। দ্বিতীয়ার্ধে মোহামেডানের হয়ে জয়সূচক গোলটি করে শিরোপা নিশ্চিত করেন এদিনের সাবস্টিটিউট ইয়েভগেনি কোজলভ।

সমীকরণটা ছিল সহজ। আই লিগ খেতাব নিশ্চিত করতে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের প্রয়োজন ছিল মাত্র এক পয়েন্ট। কিন্তু এই ম্যাচে তারা তা অর্জন করতে পারবে না কখনই মনে হচ্ছিল না। শিলং লাজং এই মরসুমে ২৩ ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে আই লিগ টেবিলের সপ্তম স্থানে রয়েছে।

মোহামেডান স্পোর্টিং সমর্থকদের স্নায়ুকে শান্ত থাকতে দেইনি তাদের আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড অ্যালেক্সিস গোমেজ প্রথম মিনিটেই জাদুকরী একটি মুহূর্ত তৈরির মাধ্যমে, লাজংয়ের গোলকিপার এগিয়ে এসেছেন দেখে দূরপাল্লার শর্টে তার মাথা টপকে জালে বল জড়িয়ে দেন আলেক্সিজ।বলটি গোলরক্ষকের মাথার উপর দিয়ে চলে যায় এবং জালে বাসা বাঁধে। তবে প্রথমার্ধের বাকি অংশে শিলং এর খেলা দেখে মনে হচ্ছিলো যে কালো এবং সাদা ব্রিগেডের জন্য একটি গোল যথেষ্ট হবে না।

তবে প্রথমার্ধে লাজং টেবিল টপারদের উপর চাপ বাড়ালেও মহমেডনের ব্যাক ফোর আর কোনো গোল হতে দেইনি। তারদিন ও সাবেক মোহামেডান স্পোর্টিং খেলোয়াড় ফ্রাংকি বুয়াম অনেক চাপ বাড়ালেও গোল করতে পারেননি।

খেলার ২৫ মিনিটে মোহামেডান স্পোর্টিংয়ের গোলদাতা গোমেজকে তুলে নেন কোচ , কেবল কোজলভ তার স্থলাভিষিক্ত হন।লাজং রাইট ব্যাক রনি উইলসন খারবুডন তার দলকে লিড দেওয়ার নিখুঁত সুযোগ পেয়েছিলেন, মোহামেডান শিবির স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল যখন রনি সেই সুযোগ হাতছাড়া করে।

বিরতির ঠিক আগে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে মার্কোস রুদারের শট ঠেকিয়ে সমতা ধরে রাখতে দুর্দান্ত সেভ করেন মোহামেডান স্পোর্টিংয়ের গোলরক্ষক পদম ছেত্রী।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই জোড়া পরিবর্তন করে মহমেডান। ডেভিড লালহ্লানসাঙ্গা বদলে মাঠে নামেন স্যামুয়েল লালমুয়ানপুইয়ার। অন্যদিকে মহম্মদ জাসিমের বদলে ভ্যানলালজুইডিকা ছকছুয়াক মাঠে নামেন।

দ্বিতীয়ার্ধে মহমেডানের আক্রমণের ঝাঁজ বাড়ে। ড্র করলেই চ্যাম্পিয়ন হওয়া যাবে, এটা জানা থাকলেও মহমেডানের ফুটবলারেরা ঢিলেমি দিতে চাননি। তিন পয়েন্টই ঘরে তুলতে চেয়েছিলেন। আক্রমণের সুফলও পায় তারা। ৬২ মিনিটে এভজেনি কোজলভ বাঁ পায়ের বাঁকানো শটে গোল করেন। তবে গোল করে সেলিব্রেশন করার সময়ে নিজের গেঞ্জি খুলে ফেলার জন্য তাঁকে লাল কার্ড দেখতে হয়। তারপর আর ম্যাচে ফিরে আসা সম্ভব হয়নি প্রতিপক্ষ ফুটবল দলের।

অবশেষে, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ব্রিগেড কিছুটা সস্তির নিশ্বাস ফেলে।মৌসুমে মোহামেডানের ১৫তম জয় নিশ্চিত করে তারা। মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ও ইস্টবেঙ্গল ইতিমধ্যেই আইএসএল খেলছে। এবার মহামেডানেও আইএসএলে উত্তরণের সেলিব্রেশনের প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে।

দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শেষ করতে চান মোদি: সোনিয়া

আপনজন ডেস্ক: দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শেষ করে দিতে চাইছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার এমনই অভিযোগ করেছেন রাজ্যসভায় কংগ্রেসের সাংসদ সোনিয়া গান্ধি। এ দিন রাজস্থানে নির্বাচনী প্রচারে ছিলেন তিনি। ওই রাজ্যের জয়পুরে বিদ্যাধর নগর স্টেডিয়ামে এক জনসভায় ভাষণ দেন। সেই সভার মঞ্চ থেকে এ দিন মোদির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভানেত্রী।

সোনিয়া গান্ধি বলেন, মোদি নিজেকে দেশের উর্ধ্বে মনে করেন, তিনি গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য কাজ করছেন। তিনি নিজেকে মহান বলছেন। এই ধরনের নেতারা শুধু ভয়ের পরিবেশ তৈরি করেন । গত ১০ বছর ধরে দেশ এমন একটি সরকারের হাতে রয়েছে, যা বেকারত্ব ও অর্থনৈতিক সঙ্কট বৃদ্ধি ছাড়া আর কিছুই করেনি।

ওই সভা থেকেই কংগ্রেস লোকসভা নির্বাচনে তাদের ইস্তাহার প্রকাশ করেন। বিরোধী দলের সেই লোকসভা নির্বাচনী ইস্তেহারে মুসলিম লিগের ছাপ রয়েছে ও এর একটি অংশে বামপন্থীদের আধিপত্য রয়েছে বলে উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুরে এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন্তব্য করেছিলেন। তার জবাবে কংগ্রেস শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আক্রমণ করে বলেন, জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নিজে ১৯৪০-এর দশকের গোড়ার দিকে বাংলায় লীগের সাথে জোট সরকারের অংশ ছিলেন।

ক্ষমতাসীন বিজেপি 'বিভেদের রাজনীতি' করছে বলেও অভিযোগ করেছে কংগ্রেস। তাঁর মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ বলেন, প্রধানমন্ত্রী তাঁর ইতিহাস জানেন না, কারণ এটি আসলে হিন্দু মহাসভার তৎকালীন সভাপতি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছাড়া আর কেউ নন, যিনি নিজে বাংলায় মুসলিম লিগের সাথে কোয়ালিশন সরকারের অংশ ছিলেন।

প্রথম নজর

অভিজাত আবাসনে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ হাওড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: শক্রবার রাতে হাওড়ার সাঁকরাইলের আন্দুল রোডের এক অভিজাত আবাসনে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ঘটনায় উভয়পক্ষের কয়েকজন আহত হন। আবাসনের পরিচালন সমিতির লোকজনের বিরুদ্ধে বহিরাগতদের এনে আবাসিকদের উপর হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে। জানা গেছে, আন্দুল রোডের হালদার পাড়ায় অবস্থিত ওই অভিজাত আবাসনের পরিচালন সমিতির মেয়াদ ফুরিয়ে যায়। অভিযোগ, পুরনো কমিটির লোকজনরা প্রায় জোর করেই আবাসিকদের থেকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য টাকা দাবি করেছিল। শুক্রবার রাতে এই নিয়ে আবাসনে বৈঠকে বসেন আবাসিকরা। সেখানেই আবাসনের প্রাক্তন সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের সাথে তুমুল বচসা শুরু হয়। এরপরেই আবাসনে বহিরাগতরা এসে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। মহিলাদের উপরেও তারা চড়াও হয়। কয়েকজন আবাসিক আহত হন। উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় হাসপাতালে।

আবারো পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু যুবতীর

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: মৃত্যু ফাঁদ বর্ধমান আরামবাগ রোড। প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা এই রোডের যাতায়াত করা মানুষদের জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছে । স্কুটিতে চড়ে শহর বর্ধমানে কাজে যাওয়ার পথে বাঁকুড়া মোড়ে লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক যুবতীর। মৃতের নাম সাবিয়া সুলতানা (২৪) বাড়ি খণ্ডঘোষ থানার কেশবপুরে। জানা গেছে শনিবার সকাল ৮ টা নাগাদ শহর বর্ধমানের এক বেসরকারী প্যাথলজিক্যাল ল্যাবে কাজে যাচ্ছিলেন সাবিয়া।
পথে বাঁকুড়া মোড়ে লরির ধাক্কায় গুরুতর জখম হন তিনি। তাকে দ্রুত রায়না থানার পুলিশ উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।
মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠায় পুলিশ।

অভিষেকের বিরুদ্ধে প্রার্থী দিতে ভয় পাচ্ছে অন্য দলগুলি: ফিরহাদ

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: ডায়মন্ড হারবারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাতে গেলে দম লাগে। এটা আগেই বোঝা উচিত ছিল আই এস এফ এর নেতা তথা একমাত্র বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর। শনিবার দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী মালা রায়ের সমর্থনে এক কর্মীসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই মন্তব্য করেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের। তিনি বলেন, ডায়মন্ড হারবারে বিগত দিনে মানুষের স্বার্থে উন্নয়নমূলক কাজ করেছে অভিষেক। যে পরিমাণ উন্নয়ন হয়েছে সমগ্র ডায়মন্ড হারবার জুড়ে,তার জন্য ডায়মন্ড হারবারের মানুষ যথেষ্ট খুশি। সেই কারণেই এই মুহূর্তে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারানো তো দূরের কথা,তার বিরুদ্ধে প্রার্থী দিতে ভয় পাচ্ছে অন্য রাজনৈতিক দলগুলি। নওশাদ সিদ্দিকীর ডায়মন্ড হারবারে প্রার্থী না হওয়া নিয়ে মন্তব্য রাজ্যের মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের। এর পাশাপাশি ভূপতিনগরে এনআইএ - এর যাওয়া নিয়ে ফের কটাক্ষ করেন ফিরহাদ। তাঁর মন্তব্য,যে সময় লোকসভা নির্বাচনে নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়ে গিয়েছে, মানুষজন প্রচারে নেমে পড়েছে পুরোদমে, সেখানে রাজনৈতিকভাবে লড়াইয়ে না লড়তে পেরে, বিজেপি এজেন্সি লেলিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদের মনোবল ভেঙে দিতে চাইছে। যদিও এতে তারা সফল হবে না বলেও এদিন ফের বিজেপিকে কটাক্ষ করলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম।
এ দিনের এই কর্মী সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী এবং প্রার্থী মালা রায় নিজে। মালা রায় দাবী করেন সব কর্মীদের ভবানীপুরে দেই কর্মী সভাতে আমন্ত্রণ জানানো সম্ভব হয়নি। কারণ সব কর্মীকে ডাকতে হলে শহীদ মিনার অথবা ধনধান্য স্টেডিয়ামে এই সমাবেশ করতে হতো। ফিরহাদ হাকিম ভবানীপুর কেন্দ্রের প্রত্যেক বুথ থেকে তৃণমূল কংগ্রেস জিতবে বলে এই আশা প্রকাশ করেন এদিন।

পুরুলিয়ায় সিপিএমকে পাশে পেল কংগ্রেস

জয়প্রকাশ কুইরি ● পুরুলিয়া

আপনজন: লোকসভা ভোটের প্রার্থী ঘোষণার ১৬ দিন পর অবশেষে পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রে সিপিআই(এম) কে পাশে পেল জাতীয় কংগ্রেস।শনিবার পুরুলিয়া জেলা কংগ্রেস ভবনে সিপিআই(এম) এর পুরুলিয়া জেলা সম্পাদক কে পাশে বসিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই বার্তা দিল পুরুলিয়া জেলা কংগ্রেস। যদিও শরিক দল ফরওয়ার্ডব্লক আলাদা ভাবে এই লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী দেওয়ার ফলে প্রবল অস্বস্তিতে পড়েছে জেলা বামফ্রন্ট থেকে সিপিআইএম নেতৃত্ব। সাংবাদিক সম্মেলন করে ইন্ডিয়া জোটের বাম সমর্থিত জাতীয় কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী নেপাল মাহাতো বলে প্রচার চালাবে সিপিআই(এম)। অর্থাৎ ফরওয়ার্ডব্লক সিপিআই(এম) কে সমর্থন না করলেও বামফ্রন্টে থাকা সিপিআই(এম),আরএসপি সমর্থন করবে এই লোকসভা কেন্দ্রে কংগ্রেসকে। এদিন দুপুরে পুরুলিয়া কংগ্রেস কার্যালয়ে কংগ্রেস প্রার্থী কে পাশে বসিয়ে একথা জানিয়ে দেন পুরুলিয়া জেলা বামফ্রন্টের আহ্বাহক তথা সিপিআই(এম) এর জেলা সম্পাদক প্রদীপ রায়। এবিষয়ে প্রার্থী নেপাল মাহাতো বলেন ,এই লোকসভা কেন্দ্রে কংগ্রেসের যেটুকু ঘাটতি ছিল তা পূরণ হল।

সাদা ওড়না নিয়ে ভোটের প্রচারে যাদবপুরের তৃণমূল প্রার্থী সায়নী

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● বারুইপুর

আপনজন: চৈত্রের হাঁসফাঁস গরমে অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষ। বৃষ্টির আশায় বাংলার মানুষ।আর এই গরমের মধ্যেই লোকসভার ভোট।গরমের কারনে বসে থাকলে চলবে না ভোটের প্রার্থীদের। তাই গরমে কেউ ছাতা মাথায় তো গলায় ওড়ানা জড়িয়ে ভোটের প্রচারে। শুক্রবার গলায় ওড়না জড়িয়ে প্রচারে বেরিয়ে পড়লেন যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সায়নী ঘোষ।তিনি প্রতিদিনই সাতটি বিধানসভা চষে বেড়াচ্ছেন মমতার উন্নয়নকে সাথে করে। এদিন তিনি বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রে অভিনব প্রচার শুরু করে দমদমা থেকে ঘাটকান্দা পর্যন্ত। অতিরিক্ত গরমকে উপেক্ষা করে তৃণমূল কংগ্রেসের ভিড় ছিলো অভাবনীয়।এদিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সরদার, বারুইপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী সহ আরো অনেকে।এদিন তিনি প্রচারের মাঝেই স্থানীয় কিছু মানুষের সমস্যার মুখে পড়েন। জলের সমস্যা সমাধান করা হবে এদিন সায়নী তাদের জানালেন। প্রচারের মাঝেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সায়নী ঘোষ বললেন, অতিরিক্ত গরম উপেক্ষা করে মানুষের কাছে আসছি মানুষের ভালোবাসা পাওয়ার জন্য।আর তাদের কাছে আসার সময় গরম বলে মনে হচ্ছে না। তবুও এখন আমার সঙ্গী হিসাবে রেখেছি একটি মাত্র সাদা ওড়না,যা দিয়ে মাথাটা ঢেকে রাখছি মাঝে মধ্যে এবং ও ওআরএস জল ও খাচ্ছি। তবে মানুষের পাশে থাকতে পেরে আমার খুব ভালো লাগছে।

এনআরসি আমরা করতে দেব না, মনে রাখবেন আপনারা সকলেই নাগরিক: মমতা

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী বিপ্লব মিত্রের সমর্থনে জনসভা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জেলার তপন ব্লকের বাঘইট ময়দানে জনসভা করেন তৃণমূল নেত্রী। কোচবিহার থেকে প্রচার শুরু করার পর আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি হয়ে শনিবার তপনে পৌঁছান তিনি।
এদিনের সভা মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বালুরঘাটে আগে রাস্তায় বন্যার পর বন্যা হতো। আমি নিজে বার বার এখানে এসেছি। গঙ্গারামপুর থেকে বালুরঘাট বন্যার সময় আমার এখানে আসা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। অসহায়দের হাতে রিলিফ তুলে দেওয়ার জন্য বারবার এসেছি। আমি জানি আত্রেয়ী নদীতে বাঁধ দেয়া কে কেন্দ্র করে বালুরঘাটে জলের অসুবিধা হয়। আপনারা যাকে ভোট দিয়েছিলেন এখানকার এমপি সুকান্ত মজুমদার তিনি একবারও বলেছে কেন আত্রেয়ী নদীতে বাঁধ দেয়া হল। এর ফলে বালুরঘাটে, গঙ্গারামপুর, কুশমন্ডির মানুষ জল পায় না।'
এদিন আদিবাসী ভাই-বোনদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সারনা ধর্ম কোডের বিষয়ে আমি বারবার কেন্দ্র সরকারের কাছে চিঠি লিখেছি। কিন্তু এখনো তারা তা করেনি। তবে তাদের এটা করতে হবে। বিষয়টি মনে রাখবেন, মাথায় রাখবেন। আমরা চাই দিল্লি থেকে বিজেপি চলে যাক। আর আমাদের সরকার আসলে আমরা এটা করব। তৃণমূল কংগ্রেস যত বেশি সিট পাবে তত দিল্লির ইন্ডিয়া জোট শক্তিশালী হবে।'
মোদি গ্যারান্টির সমালোচনা করে মমতা বলেন, 'মোদির গ্যারান্টি হল এনআরসি চালু করে সবাইকে বাংলা থেকে উচ্ছেদ করানোর গ্যারান্টি। এনআরসি আমরা করতে দেব না। মনে রাখবেন আপনারা সকলেই নাগরিক। এটা আমাদের অধিকার। বিজেপির দয়ায় নয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় কোথায় ছিল? এখন সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি একসঙ্গে লড়ে। সিপিএম, কংগ্রেস এখানে বিজেপিকে সাপোর্ট দিচ্ছে। আমরা একাই লড়াই করছি। আর একটা নতুন পার্টি জুড়েছে বিজেপির ভাই।'
তৃণমূল নেত্রী আরো বলেন, 'আমি বাংলায় আছি বলে বিজেপির খুব রাগ। যেন তেন প্রকারে তৃণমূলকে হারানো ওদের উদ্দেশ্য। মুখ্যমন্ত্রী এদিনের জনসভা থেকে বলেন, '২০২৫ এর শেষের মধ্যে সবাই যাতে পানীয় জল পায় তার ব্যবস্থা আমরা করব। বিজেপি বলে বেড়াচ্ছে ঘরঘর মে পানি বিজেপি দেতা হে। আমরা দেব মেনটেনেন্স এর টাকা, জমির টাকা। আর তুমি বলছো ঘর ঘরমে পানি হাম দেতা হে। তোমরা মিথ্যা বলছো।'
উল্লেখ্য, এই দিন তপনের ময়দানে মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক ভোট প্রচার সভায় উপস্থিত ছিলেন, প্রার্থী বিপ্লব মিত্র,জেলা তৃণমূল সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল, জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্তামণি বিহা, ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেন সহ আরো অনেকে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

দক্ষিন বারাসত কোঅপারেটিভ ব্যাংকে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● জয়নগর

আপনজন: শনিবার দুপুরে জয়নগরের দক্ষিণবারাশত কো: অপ: ব্যাংকে আচমকা আগুন লেগে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসে জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল সহ জয়নগর থানার একাধিক পুলিশ।পুলিশ, দমকল ও সাধারণ মানুষের চেষ্টা আগুন নিয়ন্ত্রনে আসে। তবে ক্ষয় ক্ষতি পরিমাণ বেশি নয় বলে জানা যায়। প্রাথমিক অনুমান ব্যাংকের এসি থেকে শটশার্কিট হয়ে এই আগুন লেগে থাকতে পারে। তবে হতাহতের কোনো খবর নেই।

মামলা তুলতে বাড়িতে ঢুকে হুমকি সিভিকের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: জমি নিয়ে বিবাদ।আদালতের দ্বারস্থ অসহায় দম্পতি।মামলা তুলতে বাড়িতে ঢুকে হুমকি সিভিকের।অভিযোগ উঠেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার এক সিভিক ভলেন্টিয়ারের বিরুদ্ধে।এমনকি কোর্ট থেকে জমি সংক্রান্ত মামলা না তুললে ভবিষ্যতে ওই দম্পতি ও তার পরিবারকে দেখে নেওয়া হবে বলেও হুমকি দিয়েছে ওই সিভিক ভলেন্টিয়ার এমনটাই অভিযোগ। বর্তমানে ওই দম্পতি নিরাপত্তা হীনতায় ভুগছে।ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভগবানপুর এলাকায়।এ বিষয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন পটেন দাস।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে ওই এলাকার বাসিন্দা পটেন দাস আর্থিক অভাবের কারণে তার ১৪ শতক জমি কুশিদা এলাকার এক ব্যবসায়ীকে ৯০ হাজার টাকার বিনিময়ে বন্ধক দেন।কিন্তু এক বছর পর এই জমির বন্ধকের টাকা ফেরত না দেওয়ায় ওই ব্যবসায়ী পটেনের কাকি তথা সিভিক ভলেন্টিয়ার স্বপন দাসের মায়ের কাছে বিক্রি করে দেয়।এরপর পটেনবাবু পুনরায় স্বপন দাস ও তার পরিবারের কাছ থেকে চার লক্ষ টাকার বিনিময়ে ওই জমি কিনে নেন। কিন্তু ১৪ শতকের পরিবর্তে মাত্র পাচ শতক জমি তাকে ফেরত দেওয়া হয়। আর বাকি ৯ শতক জমি ফেরত চাইতে গেলে সিভিক ভলেন্টিয়ার স্বপন দাস তাকে হুমকি দিতে থাকে। এরপরেই পটেন দাস চাঁচল মহকুমা আদালতে এই নিয়ে মামলা করলে তাদের পরিবারের উপর হুমকি এবং অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যায় বলে অভিযোগ। অভিযোগের ভিত্তিতে সিভিক ভলেন্টিয়ার স্বপন দাসকে চাকরি থেকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। চাকরি চলে যাওয়াতে পটেনবাবুর পরিবারের উপর আক্রমণ বেড়ে যায়।এ প্রসঙ্গে পটেন দাস বলেন 'আমি ১৪ শতক জমি বন্ধক রেখেছিলাম কুশিদা এলাকার ব্যবসায়ী বাসুদেব আগরওয়াল এর কাছে। কিন্তু বাসুদেব আগরওয়াল ওই জমিটা আমার কাকির কাছে বিক্রি করে দেয়। আমি টাকা জোগাড় করে ওদের দাবি মত ওই জমি আবার চার লক্ষ টাকায় কিনে নি। কিন্তু পাঁচ শতক জমির দখল দিলেও বাকি ন'শতক জমির দখল দেয়নি। আর এই নিয়ে বলতে গেলে একের পর এক আক্রমণ করছে। পরিবারকে কুরুচিকর ভাষায় হুমকি দিচ্ছে। যদিও সিভিক ভলেন্টিয়ার স্বপন দাস তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে।

বাড়ি আগুনে পুড়ে ছাই শ্রমিকের বাড়ি

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: রতুয়া ২ নম্বর ব্লকের পরানপুর অঞ্চলের চাঁদপুর গ্রামে পিয়ারুল শেখ এর বাড়ি আগুনে পুড়ে ছাই।ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নগদ দেড় লক্ষ টাকা সামগ্রিক সহ প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা।বাড়ির উপর দিয়ে ইলেকট্রিক তার বার করা হয়েছিল অন্যের বাড়িতে বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়ার জন্য। সেই তার থেকে শর্ট সার্কিট হয়ে বাড়িতে আগুন লাগে। এটা নিয়ে বাসিন্দারা খবর পেয়ে তড়িঘড়ি যায় আগুন নিয়ন্ত্রণ করতে।
আগুন নিয়ন্ত্রণ আসলেও। কিন্তু ততক্ষনে বাড়ির সমস্ত আসবা জিনিসপত্র পুড়ে ছাই। এই পিয়ারুল খান পেশায় পরিযায় শ্রমিক। তিনি কেরালায় কাজে করতে গিয়েছেন। তার স্ত্রী ফুলজান বিবি এবং তার দুই ছেলে রাহুল ও সারুল বাড়িতেই ছিলেন। পিয়ারুল খানের বাড়ি পরিদর্শন করতে যান রতুয়া ২ নম্বর ব্লকের বিডিও শেখর শেরপা ও পুখুরিয়া থানার ওসি বাপন দাস। সরকারি ভাবে কিছু সাহায্য করা হয়। তাদের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

পুলিশের গায়ে জল ঢালা মামলায় জামিন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: তীব্র দহনে শুক্রবার দুপুর ১ টায় কলেজ স্কোয়ার থেকে ৭ টি চাকরিপ্রার্থী মঞ্চদের নিয়ে বঞ্চিত ঐক্যমঞ্চের পক্ষ থেকে একটি মহা মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল। এই মিছিলে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের নেতৃত্ববৃন্দ সহ আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ এবং ৭ টি মঞ্চের চাকরিপ্রার্থীদের নেতৃত্ববৃন্দ প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। মিছিল যখন ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিংয়ে এসে পৌঁছায়, তখনই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তখনই বেশ কিছু চাকরি প্রার্থী ডোরিনা ক্রসিংয়ে বসে পড়ে বলে অভিযোগ, তখনই পুলিশ তাঁদের উঠে যেতে বলে। মিছিল আবার একটু এগোতেই প্রতীকী শবদেহে চাকরিপ্রার্থীরা আগুন দেয় এবং পরবর্তীতে জল ঢেলে আগুন নিভিয়ে দেয় তখনই মিছিলের পরিস্থিতি তপ্ত হয়ে ওঠে। পুলিশের বিশাল বাহিনী চাকরিপ্রার্থী সহ সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের সদস্যদের টেনে হিঁচড়ে প্রিজন ভ্যানে তোলে। পুলিশ মোট ১৬ জনকে আটক করে লালবাজারে নিয়ে আসে এবং পরবর্তীতে পুলিশ বিভিন্ন জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা করে। শনিবার ব্যাঙ্কশাল কোর্টে রাজ্যের আইনজীবী পুলিশের গায়ে জল ঢালা এবং সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করার অভিযোগে ভাস্কর ঘোষ সহ সকলের জেল হেফাজতের জন্য সওয়াল করেন। পাল্টা সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে আইনজীবী সুদীপ্ত চৌধুরী এবং চাকরিপ্রার্থীদের পক্ষ থেকে কৌস্তব বাগচী সওয়াল করেন। তারপর জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়।

ঈদ উৎসবের প্রাক্কালে প্রশাসনিক সভা

সেখ সামসুদ্দিন ● মেমারি

আপনজন: মেমারি থানা ও ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে বিডিও অফিসের অডিটোরিয়াম কক্ষে এলাকার ইমাম ও বিভিন্ন ক্লাব সংগঠন ও সমাজসেবীদের নিয়ে সভা করা হয়। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন এসডিপিও অভিষেক মন্ডল, মেমারি বিধানসভার বিধায়ক মধুসূদন ভট্টাচার্য্য, মেমারি থানার ওসি দেবাশীষ নাগ সহ পুলিশ অফিসারবৃন্দ, মেমারি ১ সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শতরূপা দাস, যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অনন্যা বেরা, মেমারি ১ পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি বসন্ত রুইদাস, কর্মাধ্যক্ষ আব্দুল হাকিম, মেমারি মাদ্রাসার সম্পাদক কাজী মোঃ ইয়াসিন মেমারি মারকাজ মাদ্রাসার পক্ষে হাজী আব্দুল মোমিন সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মেমারি থানা এলাকার মসজিদগুলির ইমাম সহ কয়েকটি ক্লাব সংগঠন এদিনে মূলত আলোচনা হয় ঈদ উৎসবকে সম্প্রীতির মেলবন্ধনে শান্তির মধ্যে উদযাপন করার বিষয়ে। উপস্থিত সকল ব্যক্তিত্ব পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে সহমত হয়ে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে নিজ নিজ জায়গা থেকে সচেষ্ট থাকবেন বলে ঘোষণা করেন।
প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিদ্যুৎ দপ্তর, জল এবং পুলিশ ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়েও বিশেষ বন্দোবস্তের কথা বলেন। তারপরেও যদি কোথাও কোন অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় মেমারি থানার অফিসার ইনচার্জকে জানাতে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া হয়, যা হলো ৯১৪৭৮৮৮৫৫৪। মিসড কল নয়, ফোন করে বা হোয়াটসঅ্যাপে জানানো যাবে বলে জানান ওসি।

যুব উদ্যোগে সামাজিক কাজ ভাঙন এলাকায়

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার ভাঙন কবলিত গঙ্গা-পদ্মা পাড়ের ভগবানগোলা সামাজিক কর্মে বারংবার নজির গড়েছে। জেলার প্রায় ৫০ শতাংশ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ভগবানগোলা এবং লালগোলা থেকে পরিচালিত হয়।
ভগবানগোলা থানা এলাকায় যুক্ত হল আরো একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। সুবর্ণমৃগী ইয়ুথ ফাউন্ডেশন নামের ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা দরিদ্র মানুষের হাতে অন্ন, বস্ত্র তুলে দেওয়া থেকে বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্মে এগিয়ে আসার পথ চলা শুরু করেছে। এলাকার কয়েকজন যুবক সেই কাজ কাজে এগিয়ে এসেছে। ঈদের আগে শনিবার সংশ্লিষ্ট এলাকায় শতাধিক দরিদ্র পরিবারের হাতে পোশাক সহ ঈদের বিভিন্ন বাজার সামগ্রী যেমন সেমাই, চিনি, খেজুর তুলে দেওয়া হয়। এলাকার বিশিষ্টজনরা অভিনন্দন এবং সাধুবাদ জানিয়েছে ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যদের।

সন্দেশখালিতে বিরোধী শিবিরে ভাঙন ধরিয়ে তৃণমূলে যোগদান

মনিরুজ্জামান ● বসিরহাট

আপনজন: বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হাজী শেখ নুরুল ইসলামের সমর্থনে শনিবার এক নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয় সন্দেশখালির রাজবাড়ী বাজার সংলগ্ন মাঠে।এই জনসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রীসভার সদস্য সুজিত বসু বলেন, সাধারণ মানুষকে ভুল বুঝিয়ে দমিয়ে রাখা যাবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নকে বাংলার মানুষ সাদরে গ্রহণ করেছে। মিথ্যাবাদী, সাম্প্রদায়িক দল বিজেপি কেবলমাত্র চক্রান্ত করে শান্ত বাংলাকে অশান্ত করার লক্ষ্যে নেমেছে। সন্দেশখালির মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করে যে কাজ বিরোধীরা করছে তা শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ বুঝতে পেরে এই মঞ্চ থেকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলো।এদিন তাদের হাতে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা তুলে দেন দলীয় নেতৃবৃন্দ।সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো বলেন,এই জনসভাই প্রমাণ করে সন্দেশখালির মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আছে। নির্বাচনে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হাজী শেখ নুরুল ইসলামের বিশাল মার্জিনে জয় নিশ্চিত বলে তিনি বলেন।বসিরহাট নির্বাচনী কোর কমিটির সদস্য তথা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ বলেন, বাংলার শান্তি, সম্প্রীতি প্রেমী মানুষ মা মাটি মানুষের সঙ্গে আছে।এদিন উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষী ব্যানার্জী, বাদল মিত্র, সুব্রত বসু সহ দলীয় নেতৃত্ব।

প্রথম নজর

ইংল্যান্ডের বিখ্যাত ব্রিস্টল ক্যাথিড্রালে প্রথমবারের মতো ইফতার আয়োজন

আপনজন ডেস্ক: ইংল্যান্ডের বিখ্যাত ব্রিস্টল ক্যাথিড্রালে প্রথমবারের মতো বর্ণাঢ্য ইফতার আয়োজন করা হয়েছে।
গত বৃহস্পতিবার (৪ এপ্রিল) ক্যাথিড্রাল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এই ইফতার অনুষ্ঠানের আয়োজন করে স্থানীয় বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়। মুসলিম ফর ব্রিস্টলের উদ্যোগে ব্রিস্টল ক্যাথিড্রাল ও ব্রিজেস ফর কমিউনিটিসের অংশীদারিতে ইফতার আয়োজনে অংশ নেয় শত শত মানুষ।
গ্র্যান্ড ইফতারের অন্যতম আয়োজক ও সহপ্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আল-শরিফ বলেন, 'সব বিশ্বাসের মানুষকে একত্র করাই ইফতার আয়োজনের অন্যতম লক্ষ্য। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যময়তা উদযাপন করতে ঐক্য ও শান্তির লক্ষ্যে আন্তর্ধর্মীয় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এবারের ঐতিহাসিক গ্র্যান্ড ইফতার ক্যাথিড্রালের পাশে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয়।'
বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ব্রিস্টল ও ওয়েস্টের প্রধান এবং ইস্টন শাহজালাল জামে মসজিদ পরিচালনা পর্ষদের সদস্য মোহাম্মদ ইসলাম বলেন, ব্রিস্টল একটি সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যময় শহর। এখানকার ক্যাথিড্রালে মুসলিমরা ইফতারের মাধ্যমে তাদের রোজা ভাঙছে—এ দৃশ্যই সব কিছুর ব্যাখ্যা করে দেয়। এক ছাদের নিচে বিভিন্ন ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের একসাথে দেখতে পেয়ে খুবই ভালো লাগছে। মূলত ২০১৭ সাল থেকে ব্রিস্টলবাসীর মধ্যে শান্তি ও ঐক্য প্রচারের অংশ হিসেবে গ্র্যান্ড ইফতার আয়োজন শুরু হয়।

সোমবার চাঁদ দেখার আহ্বান সৌদি সুপ্রিম কোর্টের

আপনজন ডেস্ক: স্থানীয় সময় আগামী সোমবার সৌদি আরবের আকাশে দেশটির মুসলিম সম্প্রদায়কে চাঁদ দেখার আহ্বান জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।
শনিবার (০৬ এপ্রিল) আল-আরাবিয়া জানিয়েছে, আগামী সোমবার (২৯ রমজান) সৌদির আকাশে শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা গেলে দেশটিতে মঙ্গলবার (০৯ এপ্রিল) পবিত্র ঈদুল ফিতর পালিত হবে।
তবে সোমবার পবিত্র শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা না গেলে রমজান ৩০ দিনের হবে এবং বুধবার দেশটিতে ঈদ হবে।
আগামী সোমবার সৌদি আরবের যে কোনো প্রান্তে কেউ যদি খালি চোখে কিংবা দূরবীনের মাধ্যমে নতুন চাঁদ দেখতে পান, তাহলে তার নিকটতম কোনো আদালতকে ওই খবর দেয়ার আহ্বান জানিয়েছে সৌদি সুপ্রিম কোর্ট।
সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে- আমরা আশা করি- যদি কারো চাঁদ দেখার সক্ষমতা থাকে, তাহলে তিনি যেন এ বিষয়ে মনোযোগী হোন।
রমজান হলো আরবি বর্ষপঞ্জিকার নবম মাস। আরবি মাসগুলো ২৯ ও ৩০ দিনের হয়ে থাকে। আর মাসগুলো নির্ধারিত হয়ে থাকে চাঁদ দেখার ওপর।
গত ১১ মার্চ সৌদি আরবে পবিত্র রমজান মাসের চাঁদ দেখা যায়। সে অনুযায়ী সোমবার দেশটিতে ২৯ রমজান হবে।
ইসলামের সূতিকাগার হওয়ায় সৌদিতে চাঁদ দেখা যাওয়া নিয়ে সারা বিশ্বের সব মুসল্লিদের মধ্যে একটি আগ্রহ কাজ করে। বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সাধারণ মানুষের মধ্যে ওইদিন থেকেই একটি আনন্দ লাগা শুরু করে। কারণ সৌদিতে যদি চাঁদ উঠে যায়, তাহলে তারা অনেকটা নিশ্চিত হয়ে যান যে পরদিন তাদের দেশেও ঈদ হবে। যদিও গত বছর সৌদি আরবে ২৯ রমজান হয়েছিল।

কদরের রাতে আল আকসায় দুই লাখ মুসল্লি, গ্রেফতার ১৬

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের বিভিন্ন কঠোর নিরাপত্তা বিধিনিষেধ ও বিপুল সেনা মোতায়েন সত্ত্বেও পবিত্র রমজান মাসের শেষ শুক্রবার ও পবিত্র কদরের রাতে আল আকসা মসজিদে প্রায় দুই লাখ মুসল্লি ইশা ও তারাবির নামাজ আদায় করেছেন।
জানা গেছে, ৫ এপ্রিল পবিত্র রমজান মাসের শেষ শুক্রবার ও লাইলাতুল কদরের রাত ছিল। হাজার মাসের চেয়ে উত্তম এই রাতে ইশা ও তারাবির নামাজ আদায় করতে প্রায় দুই লাখ মুসল্লি আল আকসা মসজিদে জড়ো হন। তবে ফজরের নামাজের সময় উত্তেজনা সৃষ্টি ও হামাসপন্থি স্লোগান দেওয়ায় ইসরায়েলি পুলিশ ১৬ জনকে গ্রেফতার করেছে।
পুলিশ জানিয়েছে, আঁতশবাজি ছোঁড়ার জন্য একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যদের ধরা হয়েছে হামাসের সমর্থনে স্লোগান শুরু করায়। ঘটনার এক পর্যায়ে পুলিশ তাদের লক্ষ্য করে ড্রোনের মাধ্যমে টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে।
গাজায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আল-আকসায় প্রবেশে বিধিনিষেধ আরোপ করে ইসরায়েল। যেসব শিশুর বয়স ১০ বছরের নিচে, যেসব নারীর বয়স ৫০ বছরের ওপরে ও ৫৫ বছরের বেশি বয়সী পুরুষদের মসজিদ প্রাঙ্গণে প্রবেশের অনুমোদন দেওয়া হয়।
সারা বিশ্বের মুসলিমদের কাছে তৃতীয় পবিত্র স্থান আল আকসা মসজিদ। আর ইহুদিদের কাছেও এটি পবিত্র স্থান। তাদের কাছে এটি 'টেম্পল মাউন্ট' হিসেবে পরিচিত। ফলে যুগের পর যুগ ধরে ফিলিস্তিন ও ইসরায়েল সংঘাতের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে আল-আকসা।

গাজায় ১৯৬ ত্রাণকর্মীকে হত্যা: নিরপেক্ষ তদন্ত চায় জাতিসংঘ

আপনজন ডেস্ক: গাজা উপত্যকায় ইসরায়েল ও হামাসের চলমান সংঘাতে ১৯৬ জন ত্রাণকর্মী নিহত হয়েছেন। এই ত্রাণকর্মীদের নিহতের ঘটনাগুলোর নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করেছেন জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস।
শুক্রবার (৫ এপ্রিল) এই আহ্বান জানিয়ে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে, গাজায় ত্রাণ সরবরাহ বাড়াতে ইসরায়েল দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ নেবে।
সোমবার (০১ এপ্রিল) গাজার দেইর আল বালাহতে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক খাদ্য সহায়তা সংস্থা ওয়ার্ল্ড সেন্ট্রাল কিচেনের (ডব্লিউসিকে) গাড়িতে হামলা চালায় ইসরায়েল। এতে ৭ জন ত্রাণকর্মী নিহত হন। এদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশের নাগরিক রয়েছেন। পরে আন্তর্জাতিক চাপের মুখে ঘটনার জন্য ভুল স্বীকার করে দুই সেনা কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করেছে ইসরায়েল।
জাতিসংঘ মহাসচিব বলেছেন, ইসরায়েলি সরকার ভুল স্বীকার করেছে। কিন্তু মূল সমস্যা কারা ভুল করেছে তা নয়, সমস্যা হলো এসব বারবার ঘটতে দিচ্ছে যে সামরিক কৌশল ও প্রক্রিয়া। এই ভুল সংশোধনের জন্য প্রয়োজন স্বাধীন তদন্ত এবং সরেজমিনে অর্থপূর্ণ ও পরিমাপযোগ্য পরিবর্তন। তবে কারা এই স্বাধীন তদন্ত পরিচালনা করবে তা সম্পর্কে কিছু বলেননি গুতেরেস।
জাতিসংঘের ১৫ সদস্যের নিরাপত্তা পরিষদ শুক্রবার গাজায় আসন্ন দুর্ভিক্ষ ও ত্রাণকর্মীদের ওপর হামলা নিয়ে আলোচনা করতে বৈঠকে বসবে।
সাংবাদিকদের গুতেরেস বলেছেন, যখন ত্রাণের দরজা বন্ধ থাকে তখন অনাহারের দ্বার উন্মুক্ত হয়।
লক্ষাধিক মানুষের মধ্যে অর্ধেকের বেশি চরম অনাহারে রয়েছে।
গাজার শিশুরা খাদ্য ও পানির অভাবে মারা যাচ্ছে। এটি ধারণাতীত এবং পুরোপুরি এড়ানো সম্ভব।

ইসরায়েলের কাছে অস্ত্র বিক্রি কমানোর সিদ্ধান্ত, ক্ষেপলেন বরিস জনসন

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের কাছে যুক্তরাজ্যের অস্ত্র বিক্রি কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ভাবছে যুক্তরাজ্য। গাজায় ইসরায়েলি বর্বর গণহত্যার লাগাম টানতে এ নিয়ে বিতর্ক হয়। এসময় নীরব থাকায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরনের সমালোচনা করেছেন ব্রিটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন।
ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) বিমান হামলায় ওয়ার্ল্ড সেন্ট্রাল কিচেনের (ডব্লিউসিকে) সাথে যুক্ত তিন ব্রিটিশ ত্রাণকর্মী নিহত হওয়ার পরই ইসরায়েলের সঙ্গে অস্ত্র ব্যবসা বন্ধে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন দেশটির সব প্রধান রাজনৈতিক দলের এমপিরা।
সুপ্রিমকোর্টের সাবেক বিচারপতিসহ ছয় শতাধিক আইনজীবীর স্বাক্ষরিত চিঠিতেও একই মনোভাব ব্যক্ত করা হয়েছে। ইসরায়েলের দাবি এ হামলা ইচ্ছাকৃত নয়। ব্যর্থতা মেনে নিয়ে ইতোমধ্যে হামলায় যুক্ত দুই কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করেছে। তবে জাতিসংঘ ও সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছে, তাদের চলাচলের রুট সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল করার পরও ইসরায়েল এ হামলা চালায়। এটা অনিচ্ছাকৃত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। ডেইলি মেইলের একটি কলামে বরিস জনসন লিখেছেন, 'ডব্লিউসিকে বহরের ওপর হামলা ছিল একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। ... যদি পশ্চিমারা ভেঙে পড়তে থাকে, বিশেষ করে ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র যদি ভেঙে পড়ে, তাহলে ইসরায়েলিরা রাফায় প্রবেশ করতে পারবে না। গাজায় হামাসকে সামরিক বাহিনী হিসেবে উৎখাত করতে পারবে না।'

গাজা থেকে জিম্মির লাশ উদ্ধারের দাবি ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের সেনাবাহিনী শনিবার বলেছে, তাদের সেনারা ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলে ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের হামলার সময় অপহৃত এক জিম্মির লাশ উদ্ধার করেছে।
সেনাবাহিনী এক বিবৃতিতে বলেছে, অপহৃত এলাদ কাটজিরের মৃতদেহ গাজা উপত্যকার খান ইউনিস থেকে গত রাতে উদ্ধার করা হয়েছে এবং ইসরায়েলি ভূখণ্ডে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী, ফিলিস্তিনের ইসলামিক জিহাদ সংগঠনের হাতে বন্দি অবস্থায় তাঁকে 'হত্যা' করা হয়েছে।
হামলার সময় ৪৭ বছর বয়সী কাটজিরকে তাঁর মা হান্নার সঙ্গে নির ওজ কিবুতজ সম্প্রদায় থেকে অপহরণ করা হয়েছিল।
গাজা যুদ্ধে এক সপ্তাহের বিরতির সময় ২৪ নভেম্বর হান্নাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। এ ছাড়া কিবুতজে হামলার সময় কাটজিরের বাবা আব্রাহাম নিহত হয়েছেন বলে সেনাবাহিনী জানিয়েছে।
সেনাবাহিনী বলেছে, যুদ্ধের সময় তারা এ পর্যন্ত এলাদ কাটজিরসহ ১২ জনের মৃতদেহ গাজা থেকে উদ্ধার করেছে।
গত ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস ইসরায়েলে আন্তঃসীমান্ত হামলা চালায়। তেল আবিবের হিসাবে, সেই হামলায় প্রায় এক হাজার ২০০ জন নিহত হয়েছে। হামলার পর থেকেই ইসরায়েল গাজা উপত্যকায় হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, প্রায় ছয় মাসের যুদ্ধে সেখানে ৩৩ হাজারেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে।

গাজায় মানবিক সহায়তা পাঠাতে খুলছে নতুন ২ পথ

আপনজন ডেস্ক: গাজার ফিলিস্তিনি বেসামরিক মানুষদের মানবিক সহায়তা পৌঁছানোর জন্য নতুন দুটি পথ খোলার ঘোষণা দিয়েছে ইসরায়েল। মূলত বিদেশি চাপে পরে এ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু।
সংবাদমাধ্যম রয়টার্স হোয়াইট হাউসের বরাতে জানিয়েছে, ত্রাণকর্মীদের ওপর হামলার পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও নেতানিয়াহুর মধ্যে টেলিফোনে ৩০ মিনিট আলোচনা হয়। এ সময় বাইডেন নেতানিয়াহুকে সাফ জানিয়ে দেন, বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষিত রাখতে, মানুষের কষ্ট কমাতে ও ত্রাণকর্মীদের নিরাপত্তার জন্য ইসরায়েলকে বিশেষ, সুনির্দিষ্ট ও পরিমিত পদক্ষেপ ঘোষণা করে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। ইসরায়েল এসব ক্ষেত্রে কতটা পদক্ষেপ নিয়েছে, তার ওপর মার্কিন নীতি নির্ভর করবে।
নেতানিয়াহুকে আলটিমেটাম দেয়ার কয়েক ঘণ্টা পরই গাজায় মানবিক সহায়তা প্রবেশের জন্য নতুন দুটি পথ খোলার ঘোষণা দেয় ইসরায়েল। এর মধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর প্রথমবারের মতো গাজার উত্তরাঞ্চলের ইরেজ গেট সাময়িকভাবে খুলে দেয়া হবে। পাশাপাশি আশদোদ বন্দরও খুলে দেয়া হবে। এ ছাড়া কেরেম শালোম ক্রসিং দিয়ে জর্ডান থেকে আরো বেশি ত্রাণ প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে।
ধারণা করা হচ্ছে, ফোনালাপে করিডরগুলো পুনরায় খোলার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন বাইডেন। মূলত ইসরায়েল সরকারকে আলটিমেটাম দিয়ে বাইডেন বলেছেন, বেসামরিক ক্ষয়ক্ষতি রোধে এবং ত্রাণকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দৃঢ় পদক্ষেপ নিন, না হয় গাজা সম্পর্কে মার্কিন নীতি পরিবর্তন হবে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইকুয়েডরের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে যাচ্ছে মেক্সিকো

আপনজন ডেস্ক: ইকুয়েডরের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে যাচ্ছে মেক্সিকো। ইকুয়েডর কর্তৃপক্ষ শুক্রবার সন্ধ্যায় মেক্সিকান দূতাবাসে জোরপূর্বক প্রবেশ করে দেশটির সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট জর্জ গ্লাসকে গ্রেপ্তার করে। এর জেরেই ইকুয়েডরকে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা জানায় মেক্সিকো। ইকুয়েডরের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট জর্জ গ্লাসকে দুর্নীতির জন্য দুইবার দোষী সাব্যস্ত করা হয়। এরপর গত বছরের ডিসেম্বরে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়ে কুইটোর দূতাবাসে ছিলেন তিনি। তার অভিযোগ, মেক্সিকোর অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস কর্তৃক নির্যাতিত হচ্ছেন। জর্জ গ্লাসকে গ্রেপ্তার করার আগে পুলিশ জোরপূর্বক কুইটোতে অবস্থিত মেক্সিকো দূতাবাসে প্রবেশ করে বলে মেক্সিকান প্রেসিডেন্ট আন্দ্রেস ম্যানুয়েল লোপেজ ওব্রাডর এক্স (সাবেক টুউটার)-এ পোস্ট করেছেন। লোপেজ এই গ্রেপ্তারকে আন্তর্জাতিক আইন এবং মেক্সিকোর সার্বভৌমত্বের লঙ্ঘন বলে অভিহিত করে মেক্সিকোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে ইকুয়েডরের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ দেন। আন্দ্রেস ম্যানুয়েল লোপেজ ওব্রাডর এক্স (সাবেক টুইটার)-এ একটি পোস্টে লিখেছেন, 'দূতাবাসে জোর করে ঢুকে এবং গ্লাসকে গ্রেপ্তার করা একটি স্বৈরাচারী কাজ এবং মেক্সিকোর আন্তর্জাতিক আইন ও সার্বভৌমত্বের একটি স্পষ্ট লঙ্ঘন।' মেক্সিকোর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় শুক্রবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছিল, তারা গ্লাসকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়েছে এবং ইকুয়েডরকে আহ্বান জানিয়েছে, যাতে সে নিরাপদে দেশের বাইরে বের হয়ে আসতে পারে। কিন্তু ইকুয়েডরের বিশেষ বাহিনী বুলেটপ্রুফ ভেস্ট এবং হেলমেট পরে শুক্রবার রাতে জোরপূর্বক দূতাবাসে প্রবেশ করে এবং গ্লাসকে গ্রেপ্তার করে। ইকুয়েডরের প্রেসিডেন্টের কার্যালয় অভিযানের কিছুক্ষণ আগে একটি বিবৃতিতে জানায়, 'ইকুয়েডর একটি সার্বভৌম দেশ এবং আমরা কোনো অপরাধীকে মুক্ত থাকতে দেব না। এরপর পৃথক এক বিবৃতিতে বলা হয়, 'তারা গ্লাসকে গ্রেপ্তার করেছে।' আইনজীবী এবং রাজনৈতিক ভাষ্যকার আদ্রিয়ান পেরেজ সালাজার বলেছেন, "অনেক ইকুয়েডরিয়ানদের কাছে এ ঘটনাকে 'বিচারের উপহাস' বলে মনে হয়েছিল। যখন দোষী সাব্যস্ত সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্টকে মেক্সিকো রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়েছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.০২ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৫৯ মি.

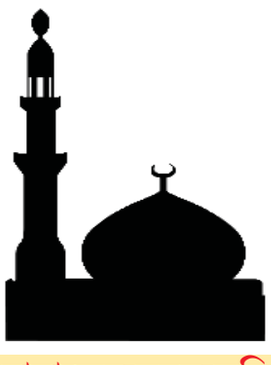

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.০২	৫ .২৩
যোহর	১১.৪৪	
আসর	৪.০৭	
মাগরিব	৫.৫৯	
এশা	৭.০৯	
তাহাজ্জুদ	১১.০১	

চিনের মধ্যাঞ্চলে কয়লা খনিতে দুর্ঘটনায় ৪ জন নিহত

আপনজন ডেস্ক: চীনের মধ্যাঞ্চলীয় হুনান প্রদেশের লেংশুইজিয়াং শহরে একটি কয়লা খনিতে দুর্ঘটনায় চারজন নিহত হয়েছে। শনিবার স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এ জানিয়েছে।
খবরে বলা হয়, শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে এবং রাত ২টার দিকে উদ্ধার অভিযান শেষ হয়। দুর্ঘটনার কারণ জানতে তদন্ত করা হচ্ছে।

নাইজেরিয়ায় পশুপালকদের গুলিতে ২১ গ্রামবাসী নিহত

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিম আফ্রিকার দেশ নাইজেরিয়ায় বন্দুকধারী পশুপালকরা কমপক্ষে ২১ জন গ্রামবাসীকে গুলি করে হত্যা করেছে। শুক্রবার (৫ এপ্রিল) দেশটির কোগি রাজ্যের ওমালা অঞ্চলে এ হামলার ঘটনা ঘটে বলে নিশ্চিত করেছে স্থানীয় বাসিন্দারা।
এ ঘটনা আফ্রিকার সবচেয়ে জনবহুল দেশটিতে পশুপালক এবং কৃষকদের মধ্যে বিদ্যমান ভূমি নিয়ে সংঘর্ষে আরো আগুন ঢেলে দিয়েছে। স্থানীয় এলাকার চেয়ারম্যান এডিবো আমেহ মার্ক বলেছেন, শুক্রবার ভোরে প্রায় ২১ জনকে দাফন করা হয়েছে।
তিনি বলেন, ফুলানি পশুপালকরা এই হমলা চালায়। এ ঘটনার তিন দিন আগে গ্রামবাসীরা ফুলানি পশুপালকদের ৬ জনকে হত্যা করে। এর মধ্যে দুইজনের শিরশ্ছেদ করা হয়েছিল।
সেই ঘটনার প্রতিশোধ নিতেই ২১ জন গ্রামবাসীকে হত্যা করেছে তারা। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে স্থানীয় কৃষক এবং পশুপালকদের মধ্যে সহিংসতা বেড়ে গেছে এবং দিনে দিনে তা সাধারণ ঘটনায় পরিণিত হচ্ছে। দেশটিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কৃষি জমির প্রয়োজন পড়ছে। ফলে গবাদি পশুপালদের পশু চরানোর জন্য জমি কমে যাচ্ছে। এ নিয়েই দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ চলছে।
স্থানীয় বাসিন্দা কৃষক ইলিয়াস আতাবো (৫৪) বলেছেন, 'এটি দুঃখজনক, আমরা কখনই এমন কিছু আশা করিনি। আক্রমণটি ৪৫ মিনিটের কম সময় ধরে হয়েছে।'

ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের জরিমানা ৫০ শতাংশ কমাল সৌদি আরব

আপনজন ডেস্ক: পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের জরিমানায় ডিসকাউন্ট ঘোষণা করেছে সৌদি আরব সরকার। ঘোষণায় বলা হয়েছে, আগামী ১৮ এপ্রিলের আগে হওয়া জরিমানাগুলো শোধ করার ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে।
সৌদি বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ এবং প্রধানমন্ত্রী যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের নির্দেশে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এর লক্ষ্য ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনকারীদের দ্রুত জরিমানা নিষ্পত্তি করতে উৎসাহিত করা।
সৌদি অর্থ মন্ত্রণালয় এবং ডেটা ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হচ্ছে।
আইন লঙ্ঘনকারীদের জরিমানা নিষ্পত্তি করতে ৬ মাস সময় দেওয়া হয়েছে। তারা চাইলে একবারে সমস্ত জরিমানা দিতে পারবেন অথবা প্রতিটি জরিমানা পৃথকভাবে নিষ্পত্তি করতে পারবেন, যদি না তারা কোনো নিরাপত্তাসম্পর্কিত অপরাধ করেন। তবে এই ডিসকাউন্ট সময়ের পরে ঘটা যেকোনো আইন লঙ্ঘনের জন্য ফের ট্রাফিক আইনের ৭৫ ধারা বলবৎ করা হবে।
৭৫ ধারা অনুযায়ী, একবার আইন লঙ্ঘনের জন্য জরিমানা ২৫ শতাংশ হ্রাস করার সুযোগ দেওয়া হয়।

প্রচণ্ড তাপপ্রবাহে স্কুল কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ ফিলিপাইনে

আপনজন ডেস্ক: অসহনীয় গরম-তাপপ্রবাহ এড়াতে নিয়মিত ক্লাস কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশনা দিয়েছে ফিলিপাইনের কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। গত বৃহস্পতিবার এ সংক্রান্ত একটি নোটিশ দেশটির সব স্কুলে পাঠানো হয়েছে বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে এএফপি।
বৃহস্পতিবার নোটিশ পাওয়ার পর ওই দিনই দেশজুড়ে ৪ হাজার ৭৬৯টি স্কুল বন্ধ ঘোষণা করা হয়, পরের দিন শুক্রবার বন্ধ করা হয় আরও ৫ হাজার ২৮৮টি স্কুল।
এসব স্কুলের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তাপমাত্রা সহনীয় পর্যায়ে আসার আগ পর্যন্ত আপাতত অনলাইনে ক্লাস কার্যক্রম চলবে। বন্ধ হওয়া এসব স্কুলের মধ্যে রাজধানী ম্যানিলার ৩০০ স্কুলও রয়েছে।
জানা গেছে, গত প্রায় এক সপ্তাহ ধরে ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলাসহ অধিকাংশ প্রদেশের তাপমাত্রা ৪২ ডিগ্রি থেকে ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ওঠানামা করছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তারা আশা করছেন যে আগামী ৭ দিনের মধ্যে অধিকাংশ স্কুল ক্লাস কার্যক্রম স্থগিত করবে। ম্যানিলার একটি স্কুলের শিক্ষক মায়েতি পাওলিনো সংবাদমাধ্যম এএফপিকে জানান, শিক্ষার্থীদের অবস্থা দেখে আমার খারাপ লাগে। ক্লাস করাতে দিয়ে দেখি প্রায় সবাই গরমের ক্লান্তিতে নিস্তেজ হয়ে পড়েছে।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ৯৬ সংখ্যা, ২৪ চৈত্র ১৪৩০, ২৭ রমজান, ১৪৪৫ হিজরি

সত্য সূর্যের মতো

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে চলমান একটি মামলার শুনানিকালে তাহার আইনজীবীরা আদালতের উদ্দেশে বলিয়াছেন, ‘কিছু সময় মিথ্যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মিথ্যা অনেক সময় সত্যকে জানিতে সহায়তা করে।’ প্রকৃতপক্ষে ‘মিথ্যা’ বুঝাইয়া দেয় ‘সত্য’ কত গুরুত্বপূর্ণ। তবে অবাক করার বিষয়, ট্রাম্পের আইনজীবীরা ইহা জানিলেন কী করিয়া? ইহা তো উন্নয়নশীল বিশ্বের কথা! মিথ্যারও যে ‘মহত্ত্ব’ থাকিতে পারে, উন্নয়নশীল বিশ্ব ব্যতীত আর কোথাও কি তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, ‘হাজার হাজার মানুষকে পাগল করিয়া দিতে পারে মিথ্যার মোহ। চিরকালের জন্য সত্য হইয়াও থাকিতে পারে মিথ্যা।’ ইহাই কি উন্নয়নশীল বিশ্বের চিরন্তন বাস্তবতা নহে?

হাদিস শরিফে (তিরমিজি :১৯৭২) বর্ণিত আছে, ‘কেহ যখন মিথ্যা কথা বলে, তখন মিথ্যার দুর্গন্ধে ফেরেশতারা ঐ মিথ্যাবাদী থেকে এক মাইল দূরে চলিয়া যায়।’ এই অমোঘ সত্য জানিবার পরও উন্নয়নশীল বিশ্বের একশ্রেণির মানুষ মিথ্যার রাস্তা হইতে সরিয়া আসে না। সকল সময় প্রয়োজন ও ব্যক্তিস্বার্থকেই বড় করিয়া দেখে। ফলে উন্নয়নশীল বিশ্বে মিথ্যার একাধিপত্যই অধিক লক্ষণীয়। কারণে-অকারণে, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে, খেয়ালে-বেখেয়ালে মিথ্যা বলাই যেন এইখানকার চিরস্থায়ী রেওয়াজ। মাঠেঘাটে, হাটেবাজারে, অর্থনীতিতে বা রাজনীতিতে—উন্নয়নশীল বিশ্বে সর্বত্রই যেন মিথ্যার দৌরাত্ম্য! এইখানে মিথ্যার নিকট সত্য হারিতেছে হররোজ। মিথ্যার দাপটের কাছে আত্মসমর্পণ করিতেছে সত্য। করিবেই না কেন? আশ্চর্যজনকভাবে এই সমস্ত দেশে মিথ্যাবাদীরাই জনপ্রিয়, সত্যবাদীরা আক্রান্ত।

লক্ষ করিলে দেখা যাইবে, উন্নয়নশীল বিশ্বে মিথ্যার রাজ্য চলিতেছে! এইখানে সর্বত্রই মিথ্যার জয়জয়কার। সত্যের মধ্যে মিথ্যা ঢুকিয়া যাইতেছে অবলীলায়। উন্নয়নশীল দেশের নেতাদের আমরা যেইভাবে প্রকাশ্যে ভোট চুরির মাধ্যমে ক্ষমতায় আসিতে দেখি, তাহার চাইতে বড় মিথ্যা আর কীই-বা থাকিতে পারে? আড়ালে আবডালে নহে, মিথ্যার জাল বিস্তার করিয়া স্বাধীনতাবিরোধী বিভিন্ন শক্তিকে যেইভাবে ক্ষমতার চেয়ার বাগাইয়া লইতে দেখা যায়, উহার চাইতে ডাহা মিথ্যা আর কী আছে? মিথ্যার পাশাপাশি এইখানে বিভিন্ন সেক্টরে চলে অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার। চলে চৌর্যবৃত্তি। এই সকল বিষয়ের নাটের গুরু যে ‘মিথ্যা’, সেই কথা বলাই বাহুল্য।

এই যে মিথ্যা, মিথ্যার বিস্তৃত জাল—ইহা তো রাতারাতি সৃষ্টি হয় নাই। মিথ্যা ও মিথ্যাবাদীদের লালনপালন করা হয়, বলিতে হয়। মিথ্যাবাদীদের পক্ষেই মাথা নাড়িতে দেখা যায় বিভিন্ন পক্ষকে। পুলিশ-প্রশাসন, রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের মধ্যে ঘাপটি মারিয়া থাকা একটি বিশেষ শ্রেণি এই কাজটি করিয়া থাকে বেশ দক্ষতার সহিত। রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীকে মিথ্যা-বানোয়াট কিংবা তুচ্ছ অভিযোগে তুলিয়া লইয়া যাওয়া হয়। মিথ্যা অভিযোগেই পুরা হয় জেলে। মিথ্যা-দূষিত রাজনীতির শিকার হইয়া কত জনকে যে ঘরছাড়া-এলাকাছাড়া হইতে হয়, তাহার যেন হিসাব নাই। এই সকল জনপদে মিথ্যার সঙ্গে আরেকটি বিষয় যুক্ত করা হয়—ধোঁকা। আর এই ধোঁকাবাজির মাধ্যমে খুব ঠান্ডা মাথায় শিকার করা হয় সত্যকে, সত্যপ্রাণ মানুষকে।

প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা সকল কালেই ছিল, আছে এবং থাকিবে। তবে বাস্তবতা হইল, সত্য এবং মিথ্যার লড়াইয়ে ক্ষণিকের জন্য মিথ্যা জয়লাভ করিলেও শেষ পর্যন্ত জয় হয় সত্যেরই। কোনো সন্দেহ নাই, উন্নয়নশীল বিশ্বে মিথ্যাবাদীরা আজ যেই দাপট দেখাইয়া চলিতেছে, ধরাকে সরাজ্ঞান করিতেছে, মিথ্যার জাল বিস্তার করিতেছে, তাহারাও একটি সময়ে আসিয়া নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে। মিথ্যার ঘন মেঘ দূর হইয়া সত্যের জয় হইবে। মূলধারার অবতারণা ঘটিবে। সময় লাগিবে বটে, তবে সত্যের সূর্যই উদিত হইবে আপন মহিমায়। বিজ্ঞজনেরা বলিয়া থাকেন—‘সত্য সূর্যের মতো, কিছু সময়ের জন্য অস্ত যায় ঠিকই, কিন্তু কখনো চিরতরে হারাইয়া যায় না।’ দিন শেষে ইহাই জগতের নিয়ম।

• • • • • • • • • • • •

সৌদি আরব ও রাশিয়ার সম্পর্ক যেভাবে আরও ঘনিষ্ঠ হচ্ছে

গত ফেব্রুয়ারি মাসে রাশিয়া ও সৌদি আরব তাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ৯৮তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন করেছে। ১৯২৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম হিজাজ ও নজদ সাম্রাজ্যের সঙ্গে প্রথম পরিপূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছিল। অতিসম্প্রতি প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ছয় বছরের জন্য তাঁর ক্ষমতা সুসংহত করেছেন। আবার যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানকে বাদশা সালমান ২০২২ সালে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দিয়েছেন। তাঁদের দুজনের নেতৃত্ব আগামী দিনে স্থিতিশীল থাকবে বলে মনে হয়। লিখেছেন **দায়ানা গালিভা**।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে রাশিয়া ও সৌদি আরব তাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ৯৮তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন করেছে। ১৯২৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম হিজাজ ও নজদ সাম্রাজ্যের সঙ্গে প্রথম পরিপূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছিল।

অতিসম্প্রতি প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ছয় বছরের জন্য তাঁর ক্ষমতা সুসংহত করেছেন। আবার যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানকে বাদশা সালমান ২০২২ সালে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দিয়েছেন। তাঁদের দুজনের নেতৃত্ব আগামী দিনে স্থিতিশীল থাকবে বলে মনে হয়।

আধুনিক রাশিয়ার সঙ্গে সৌদি আরবের সম্পর্ক ১৯৯২ সালে স্থাপিত হলেও দুই দেশের মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক বাদশা সালমান ও পুতিনের অধীন ২০১৭ সালে নতুন পর্যায়ে পৌঁছায়। মস্কোয় সৌদি বাদশার প্রথম সফরটিকে অনেকে ঐতিহাসিক সফর বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। দ্য গার্ডিয়ান সেটিকে ‘বৈশ্বিক ক্ষমতাকাঠামো পরিবর্তনের ঘোষণা’ বলে বর্ণনা করেছিল। সেই সফরে কয়েক বিলিয়ন ডলারের ১৫টির বেশি সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। এর মধ্যে সামরিক, তেল ও মহাশূন্য খাতে সহযোগিতার চুক্তি ছিল উল্লেখযোগ্য।

সেই সময়ে সৌদি আরব রাশিয়ার কাছ থেকে এস-৪০০ মিসাইল প্রতিরক্ষাব্যবস্থা কিনতে চেয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চুক্তিটি চূড়ান্ত হয়নি। পরে সৌদি আরব আমেরিকান টার্মিনাল হাই অ্যালটিচুড এরিয়া ডিফেন্স সিস্টেম ১৫ বিলিয়ন ডলার দিয়ে কিনেছিল। সৌদি আরব এখন বিশ্বের সব পরাশক্তির সঙ্গে ‘ঝুঁকি’ না নিয়ে সম্পর্ক উন্নয়নের সামগ্রিক একটা নীতি নিয়েছে।

সৌদি আরবের এই রক্ষণাত্মক কৌশল রাশিয়া ও সৌদি আরবের মধ্যে ইতিবাচক সম্পর্ক উন্নয়নে কোনো ক্ষতি করবে না। পুতিন ২০১৯ সালে সৌদি আরব সফর করেন। ২০০৭ সালের পর সেটা ছিল পুতিনের প্রথম সফর। তেল চুক্তির মধ্য দিয়ে সফরটি শেষ হয়েছিল। ২০২৩ সালে পুতিন সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরব সফর করেন। তাঁর এ সফরের আগে রাশিয়ার গণমাধ্যম ব্লুমবার্গে প্রকাশিত নিবন্ধ ‘পুতিন উপসাগরীয় অঞ্চলে সফরে যাচ্ছেন ওপেকপ্লাস চুক্তির ফসল কাটতে’ ফলাও করে প্রকাশ করে। এর অর্থ হচ্ছে, পুতিনের সৌদি সফর মস্কোকে একঘরে করার যুক্তরাষ্ট্রের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

২০১৪ সালে আর্জেন্টিনায় অনুষ্ঠিত জি-২০ সম্মেলনে পুতিন ও যুবরাজের মধ্যকার সেই বিখ্যাত

হাই ফাইভ নিয়েও সংবাদমাধ্যম একই রকম জায়গা দিয়েছিল। সৌদি আরব তখনো চাপে ছিল। পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার কবলে থাকা রাশিয়ার অর্থনীতি বহুমুখীকরণে সৌদি আরব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আবার সৌদি আরব রাশিয়ার সঙ্গে এমন সব চুক্তি করছে, যা তাদের নিজস্ব উদ্যোগগুলো বহুমুখী করতে সহায়তা করছে। সৌদি আরব ব্রিকসে যোগ দিয়েছে। চীন, ব্রাজিল, ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে রাশিয়া ব্রিকসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ব্রিকসে যোগ দেওয়াকে রাজনৈতিক বিবেচনায় না দেখে সৌদি আরব অর্থনৈতিক লাভের বিষয়টিতে গুরুত্ব দিয়েছে।

এ ধরনের মিথস্ক্রিয়ায় দুই দেশ কতটা লাভবান হবে? সৌদি আরব ও রাশিয়া সম্পর্কের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক লাভের বিবেচনা নিঃসন্দেহে মুখ্য চালিকা শক্তি হয়েছে। চলমান ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মস্কোকে পশ্চিমা সম্মিলিত শক্তির সঙ্গে যে প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে, সেখানে

পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার কবলে থাকা রাশিয়ার অর্থনীতি বহুমুখীকরণে সৌদি আরব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আবার সৌদি আরব রাশিয়ার সঙ্গে এমন সব চুক্তি করছে, যা তাদের নিজস্ব উদ্যোগগুলো বহুমুখী করতে সহায়তা করছে। সৌদি আরব ব্রিকসে যোগ দিয়েছে। চীন, ব্রাজিল, ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে রাশিয়া ব্রিকসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ব্রিকসে যোগ দেওয়াকে রাজনৈতিক বিবেচনায় না দেখে সৌদি আরব অর্থনৈতিক লাভের বিষয়টিতে গুরুত্ব দিয়েছে।

রিয়াদকে মস্কো বৈশ্বিক জ্বালানি খাতের দৃশ্যপট বদলে দেওয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশীদার বলে মনে করে।

পশ্চিমা দেশগুলো রাশিয়ার সঙ্গে যখন জ্বালানি চুক্তি বাতিল করেছে এবং রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে, তখন নিজেদের জিডিপি বাড়াতে সৌদি আরবের সঙ্গে এই সম্পর্ক মস্কোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

একই সঙ্গে সৌদি আরব নতুন যে জাতীয়তাবাদী পররাষ্ট্রনীতি নিয়েছে, সেখানে তাদের নিজস্ব অগ্রাধিকারের মধ্যে অর্থনীতি একেবারে প্রথম বিবেচ্য বিষয়। এই নীতি সৌদি আরবকে রাশিয়ার সঙ্গে দুই পক্ষের জয় হবে, এমন ধরনের জোট গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত করেছে।

২০২২ সালের অক্টোবরে এবং ২০২৩ সালের এপ্রিল ও জুন মাসে রাশিয়া, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের নেতৃত্বে সম্পাদিত ওপেকপ্লাস চুক্তিগুলো সদস্যদেশগুলোকে জ্বালানি খাতে রাজস্ব বাড়াতে সহায়তা করেছে। এই চুক্তিগুলো যেসব ফল বয়ে নিয়ে এসেছে, সেগুলো বিশেষ করে রাশিয়ার জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে রাশিয়ার উপপ্রধানমন্ত্রী আলেক্সান্দার নোভাক বলেন যে ২০২২ সালে তেল ও গ্যাস থেকে রাজস্ব আয় ২৮ শতাংশ বেড়েছে। রাশিয়ার বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত ২০২৩ সালে রাশিয়ার জিডিপি (২৭ শতাংশের বেশি) প্রবৃদ্ধিতে মূল অবদান রেখেছিল। অন্যদিকে সৌদি আরবের জিডিপি ২০২১ সালে দশমিক ৮৭৪ বিলিয়ন, ২০২২ সালে ১ দশমিক ১ বিলিয়ন ও ২০২৩ সালে ১ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার বেড়েছে।

পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার কবলে থাকা রাশিয়ার অর্থনীতি বহুমুখীকরণে সৌদি আরব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আবার সৌদি আরব রাশিয়ার সঙ্গে এমন সব চুক্তি করছে, যা তাদের নিজস্ব উদ্যোগগুলো বহুমুখী করতে সহায়তা করছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে, ২০২২ সালে রাশিয়া থেকে সৌদি আরবে কৃষিপণ্য রপ্তানি বাড়ে ৪৯ শতাংশ, যার মূল্য প্রায় ১ বিলিয়ন ডলার।

সৌদি আরব ব্রিকসে যোগ দিয়েছে। চীন, ব্রাজিল, ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে রাশিয়া ব্রিকসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ব্রিকসে যোগ দেওয়াকে রাজনৈতিক বিবেচনায় না দেখে সৌদি আরব অর্থনৈতিক লাভের বিষয়টিতে গুরুত্ব দিয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী যুবরাজ ফয়সাল বিন ফারহান বলেছেন, অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র বাড়ানোর ক্ষেত্র হিসেবে ব্রিকস ‘লাভজনক ও গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম’।

রাশিয়ার কর্তাব্যক্তিরা এ অবস্থানের তারিফ করেছেন। ফেব্রুয়ারি মাসে পার্লামেন্টে দেওয়া বাৎসরিক ভাষণে পুতিন বলেছেন, ‘আর্জেন্টিনা, মিসর, ইরান, ইথিওপিয়া ও সংযুক্ত আরব আমিরাত নতুন করে যুক্ত হওয়ায় ব্রিকসের দেশগুলো ২০২৮ সাল নাগাদ বৈশ্বিক জিডিপির ৩৭ শতাংশ সৃষ্টিতে অবদান রাখবে। সে সময়ের জি-৭ দেশগুলো জিডিপিতে অবদান ২৮ শতাংশের নিচে নেমে যাবে।’

দুই দেশের নেতারা যে ভিত্তি গড়ে দিয়েছেন, তাতে করে সামনের দিনগুলোতে সৌদি আরব-রাশিয়া সম্পর্ক আরও নানা মাত্রায় বিকশিত করার সম্ভাবনা রয়েছে। হার্ড পাওয়ারের পাশাপাশি দুই দেশই সফট পাওয়ার বিনিময় করেও লাভবান হতে পারে। সৌদি আরব তার অর্থনীতি বহুমুখী করার জন্য যে ভিশন ২০৩০ কর্মসূচি নিয়েছে, সেখানে রাশিয়া আরও বেশি সম্পৃক্ত হতে পারে।

এ ছাড়া ধর্মের মতো সফট পাওয়ার দুই দেশের সম্পর্কে এখনই কাজ করতে শুরু করেছে। ভিশন ২০৩০-এর একটা অন্যতম লক্ষ্য হলো মুসলিম বিশ্বকে বিশ্বের কেন্দ্রীয় মঞ্চে নিয়ে যাওয়া। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাশিয়ার মুসলিম-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। গত বছর রাশিয়া ইসলামি ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান চালুর ক্ষেত্রে একটা পাইলট প্রকল্প নিয়েছে, যাতে করে সৌদি আরবের ব্যাংকগুলো দেশটিতে পরিচালনার সনদ দেওয়া যায়।

এ ছাড়া খেলাধুলাও সফট পাওয়ারের আরেকটি হাতিয়ার হতে পারে। সাংস্কৃতিক বিনিময়ও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। অর্থনৈতিক চুক্তির পাশাপাশি এসব উদ্যোগ দুই দেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংহতিতে সহায়তা করবে।

দায়ানা গালিভা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভিজিটর

আরব নিউজ থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনুবাদ

কার্লা নরলফ

ন্যাটোকে কেন দ্বিগুণ চাঁদা দেয় আমেরিকা

নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন (ন্যাটো) যুক্তরাষ্ট্রের পয়সায় চলে এবং সংস্থাটির বাকি সদস্যদেশগুলো যুক্তরাষ্ট্রের খরচে প্রায় মাগনা সুবিধা নিয়ে থাকে—এমন একটি ধারণার অস্তিত্ব ন্যাটোর ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপনের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প আটলান্টিক মহাসাগরীয় মিত্রদের প্রতিরক্ষা খাতে অল্প পরিমাণ ব্যয় করার জন্য বারবার সমালোচনা করেছেন। তাদের প্রতি কটাক্ষ করেছেন।

কিন্তু মনে রাখা দরকার, ইউরোপীয় মিত্রদের চাঁদা দেওয়া বাড়ানোর জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শুধু যে ট্রাম্প কথা বলেছেন, তা নয়। এর আগে ডোয়াইট ডি. আইজেনহাওয়ার থেকে শুরু করে জন এফ কেনেডি, রিচার্ড নিক্সন, বারাক ওবামাসহ অনেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ইউরোপীয়দের ন্যাটোতে আরও বেশি আর্থিক অবদান রাখার জন্য চাপ দিয়েছিলেন।

জার্মানরা যদি প্রতিরক্ষা খরচ না বাড়ায়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপে তার মোতায়েন করা সেনার সংখ্যা কমিয়ে ফেলতে পারে—প্রেসিডেন্ট লিন্ডন বি জনসনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রবার্ট এস ম্যাকনামারা এমন হুঁশিয়ারি দেওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানির মধ্যে একটি চুক্তি হয়েছিল। সেই চুক্তি অনুযায়ী জার্মানি যুক্তরাষ্ট্রের বাড়তি খরচের ক্ষতি পুষিয়ে দিতে মার্কিন পণ্য কিনতে রাজি হয়।

কিন্তু চলতি বছরের ফেব্রুয়ারির আগে পর্যন্ত, কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্ট বা প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ন্যাটোর ‘বখাটে’ সদস্যরাষ্ট্রগুলোতে শায়েস্তা করতে বিদেশি হানাদারদের আমন্ত্রণ জানানোর মধ্য দিয়ে ন্যাটো মিত্রদের নিরাপত্তাকে সরাসরি বিপন্ন করেননি। ট্রাম্পের আক্রমণাত্মক মন্তব্য খুবই বিভ্রান্তিকরভাবে ন্যাটোর প্রতিরক্ষা-ব্যয় লক্ষ্যমাত্রা এবং সরাসরি ন্যাটোকে অর্থ সরবরাহ করার বিষয়টিকে গুলিয়ে ফেলেছে।

কিছু আমেরিকানের কাছে ট্রাম্পের এই উদ্বেগকে যৌক্তিক মনে হতে পারে। তাঁরা মনে করতেই পারেন, ভৌগোলিকভাবে প্রধান প্রধান সংঘাতপূর্ণ অঞ্চল থেকে যে মুহূর্তে ন্যাটোর উপস্থিতি সরিয়ে আনা হচ্ছে, সে মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রকে কেন ন্যাটোর গড় মিত্রদের তুলনায় দ্বিগুণ চাঁদা গুনতে হবে?

এই প্রশ্নের আংশিক জবাব হিসেবে বলা যায়, শুধু ন্যাটো কোথায় কতটুকু কাজ করছে তার ওপর ভিত্তি করে আমেরিকা সেখানে বিশাল সামরিক ব্যয় অনুমোদন করে না। দিন দিন বড় বড় শক্তির ক্রমবর্ধমান প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে নিজের অতুলনীয় সামরিক ও প্রযুক্তিগত আধিপত্য ধরে রাখার কৌশলগত উদ্দেশ্য থেকেও যুক্তরাষ্ট্র ন্যাটোর পেছনে বিপুল পরিমাণ অর্থ ঢেলে থাকে।

গ্রিসের মতো (যার প্রতিরক্ষা-ব্যয় আনুপাতিক দিক থেকে আমেরিকার চেয়েও বেশি), যুক্তরাষ্ট্র তার নিজের স্বার্থেই জিডিপির ২ শতাংশ প্রতিরক্ষা ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করেছে। বিশ্বজুড়ে যে ২০০টি (মোট মার্কিন ঘাঁটির ৯০ শতাংশ) মার্কিন ঘাঁটি সক্রিয় আছে, সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণের খরচ সামগ্রিক মার্কিন সামরিক ব্যয়ের মাত্র ৪ শতাংশ।

ন্যাটো হলো একটি সাধারণ কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান, যা থেকে সদস্যদেশগুলো সাধারণভাবে উপকৃত হয়; আর এর মধ্য দিয়ে মার্কিন সামরিক শ্রেষ্ঠত্বও প্রকাশিত হতে থাকে।

ট্রাম্পের দৃষ্টিতে যুক্তরাষ্ট্র ‘একটি ধারদেনা করে চলা দেশ’। তিনি বলেছেন, ‘আমরা যে সামরিক বাহিনীতে অনেক ব্যয় করি, সেই সামরিক বাহিনী আমাদের জন্য কাজে আসে না। আর যেসব দেশ প্রতিরক্ষা খাতে পয়সা দিতে চায় না, তাদের মধ্যে অনেকগুলো দেশ অত্যন্ত ধনী।’

আদতে বেশির ভাগ আমেরিকান ন্যাটোকে সমর্থন করে থাকেন। তবে ট্রাম্পের অবস্থান সেই সব আমেরিকানের সঙ্গে মেলে, যাঁরা যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক দায় দায়িত্বকে তাদের নিজেদের ক্ষয়িষ্ণু অর্থনৈতিক ভাগ্যের আলোকে দেখে থাকেন। তাঁদের মতো ট্রাম্পও মনে করেন, এসব সামরিক ব্যয় অহেতুক এবং এই ব্যয়ের কারণে যুক্তরাষ্ট্র ঋণগ্রস্ত হচ্ছে ও সেই ঋণের বোঝা সাধারণ আমেরিকানদের ঘাড়ে চাপছে।

কিন্তু বাস্তবতা হলো যাঁরা যুক্তি দিচ্ছেন সামরিক ব্যয় যুক্তরাষ্ট্রের ঋণগ্রস্ত হওয়ার প্রাথমিক ‘চালিকা শক্তি’, প্রথমত, তাঁদের হাতে তেমন কোনো প্রমাণ নেই। দ্বিতীয়ত, তাঁরা এই ধরনের সামরিক ব্যয়ের বিপরীতে যে সুবিধাগুলো পাওয়া যায়, তা বুঝতে ক্রমাগত ব্যর্থ হচ্ছেন।

ন্যাটো হলো মার্কিন নিরাপত্তা ছাতার এমন একটি চিপ বা যন্ত্র যা যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বের যেকোনো জায়গায় হুমকি দেখা দিলে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে সহায়তা দেয়। ন্যাটোতে মার্কিন সামরিক বাহিনীর অগ্রবর্তী উপস্থিতি যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে। এটি মার্কিন স্বার্থে সংঘাত ও সামরিক চ্যালেঞ্জের আশঙ্কা হ্রাস করে। এই বৈশ্বিক নেটওয়ার্কটি মিত্রদেশগুলোর মধ্যে গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদানের সুবিধা দেয়; যুক্তরাষ্ট্রকে নিরাপত্তাঝুঁকির বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেয় এবং এসবের মাধ্যমে চীন ও রাশিয়ার মতো কৌশলগত প্রতিযোগীদের মোকাবিলা করার ক্ষমতা বাড়ায়। যুক্তরাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারকে সমর্থন করতে এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এই শক্তি ব্যবহার করতে পারে; এবং সেটি তারা করেও।

আমেরিকানদের এ বিষয়গুলো মাথায় রেখে ন্যাটোতে যুক্তরাষ্ট্রের অংশগ্রহণকে বিবেচনা করতে হবে।

কার্লা নরলফ টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ও আটলান্টিক কাউন্সিলের একজন অনাবাসী বরিষ্ঠ আধিকারিক

প্রথম নজর

বহিরাগত প্রার্থীদের অপমান করবেন না, আর্জি মিলটন রসিদের

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: আসন্ন লোকসভা ভোটের দিনক্ষণ যত ঘনিয়ে আসছে প্রখর রৌদ্রের তাপপ্রবাহ ততোধিক বাড়ছে।সাথে সাথে রাজনৈতিক বক্তব্যের তীব্রতা ও ততোধিক ঝাঁঝালো হয়ে উঠছে।তবে রাজনৈতিক ময়দানে কেউ কাউকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ। তাই নিজেদের ফাঁকফোকর পূরণের লক্ষ্যে কাঠফাটা রৌদ্রজ্জ্বল পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করে জনসংযোগ থেকে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে মাঠের মধ্যে যুযুধান সব পক্ষ।সেরূপ আজ শনিবার বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের বাম-কংগ্রেস জোটের প্রার্থী মিল্টন রশিদ এর সমর্থনে খয়রাশোল ব্লকের দশটি অঞ্চল থেকে বাম কংগ্রেস জোটের কর্মীদের নিয়ে সি পি এমের খয়রাসোল এরিয়া পার্টি অফিসে ভোটের রণকৌশল নির্ধারণের লক্ষ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী মিলটন রশিদ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম জেলা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য শীতল বাউরি,খয়রাসোল লোকাল কমিটি সম্পাদক দিলীপ গোপ, সদস্য বিমল ঘোষ, শিবদাস বাউরি, ব্লক মহিলা কংগ্রেস সভাপতি রত্না সেন, খয়রাশোল ব্লক কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক আব্দুল নঈম, ব্লক কংগ্রেস সভাপতি জাকির খান সহ বাম কংগ্রেস জোট কর্মীবৃন্দ। জোট প্রার্থী মিলটন রসিদ বিরোধী দলের প্রার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন তৃণমূল ও বিজেপির প্রার্থীরা বহিরাগত। আমি জেলার ভূমিপুত্র। অতএব ভূমিপুত্র হিসেবে জেলাবাসীর কাছে অনুরোধ বহিরাগতদের অপমান করবেন না, বিক্ষোভ দেখাবেন না। বরংচ পারলে ডিমের পোচ এবং জল খাওয়ান। অতিথি হিসেবে সম্মান করবেন। তৃণমূল প্রার্থী শতাব্দী প্রসঙ্গে বলেন উনি দীর্ঘ পনেরো বছর সাংসদ নির্বাচিত হয়ে আসছেন কিন্তু জেলায় সে অর্থে তিনি কিছু উন্নয়ন করতে পারেননি। যার জেরে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়ছেন। আর কয়েকটি দিন অপেক্ষা করে নির্বাচনে হাসিমুখে বিদায় জানিয়ে দেন। আর জীবনে কোনদিন তারা যেন বীরভূমের মধ্যে না আসেন।

ইফতার মজলিসে সম্প্রীতি বার্তা দেবাংশুর

আনোয়ার হোসেন ● তমলুক

আপনজন: শনিবার সেক কাশেদ আলী মেমোরিয়াল ট্রাস্ট এর উদ্যোগে ঈদের সামগ্রী বিতরণ ও ইফতার মজলিস অনুষ্ঠিত হল হলদিয়া পৌরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের মসজিদ সংলগ্ন এলাকায়। তাতে শামিল হন তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, সর্ব ধর্ম সমন্বয়ে এই ভারত বর্ষ, একতা আমাদের বল,ভারতের ঐতিহ্য। তৃণমূল কংগ্রেস সকল ধর্মের মানুষদের নিয়ে চলে, মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজনকে পবিত্র রমজান ও ঈদের শুভেচ্ছা জানাই এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে।
সেক কাশেদ আলী মেমোরিয়াল ট্রাস্টের চেয়ারম্যান সেক আরিফ হোসেন বলেন আমরা প্রায় ৫ শতাধিক মানুষদের হাতে ইফতারের সামগ্রী ও নতুন বস্ত্র উপহার দেওয়া হয়েছে।
এদিনের ইফতার মজলিসে উপস্থিত ছিলেন এইচ ডি এর চেয়ারম্যান জোর্তিময় কর, সেক আজগর আলী,সেক আজিজুল রহমান,সাধন চন্দ্র জানা,বিপ্লব চক্রবর্তী, অসিত ব্যানার্জী,চিত্তরঞ্জন মাইতি,সেক আব্দুস সামাদ সহ অনেকেই।

নিম্নমানের সামগ্রী, বন্ধ করা হল ড্রেনের কাজ

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: একেবারে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তার দুই ধারের হাইড্রেনের কাজ হচ্ছে এমনটাই অভিযোগ করে কাজ বন্ধ করে দিলেন পুরাতন মালদা পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিভূতিভূষণ ঘোষ। জানা যায় পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়ী রেল গেট থেকে বুলবুলি মোড় পর্যন্ত রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ হয়েছে এবং রাস্তা সম্প্রসারণের অঙ্গ হিসাবে রাস্তার দুই ধারে হাইড্রেন তৈরি হচ্ছে। জানা যায় এই হাইড্রেনের কাজটি করছে পি ডাব্লু ডি দপ্তর। যদিও এটি আগে এনএইচের অধীনে ছিল। প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা কাউন্সিলর বিভূতি ঘোষ

শনিবার সকালে কাজ বন্ধ করে অভিযোগ করেন পিডাব্লিউডিকে অভিযোগ জানানো সত্বেও কেন ড্রেনের কাজে পুরনো রড ব্যবহার করা হচ্ছে এবং ড্রেনের নিচে ইটসলিং না করে মাটির উপরে ঢালাই করে দেওয়া হচ্ছে পাশাপাশি ফাইভ এইট পাথর ব্যবহার না করে বড় পাথর ব্যবহার করছে এবং ব্যবহার করা নিম্নমানের পুরনো রড ব্যবহার করছে।

স্বামী সাহায্য না করায় দুই সন্তান নিয়ে আত্মঘাতীর চেষ্টা গৃহবধূর

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: স্বামী পরিযায়ী শ্রমিক। সে অন্য নারীর প্রেমে মজেছে। সন্তানের চিকিৎসার জন্য স্বামীর কাছে টাকা চাইতে গিয়ে শুরু হয় ফোনে তুমুল ঝগড়া।স্ত্রীকে মরে যেতে বলে স্বামী। বাধ্য হয়ে দুই সন্তানকে নিয়ে রেললাইনে আত্মঘাতী হতে যায় গৃহবধূ। গ্রামবাসীদের তৎপরতায় প্রাণ বাঁচল স্ত্রী সহ দুই সন্তানের।ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার দুপুরে মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার বারদুয়ারী রেলগেটে।ঘটনার খবর পেয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিস মা ও দুই সন্তানকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।এই নিয়ে এদিন চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায়।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে,কয়েক বছর আগে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার মালিপাকড় গ্রামের আনোয়ারি খাতুনের সঙ্গে সাহাপুর গ্রামের বাসিন্দা শেখ তাজরুলের বিয়ে হয়।তাদের দুটি নাবালিকা সন্তান রয়েছে। দুই সন্তান খুব অসুস্থ। অপরদিকে তাজরুল বর্তমানে কাশ্মীরে নির্মাণ শ্রমিকের কাজে নিযুক্ত রয়েছে।আনোয়ারি তার স্বামীর কাছে দুই মেয়ের চিকিৎসা এবং খাবারের খরচ চাইলে স্বামী জানায় সে টাকা দিতে পারবে না। এবং তার সঙ্গে আর সংসারও করবে না।সে আবার নতুন বিয়ে করবে বলে হুমকি দেয়।স্ত্রীকে মরে যেতে বলে।স্বামীর মুখ থেকে এই কথা শোনার পর এদিন বাড়ির পাশে বারদুয়ারী রেলগেটে গিয়ে রেললাইনের ওপরে দুই কন্যাকে নিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার জন্য ছুটতে থাকে।সে সময় দুরন্ত গতিবেগে ট্রেন আসছিল।গ্রামবাসীদের নজরে আসতেই এলাকার বাসিন্দারা তৎপর হয়ে দুই শিশু সহ মা কে হাত ধরে টেনে রেললাইন থেকে উঠিয়ে নেন।অল্পের জন্য রক্ষা পায় তিনটি প্রাণ।আনোয়ারি বলেন,'বিয়ের পর থেকে স্বামী আমাকে দেখতে পারে না।বছরের বেশিরভাগ সময় ভিন রাজ্যে কাজ করে স্বামী। আমি ফোন করলে ফোনে কথাও বলতে চাই না।পরিবারে কোন খরচ দেই না।এই নিয়ে সংসারে অশান্তি ছিল।আমাদের দুই মেয়ে কয়েকদিন থেকে অসুস্থ রয়েছে। চিকিৎসার খরচ চাইতে গেলে আমাকে মরে যেতে হুমকি দেন এবং বলেন আমি অন্য সংসার করবো। আমাকে তালাক দিতে চাইছে। তাই আমি এদিন মরার সিদ্ধান্ত নি।'
হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিৎ সরকার বলেন,'খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিস। মা সহ দুই সন্তানকে থানায় নিয়ে আসা হয়। কেন সে এই মরার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তা জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

ভোটারদের সচেতনতায় কমিশনের ট্যাবলো

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: এবার ভোট প্রচারে ইলেকশন কমিশন, দশটি সুসজ্জিত ট্যাবলো ভ্রমণ করলেন শহরতলী থেকে গ্রামাঞ্চল। রাজনৈতিক নেতাদের মত নিজেকে ভোট দেওয়ার কথা নয়, ভোটারদের উৎসাহিত করতে দেখা গেল ইলেকশন কমিশনারের নির্দেশে দশটি সুসজ্জিত ট্যাবলোকে। শহরতলী থেকে গ্রামাঞ্চলের মানুষেরা আগামী ২০২৪-এ লোকসভা নির্বাচন কিভাবে ভোটদান করতে হবে তাদের এক একটা ভোটের কতটা গুরুত্ব রয়েছে এই সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে মানুষকে সচেতন করার জন্য ইলেকশন কমিশনারের এই উদ্যোগ।
এদিন বিষ্ণুপুর মহকুমা শাসক কার্যালয় থেকে দশটি সুসজ্জিত ট্যাবলেট শহর পরিক্রমা করে পৌঁছায় মড়ার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। এখানে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ভোটারদের উৎসাহিত করে এই ট্যাবলো ভ্যান। বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসক প্রসেনজিৎ ঘোষ জানান এতে করে মানুষের ব্যাপক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে, আশা করা যাচ্ছে এই কাজ খুবই সাকসেসফুল হবে।

ইন্দাসে বাড়ি ভাঙচুর করে মারপিট দুষ্কৃতীর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ইন্দাস

আপনজন: সম্প্রতি বাঁকুড়ার ইন্দাস ব্লকের রোল গ্রামের এই ঘটনায় এলাকা জুড়ে ভীতিময় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। সাবা নামে জনৈক সাইকেল মেরামতির মিস্ত্রি,যার কাঠাবৃত্তি জমি জায়গা নেই, তার স্ত্রী একজন আশা কর্মী,এক ছেলে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। কোন রকমে সংসার চলে। বর্তমানে সে একটা ভাঙ্গা ঘরে বাস করে। ধার দেনা করে তার বয়স্ক বাবার হোমস্টেড ল্যান্ড (মৌজা-রোল,দাগ নং-৮৪৪,পরিমান ৩ শতক) এর উপর একটি গৃহ নির্মাণের কাজ শুরু করে।হঠাৎ করে ৪ এপ্রিল সকালে নয় দশ জন দুষ্কৃতীরা আচমকাই বাড়িতে ঢুকে বড়ো হাতুড়ি,লোহার রড, শাবল,টাকনা ইত্যাদি দিয়ে প্রথমেই রাজমিস্ত্রিদের উপর আক্রমণ চালায়।তাদের ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে নির্মাণ কাজের সরঞ্জাম নষ্ট করে দেয়।পরেই নির্মীয়মাণ ইটের দেওয়াল ভাঙ্গতে থাকে ,ঐ সময়ে দুষ্কৃতী গুণ্ডাবাজ ফজলুর রহমান মন্ডল, তৌসিন মণ্ডল, আব্দুল কুদ্দুস মন্ডল, আজিবুর মন্ডল,অহিদুল মণ্ডল, আব্দুল কাজী মণ্ডল,ইউনাস মন্ডল, জিল্লুর রহমান মন্ডল, রেজুয়ান মন্ডল ও আবসার মণ্ডল প্রমুখদের সাবা,তার দাদা সালাম ও ছোট ভাই আলি হামজা ভাঙচুর করা নিষেধ করলে ওদের বেধড়ক মারধর করতে থাকে এবং বলতে থাকে পুলিশ তাদের বলেছে।পাশের প্রতিবেশী নারী পুরুষরা ছুটে এসে গুণ্ডাবাজদের হাত থেকে বাঁচায়। ঘরের মহিলাদের সাথেও অশ্লীল আচরণ করে মারধর করে বলে জানা যায়।
সাবা,সালাম ও তাদের বৃদ্ধ পিতার নিকট থেকে জানা যায় যে,ঐ সব দুষ্কৃতীগণ ৮৪৪ দাগের পূর্ব পাশের রোল মৌজার ১৩৭১ দাগের অংশীদার রোকেয়া খাতুনের অংশ কিনেছে, যা ইতিপূর্বে রোকেয়ার স্বামী ইদ্রিশ মণ্ডল সেখ রহমতকে তার সম্পূর্ণ অংশ বিক্রি করে দিয়েছে।বর্তমানে সেখ রহমত দখলে আছে। শুধুমাত্র ঐ জায়গার অংশ দুষ্কৃতীদের রেকর্ডে থাকলেও ৪০বছর পার হলেও দখলে নাই। কিন্তু রেকর্ড থাকায় রোল মৌজার দাগ নং-১৩৭১,১৮৩০সের উপর একটা এম পি কেস করেছে।

বেড়াচাঁপায় ট্রাস্টের ইফতার মজলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● দেগঙ্গা

আপনজন: নূরে আলম স্কলাস্টিক ট্রাস্টের উদ্যোগে বেড়াচাঁপার নূরে আলম চাইল্ড মিশন প্রাঙ্গণে পবিত্র ইফতার মজলিস অনুষ্ঠিত হল। এলাকার প্রায় চার শতাধিক দরিদ্র,দুঃস্থ পরিবারসহ মিশনের অভিভাবক-অভিভাবিকা অংশ নেন। মিশনের ডাইরেক্টর আব্দুর রহমান বলেন, এ বছর ধনী-দরিদ্রের মেল বন্ধনে ইফতার মজলিসের আয়োজন আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায়। উপস্থিত ছিলেন মিশনের সভাপতি শহীদ বিশ্বাস,মিশনের প্রিন্সিপাল রেহেনা পারভীন,মাওলানা মহঃ ঈসমাইল, মাওলানা মহিউদ্দিন, শিক্ষক সহিদুল ইসলাম,শিক্ষক সাইফুল ইসলাম,আলি আকবর প্রমুখ।

গাজনে ঢাক বাজাতে গিয়ে পড়ে মৃত্যু

অঅরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: গাজন সন্ন্যাসীদের ঢাক বাজাতে বাজাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গিয়ে আকস্মিক মৃত্যু এক যুবকের।শান্তিপুর পৌরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ড এলাকার মাহাতো পাড়ার এক বাসিন্দা ৩৬ বছর বয়সী অনুপ মাহাতো গতকাল রাতে গাজন সন্ন্যাসীদের পুজো উপলক্ষে ঢাক বাজাচ্ছিলেন। কিন্তু হঠাৎই ঢাক বাজাতে বাজাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। পরবর্তীতে এলাকাবাসীরা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে, কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা অনুপ কে মৃত বলে ঘোষণা করে। যদিও যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া এলাকাসহ তার পরিবারের। তবে কিভাবে তার মৃত্যু ঘটলো তা ময়নাতদন্তের পরই জানা যাবে বলে জানিয়েছেন পরিবারের লোকজন। যদিও হাসপাতাল থেকে মৃত অনুপের দেহ উদ্ধার করে শান্তিপুর থানার পুলিশ। শনিবার দুপুরে মৃত ব্যক্তির দেহ ময়নাতনদের জন্য রানাঘাট মর্গে পাঠায় শান্তিপুর থানার পুলিশ। অন্যদিকে যুবকের এইভাবে ঢাক বাজাতে বাজাতে আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনায় হতভাগ হয়ে পড়ে গাজন অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা।

কাউকে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠাতে দেব না, আশ্বাস মমতার

মুহাম্মদ জাকারিয়া ● রায়গঞ্জ

আপনজন: আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগে বালুরঘাটে সভা করার পর উত্তর দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদে শনিবার নির্বাচনী সভা করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি রায়গঞ্জ লোকসভার কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণীর সমর্থনে জনসভা করেন। আগামী ২৬ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় এই কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ রয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তব্য রেখে বলেন তৃণমূল নেতাদের গ্রেফতার করা হচ্ছে, সিপিএম ও কংগ্রেসের কেউ গ্রেফতার হয়েছে?''৩৪ বছর ধরে লুঠ করেছে সব থেকে বড় চোর', 'তৃণমূলের গ্যারান্টি সিএএ হবে না, কাউকে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠাতে দেব না', 'মোদির গ্যারান্টি মোদির মুখ, 'তৃণমূলের গ্যারান্টি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, সবুজসাথীর মতো প্রকল্প', 'মোদি অম্বেডকরের সংবিধান বেচে দিয়েছেন','মোদিকে দেশ বিক্রি করতে বারণ করুন', বলে করেন আক্রমণ করেন মমতা। রায়গঞ্জের সভা থেকে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে আক্রমণ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, ভোটের আগে এলাকায় তৃণমূলের সংগঠনকে দুর্বল করে দিতেই কেন্দ্রের বিজেপি সরকার চক্রান্ত করে এজেন্সিকে দিয়ে এই কাজ করাচ্ছে। জয় নিয়ে নিশ্চিত থাকলে কেন তৃণমূল কর্মীদের গ্রেফতার করাতে হচ্ছে, সেই প্রশ্নও তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। নাম না করে 'গদ্দার' বলে আক্রমণ করেন শুভেন্দু অধিকারীকেও। মঞ্চে ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রাব্বানী জেলা তৃণমূল সভাপতি কানাইয়া লাল আগরওয়াল, সিনিয়র লিডার ও ইসলামপুরের বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরী, জেলা সভাধিপতি পম্পা পাল, করণদিঘির বিধায়ক গৌতম পাল, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মন, চাকুলিয়ার বিধায়ক মিনাজুল আরফিন প্রমুখ।

পুরুষ-মহিলাদের পৃথক পৃথক ইফতার মজলিশ

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: গলসি ১ নং ব্লকের রাইপুর গ্রামে ইফতার মজলিসের করা হল।
লোয়া রামগোপালপুর পঞ্চায়েত প্রধান ফজিলা বেগম মহিলাদের নিয়ে ও তার স্বামী ব্লক সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি জাহির আব্বাস পুরুষদের নিয়ে ওই মজলিসের আয়োজন করেন। যেখানে হাজার অধিক পুরুষ ও মহিলা যোগদান করেন।
পঞ্চায়েত প্রধান ফজিলা বলেন, গ্রামের সকল মা বোনরা তাকে ভোট দিয়ে জিতিয়েছেন। তাছাড়াও গ্রামের বেশিরভাগ মহিলা তার সাথে মিছিল মিটিং এ পা মেলান। তিনিও তাদের আপদ বিপদে সাধ্যমত পাশে থাকেন। তাই মা বোনদের নিয়ে তিনি ওই ইফতার মজলিস করেছেন। গ্রামবাসী তনুজা মন্ডল বলেন, ফজিলাদি সব সময় তাদের সাহায্য করেন। গ্রামের ও এলাকার প্রচুর উন্নয়ন করেছেন। তাছাড়াও সবসময় বিপদগ্রস্থ মানুষের পাশে থাকেন। এর সাথে সাথে তিনি সবসময় ধর্ম ও রাজনীতি ভুলে সবাইকে সাহায্য করেন। গলসি ১ নম্বর ব্লক সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি জাহির আব্বাস মন্ডল বলেন, আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবসময় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে থাকেন। তারই দেখানো পথে আমরা চলছি। সামনে লোকসভা ভোট। তাই সবাইকে কোমর বেঁধে লড়াইয়ে নামার ডাক দিচ্ছি।
তিনি বলেন, আমদের এখানে লোকসভার প্রার্থী হয়েছেন কীর্তি আজাদকে। তাই আজ এই মজলিস থেকে আমরা অঙ্গীকার বদ্ধ হলাম যে একটিও ভোট আমরা অন্য কোথাও দেব না। কারন বিজেপির দিলীপ ঘোষকে হারানোই আমাদের মুল লক্ষ্য।

সোনা বিক্রির টোপ দিয়ে হাতানো হল ৩ লক্ষ টাকা

বাবলু প্রামানিক ● নামখানা

আপনজন: সোনা বিক্রির টোপ দিয়ে হাতানো হল ৩ লক্ষ টাকা। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নামখানার ফ্রেজারগঞ্জ এলাকায়। এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত দুই অভিযুক্তকে পুলিস গ্রেফতার করেছে। পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সোনা বিক্রির জন্য দুজনকে ফ্রেজারগঞ্জে ডাকা হয়েছিল।ক্যানিং থেকে দুজন ব্যক্তি এই সোনা কেনার জন্য ফ্রেজারগঞ্জে এসেছিলেন। তাঁদের বলা হয়েছিল ১০০ গ্রাম সোনা বিক্রি করা হবে। এই সোনার মূল্য বাজারে ৬ লক্ষ টাকা। কিন্তু ৩ লক্ষ টাকার বিনিময়ে এই ১০০ গ্রাম সোনা বিক্রি করে দেওয়া হবে। এই সোনা কেনার জন্য ওই দুই ব্যক্তি তিন লক্ষ টাকা নিয়ে ফ্রেজারগঞ্জে এসেছিলেন। ফ্রেজারগঞ্জে পৌঁছলে ওই দুই ব্যক্তির কাছ থেকে তিন লক্ষ টাকা

কেড়ে নিয়ে দুষ্কৃতীরা চম্পট দেয়। এই ঘটনার পর ক্যানিংয়ের ওই দুই ব্যক্তি ভয়ে বাড়ি ফিরে যান। পরের দিন অর্থাৎ শুক্রবার আবার ফ্রেজারগঞ্জে এসে থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।এই লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর, সুন্দরবন পুলিস জেলার পুলিস সুপার কোটেশ্বর রাওয়ের নির্দেশে ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার ওসি হৃদি সরকার তদন্ত শুরু করেন। তদন্তে নেমে অভিযুক্তদের মোবাইলের টাওয়ার লোকেশন ধরে ফ্রেজারগঞ্জের বাড়ি থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিস। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদের পর,

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বস্ত্র বিতরণ ও সম্বর্ধনা প্রদান উলুবেড়িয়ায়

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: হাওড়া জেলা গ্রামীণ তৃণমূল জয় হিন্দ বাহিনীর আয়োজনে পবিত্র ঈদ উপলক্ষে বস্ত্র বিতরণ ও কৃতী ছাত্র ছাত্রীদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠিত হল উলুবেড়িয়ার নিমদিঘী বাজারে। সম্প্রতি দশম ন্যাশনাল ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজন হয়েছিল উওর প্রদেশের নয়ডাতে। সেখানে প্রধান প্রশিক্ষক শিহান-জানে আলম খাঁনের উলুবেড়িয়া ইউথ ক্যারাটে অ্যাকাডেমির ১৩ জন ছাত্র-ছাত্রী সফল হয়েছিল। তাদের সকলকেই এদিন সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়। এছাড়াও ৬০০ জন গরীব দুস্থদের হাতে ঈদের উপহার হিসাবে নতুন বস্ত্র ও ঈদ সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী পুলক রায়,দুই বিধায়ক বিধায়ক ডা.নির্মল মাজি, বিদেশ রঞ্জন বসু,উলুবেড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান অভয় কুমার দাস,ভাইস-চেয়ারম্যান শেখ ইনামুর রহমান (কোচন), ছাত্র পরিষদের সভাপতি হাসিবুর রহমান, জয় হিন্দ বাহিনীর সভাপতি সেখ রেজাবুল, সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি সেখ জুবের আলম, সমাজসেবী গৌতম রায় প্রমুখ।

স্মার্ট স্কুলে ইফতার মজলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কালিয়াচক

আপনজন: শনিবার কালিয়াচকের কালিকাপুরে স্মার্ট স্কুলে শবেকদার দিন ইফতার মজলিসের আয়োজন করা হয়। স্কুলের নিজস্ব ছাদে এক মনোরম পরিবেশে শতাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রী অভিভাবক বিভিন্ন শিক্ষানুরাগী থেকে অনেকেই এই ইফতার অংশগ্রহণ করেন।।
ইস্কুলের সম্পাদক রবিউল ইসলাম জানান প্রতিবছর এই দিনে এক ইফতার মজলিস করে দোয়া আয়োজন করা হয় সামগ্রিক কল্যাণ বিধান ফজিলতি উদ্দেশ্য।
উপস্থিত ছিলেন
স্মার্ট স্কুলের চেয়ারম্যান শেলী সামুয়েল শিক্ষারত্ন শিক্ষিকা তানিয়া রহমত, পুলিশের এস আই মৌসুমী রায় মল্লিক, সহ বিভিন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকা অভিভাবক সহ অন্যান্যরা।

চন্ডীতলা থানার বড় সাফল্য

সেখ আব্দুল আজিম ● চণ্ডীতলা

আপনজন: গত ৩ফেব্রুয়ারি বেগমপুর দুলে পাড়ার অশোক কুমার রীতের বাড়িতে সন্ধ্যার কেউ বা কারা সোনার গহনা , ইমিটেশনের গহনা ফোনও চুরি করে। সেই অভিযোগ পাওয়ার পর চন্ডীতলা থানার বড়বাবু জয়ন্ত পাল মামলা রুজু করেন এবং তদন্তের দায়িত্ব এএসআই তমাল সামন্ত কে দেন। ঘটনার তদন্তে নেমে আদান জেলেপাড়ার মনোরঞ্জন মন্ডলকে চুরির ।ভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। চন্দননগর সংশোধনাগারে তার স্থান হয় অন্য একটি কেসের জন্য। মহামান্য আদালতের আদেশ নিয়ে মনোরঞ্জন মন্ডল ওরফে লেলোকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য পুলিশ নিজেদের হেফাজতে নেয়। জেরয়া সে চুরির কথা স্বীকার করে এবং তার বাড়ি মধ্যে থাকা চালের কৌটো থেকে ৪০ গ্রাম সোনার মন্ড উদ্ধার করে চিণ্ডীতলা থানার পুলিশ।

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবি-আসর

- প্রবন্ধ: লোহিয়া বনাম লোহিয়াবাদী: কিষাণ পট্টনায়েক
- নিবন্ধ: ভারতীয় মুসলিম এবং বাংলার আলেম সমাজ
- অণুগল্প: মানবতা
- বিশেষ প্রতিবেদন: আইনের পাশে থাক মানবিকতাও
- ছড়া-ছড়ি: ঈদের খুশি

লোহিয়া বনাম লোহিয়াবাদী

কিষাণ পট্টনায়েক

লোহিয়ার পরে, ওঁর অনুগামীরা অবশ্যই কর্মের ঐতিহ্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলেন এবং আজও বেশিরভাগ লোহিয়াবাদীদের সাধারণ গুণ হল যে তারা যে কোনও সময় সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হতে পারে। যদিও তারা ক্ষমতাযর মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছেন, তবুও তাদের মধ্যে সংঘর্ষের প্রবণতা রয়েছে। লিখেছেন **যোগেন্দ্র যাদব...**

১৯৭৭ সালের লোকসভা নির্বাচনের পরে, দেশে এক নতুন রাজনৈতিক বোধ দেখা দেয়। সেই দিনগুলিতে জনতা পার্টি এবং তার সমর্থকরা মনে করতেন লোহিয়া যেন একজন ঈশ্বরের দূত। তিনি বেঁচে থাকলে দেশ আরও গতি পেত। সেই সময়ে ইউরোপ থেকে একজন সমাজকর্মী দিল্লিতে এসেছিলেন, যিনি বুঝতে পারেননি লোহিয়া কে এবং কেমন! লোহিয়ার বইও ইংরেজিতে পাওয়া যেত না। অগত্যা তিনি জনতা পার্টির কিছু উচ্চপদস্থ লোহিয়াঘনিষ্ঠ নেতার সঙ্গে দেখা করেন এবং কথা বলেন। এই সব নেতাদের সঙ্গে তাঁর ওই বৈঠক ছিল খুবই হতাশাজনক, যে কারণে তিনি পরে বলেছিলেন, 'আমি যদি এঁদের কথা শুনে লোহিয়াকে বিচার করি তবে মনে করব যে তাঁর কোনও বিশেষ মৌলিক ধারণা তো ছিলই না, বরং অবশ্যই অত্যন্ত অহংকারী ব্যক্তি ছিলেন এই লোহিয়া।'

তাঁর এই প্রতিক্রিয়া লোহিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, প্রযোজ্য তাঁর শিষ্যদের জন্য যাঁরা উচ্চপদে পৌঁছেছেন। গান্ধীবাদী ধারার সমস্ত মহান ব্যক্তিত্বদের এবং তাদের অনুগামীদের মধ্যে এত বিশাল ব্যবধান রয়েছে যে অনুগামীদের দেখে নেতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া প্রায় অসম্ভব। গান্ধী, নেহেরু, জয়প্রকাশ (জেপি) সম্পর্কেও একই কথা বলা যেতে পারে। সম্ভবত এঁরা তাঁদের চিন্তাকে সাংগঠনিক রূপ দিতে পারেননি, যার কারণে তাঁদের উচ্চতা জীবনকাল পর্যন্ত তাঁদের অনুগামীদের প্রভাবিত করতে পেরেছিল। কিন্তু পরে সেই অনুগামীরাই ফাঁপা হয়ে তাঁদের গুরুদের নিছক অনুকরণে পরিণত হয়।

লোহিয়ার ব্যক্তিত্বে তিনটি বৈশিষ্ট্য ছিল, যা তাঁর সংগঠন এবং অনুগামীদের মধ্যে প্রতিফলিত হওয়া উচিত ছিল। সরকারের লোহিয়া আজীবন সরকারের তীব্র বিরোধিতা করে গেছেন। গান্ধীর শিষ্য এবং প্রিয় ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও, তিনি গান্ধীর সমালোচনা করা থেকে বিরত হননি এবং নেহরুর সঙ্গেও তাঁর বন্ধুত্ব ভেঙে যেতে সময় লাগেনি। যখন নেহেরু সকলের প্রিয় ছিলেন এবং সমাজের প্রভাবশালীদের উপর তাঁর জাদু ছড়িয়ে ছিল, সেই দিনগুলিতে লোহিয়াকে একজন মূর্তিভঙ্গকারীর ভূমিকা পালন করতে হয়েছিল যে কারণে তাঁকে মূল্যও চোকাতে হয়েছিল।

লোহিয়ার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল ব্যক্তি বা নেতার তুলনায় নৈতিকতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া। মারপ্যাঁচ রাজনীতির এক অপরিহার্য কৌশল। একজন বাস্তববাদী রাজনীতিবিদ হওয়ায় লোহিয়াও মারপ্যাঁচ ও রণকৌশলের গুরুত্বে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু যেখানে বাস্তবতার যুক্তি দিয়ে মারপ্যাঁচ বা রণকৌশলের পাল্লা ভারি করে নীতি ও আদর্শকে দমন করার চেষ্টা হয়েছে, সেখানে লোহিয়া আপোস করেননি। লোহিয়া যে আপসের ঝুঁকি নিতে পারতেন না এমন ভাবনাটা ঠিক নয়। কিন্তু উপযোগিতাবাদী অবস্থান ছিল তার স্বভাবের বিপরীত। এর ফলস্বরূপ, তিনি কেবল নেহরুর শত্রু হিসাবেই বিবেচিত হননি, বরং জেপি এবং কৃপালানির মতো সহকর্মীদের থেকে তাকে বারবার আলাদা হতে হয়েছিল। যদিও তিনি মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তাঁদের সকলের সঙ্গেই বন্ধুতা বজায় রেখেছিলেন। আজ, লোহিয়ার শিষ্যদের মধ্যে উপযোগিতাবাদই সবচেয়ে বেশি চলে। এরা কথায় কথায় বা বক্তৃতায় লোহিয়াকে কখনওই অস্বীকার করবে না, তবে আচরণ এবং পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে তারাই লোহিয়ার বিচারের বিপরীতে কাজ চালিয়ে যায়। এজন্য তাদের কখনও বিবেকদংশনও হয় না।

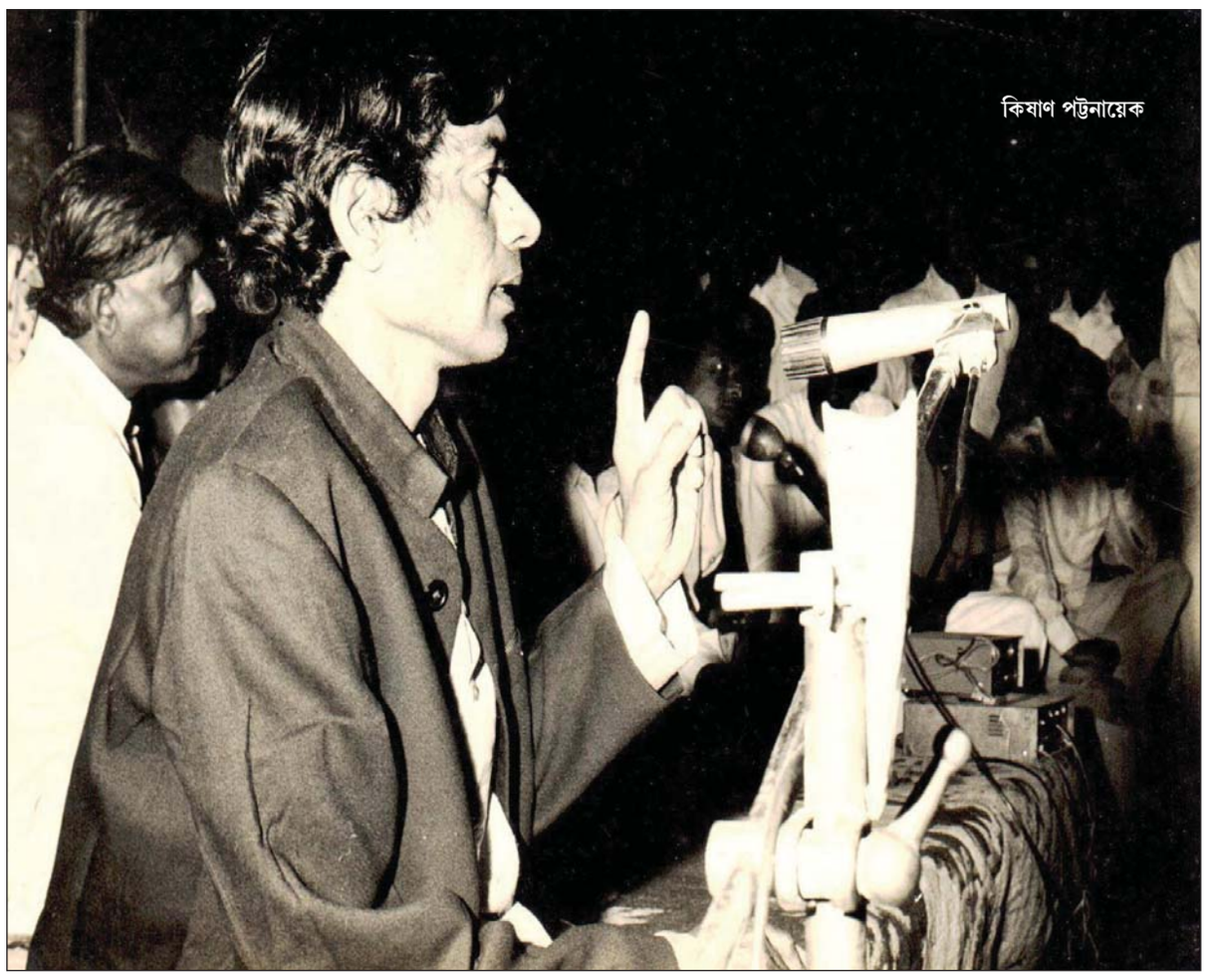

কিষাণ পট্টনায়েক

রাজনীতিতে সবসময় দুই ধরনের মানুষ থাকবে- এক, যারা তত্ত্ব ও অনুশীলনের ভারসাম্য রক্ষার জন্য নীতির দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ে এবং দুই, যারা পরিস্থিতির যুক্তি দিয়ে নৈতিকতা ত্যাগ করতে প্রস্তুত। এখানে প্রথমটা লোহিয়া নীতি অনুযায়ী আচরণ বলে বিবেচিত হবে। আজ যত সরকারী লোহিয়াবাদীরা আছে তারা প্রত্যেকেই দ্বিতীয় শ্রেণির।

লোহিয়ার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল তার কঠোর পরিশ্রম। তত্ত্বকে বাস্তবে প্রয়োগ করার উপর তাঁর এমন জোর ছিল যে অনেক কাজ সংগঠনের সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে করা হত। তিনি ভারতীয়দের ব্যক্তিত্বের একটি দিক নিয়ে খুব অসন্তুষ্ট ছিলেন - প্রথমে আদর্শের কথা বলে পরে সেগুলি সম্পর্কে কিছু না করা বা তার ঠিক বিপরীত আচরণ করা। এটি কেবল ভারতীয় চরিত্রের দোষ নয়, ভারতের বৈদান্তিক দর্শন এই ধরণের ভণ্ডামিকে প্রশ্রয় দেয়। ভারতীয় চরিত্র থেকে এই ত্রুটি দূর করার জন্য, লোহিয়া ব্যক্তির কাজের উপর বেশি জোর দেন এবং সংগঠনের সিদ্ধান্তের অনুপস্থিতিতেও ব্যক্তিগত সংকল্পের মাধ্যমে সংগ্রামের প্রবণতা বাড়াতে চেয়েছিলেন। দ্বন্দ্ব এবং সংগ্রামই তাঁর কাছে কর্মের প্রধান রূপ ছিল। লোহিয়ার পরে, ওঁর অনুগামীরা অবশ্যই কর্মের ঐতিহ্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলেন এবং আজও বেশিরভাগ লোহিয়াবাদীদের সাধারণ গুণ হল যে তারা যে কোনও সময় সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হতে পারে। যদিও তারা ক্ষমতাযর মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছেন, তবুও তাদের মধ্যে সংঘর্ষের প্রবণতা রয়েছে। নৈতিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ার কারণে লোহিয়ার পর লোহিয়াবাদীদের তৎপরতা, বিশেষ করে সত্যাগ্রহ ও বিক্ষোভ, শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক সংগ্রামের পর্যায়েই থেকে যাচ্ছে। অন্যায় ব্যবস্থা বা সামাজিক বিবেককে নাড়া দেওয়ার ক্ষমতা তাদের আর অবশিষ্ট নেই। এই সময়ে লোহিয়াবাদীদের না আছে নৈতিক প্রখরতা আর না আছে কর্মের তীব্রতা। সাংগঠনিক প্রখরতা লোহিয়ার সময়েও ছিল না, আজও এর জন্য কার্যকরী কোনও প্রচেষ্টা করা হচ্ছে না। লোহিয়ার ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ায় যে তীব্রতা ছিল (এই তীব্রতা অনেক সময় বিগড়েও দিত) তার ভিত্তি ছিল সংবেদনশীলতা। মনুষ্যজীবন ও তার স্বাধীনতার প্রতি লোহিয়ার প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা হয়তো আধুনিক বিশ্বে পাওয়া যাবেনা। পুলিশের গুলিতে বিক্ষোভকারীদের হত্যার ঘটনায় তাঁর দল এবং জেপির মতো সহকর্মীদের থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন হতে হয়েছিল। জনতা পার্টির একজন সমাজবাদী মুখ্যমন্ত্রীর শাসনকালে, ১২ মাসের মধ্যে ৪২ বার নিরস্ত্র বিক্ষোভকারীদের উপর গুলি চালায় পুলিশ এবং পান্তনগরের মতো বর্বর ঘটনাও ঘটে। কিন্তু একজনও সমাজবাদী নেতা না এই ঘটনার নিন্দা করেছেন বা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

যদি রাজনীতিতে বাস্তবতার প্রয়োজন হয়, তাহলে প্রতিবার গুলি চালানো সরকারের কাছে পদত্যাগ দাবি করা অবশ্যই অবাস্তব বলে মনে হয়। কিন্তু লোহিয়ার অনুগামী হয়েও এইসব কেলেঙ্কারিতে চুপ থাকা যায় কী করে? আনুষ্ঠানিক সত্যাগ্রহ, যা কখনও কখনও গুন্ডামির পরিমার্জিত সংস্করণ বলে মনে হয়, তা লোহিয়ার সংগ্রামের একটি বিকৃত রূপ।

শৃঙ্খলাহীনতা এবং অহংকারও লোহিয়ার মুক্তমনা ব্যক্তিত্বের বিকৃতি। ড. লোহিয়ার শৃঙ্খলা সংক্রান্ত নীতি ছিল অত্যন্ত দৃঢ়। বাক-স্বাধীনতা ও কর্মের শৃঙ্খলা– এই ছিল তাঁর সংকল্প। যখন নীতি ও মূল্যবোধ বিপদের মুখে পড়ে, তখন মানুষ কথা বলা বন্ধ করে দেয় কিন্তু সংগঠন ও কর্মের স্তরে মানুষ সবসময়ই মর্যাদা ভঙ্গ করতে থাকে। এই ছিল ভারতীয় রাজনীতির ওপর তাঁর অভিযোগ। রাজনীতিতে কেউ যখন উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হন তাঁর বক্তব্যও কর্মের সমার্থক হয়ে ওঠে। যে ক্ষমতা ও পদে আবদ্ধ নয় তাঁর বাক স্বাধীনতা বেশি হওয়া উচিত। লোহিয়া নিজে চেয়েছিলেন বাকস্বাধীনতা এবং স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার। সে কারণে তিনি ক্ষমতা ও পদে আবদ্ধ ছিলেন না, কমিটিতেও অংশ নেননি। তাঁর অনুগামীরা ক্ষমতা ও পদ আঁকড়ে থাকতে চায়, কিন্তু কথা বলার শৃঙ্খলাহীনতাকে তাদের অধিকার বলে মনে করে। সম্প্রতি, যখন একজন সরকারী লোহিয়াবাদী নেতা দলীয় সভাপতির নরোরা শিবিরের ভাষণকে শৃঙ্খলাহীন বলে অভিহিত করেছেন, তখন তিনি আসলে তাঁর ভাষণকেই নিষিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন এবং নিজের বাক স্বাধীনতাকে গুরুত্ব দিতে চেয়েছিলেন। যে কারণে তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

এ এক বিড়ম্বনা, বরং বলা যেতে পারে একটি বিকৃতি, যে লোহিয়ার অনুগামীরা তাঁর ব্যক্তিত্বের স্বাধীন-চেতনা অনুকরণ করে, কিন্তু ক্ষমতার অবস্থানের প্রতি লোহিয়ার অনাগ্রহ এবং উদাসীনতাকে অনুকরণ করে না।

লোহিয়াবাদের পতন কেবল সরকার এবং প্রতিষ্ঠিত লোহিয়াবাদীদের কারণেই হয়নি, আমাদের মতো ক্ষমতা থেকে দূরে থাকা তথাকথিত 'কুজাত লোহিয়াবাদীদের' দ্বারাও ঘটেছে। যারা নিজেদের কুজাত লোহিয়াবাদী বলে তাদের দু'টি প্রধান দোষ রয়েছে - একটি হল গোঁড়ামি, অর্থাৎ লোহিয়ার কিছু সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম এবং স্লোগান অনুসরণ করার চেষ্টা করা। যেখানে সঠিক ভূমিকা হওয়া উচিত ছিল এর থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে আজকের পরিস্থিতি অনুযায়ী নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। আর, দ্বিতীয় ত্রুটি হল নিষ্ক্রিয়তা। আজ খুব কম লোকই আছে যারা গ্রামে সমাজের নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে সংগঠন তৈরি করছে বা লোহিয়ার কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক লড়াই করছে। সে জন্য কেউ যদি কুজাত লোহিয়াবাদীদের প্রবন্ধ, বিবৃতি ও উপদেশকে একজন অলস মানুষের অভিমান বা কফি হাউসে চর্চিত আজেবাজে কথা বলে, তাহলে তা অতিরঞ্জিত হলেও খুব একটা মিথ্যে নয়।

(১৯৭৮ সালে লেখা এই প্রবন্ধটি গঙ্গা প্রসাদ সম্পাদিত কিষাণজির 'সম্ভাবনাও কি তলাশ' বইতে সংকলিত। যা সূত্রধর প্রকাশনা, কাঁচরাপাড়া, কলকাতা থেকে প্রকাশিত)

অনুবাদ: শুভম সেনগুপ্ত

ভারতীয় মুসলিম এবং বাংলার আলেম সমাজ

ইশহাক মাদানি

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজুদ্দৌলার পরাজয়ে মুসলিম শাসনের পতন শুরু হয় ইংরেজদের হাতে।ইংরেজরা যে শাসক নয় বরং শোষক তা বুঝতে ১০০ বৎসর লেগে যায়।এক শ' বৎসর পর ১৮৫৭ সালে হিন্দু মুসলিম কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করে প্রমান করে ইংরেজরা ভারতের হিন্দু মুসলমান উভয়ের শত্রু।ওঁরা শাসক নয় বরং শোষক। ইতিপূর্বে কখনই মুসলিম আমলে শাসকের বিরুদ্ধে এমন বিদ্রোহ দেখা যায়নি।যা প্রমান করে মুসলিমরা অন্ততঃ শোষক ছিলেন না।তবে মানুষ হিসাবে ভাল মন্দ তো ছিলই।

সিপাহী বিদ্রোহে ভারতীয়দের পরাজয় ঘটলে মোঘল সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।যা ছিল এক বেদনা দায়ক অধ্যায়।পরাজয়ের ফলে লোমহর্ষক অত্যাচার নেমে আসে ভারতীয় হিন্দু মুসলমানের উপর। সুচতুর ইংরেজ মুসলমানের মধ্যে বিভাজনের আপ্রাণ চেষ্টা করে বটে তবে মুসলিম আলেম উলামা দমেন নি যার ফলশ্রুতিতে হাজার হাজার আলেমকে গাছের ডালে ডালে ফাঁসিতে লটকানো হয়।

বিদ্রোহ চলতেই থাকে সাঁওতালরা বিদ্রোহ করলে তা দমন করে হাজার হাজার সাঁওতালকে জঙ্গিপুরে এক বিরাট গাছের ডালে ডালে ফাঁসিতে লটকানো হয়।সে কারনে সে স্থানটি এখনও ফাঁসিতলা নামে পরিচিত।

তবুও ইংরেজ খেদাও অভিযান থামেনি চলতেই থাকে ক্ষুদিরাম ও তিতুমীর এর রক্তে লালহয় মাতৃভূমি।

হিন্দু মুসলমানের যৌথ আন্দোলনে ইংরেজদের শোষণের সমাপ্তি ঘটে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ।কিন্তু স্বাধীনতা আনন্দদায়ক ছিল না।দ্বিজাতি তত্বের উপর ভিত্তি করে দেশ স্বাধীন হয়।

পাকিস্থান তৈরী হয় ধর্মের দোহায় দিয়ে কিন্তু সেখানের দুরাবস্থা কারো অজানা নয়।এবং ইন্ডিয়া বা ভারত হয় ধর্মনিরপেক্ষ তথা সেকুলার দেশ।ভারতের মুসলিমরা মি. জিন্নার খপ্পরে পড়েননি বরং সুপন্ডিত রাজনীতিবিদ মাওলানা আবুল কালাম আজাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিজ মাতৃভূমি নিজ মহাল্লা নিজ গ্রাম নিজ শহরেই থাকেন আছেন থাকবেন।

ইনশাল্লাহ

ভারত স্বাধীন হল

১. স্বাধীন ভারতে কংগ্রেসের সম্মানিত প্রধান মন্ত্রী পন্ডিত জওহারলাল নেহেরু সম্মানিত শিক্ষা মন্ত্রী মাওলানা আবুল কালাম আজাদ সহ স্বাধীনতা সংগ্রামী ব্যক্তিত্বপূর্ণ সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ বিশেষ কিছু প্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাজনীতিবিদ এবং মুসলিম শিক্ষাবিদগণ রাজনীতির মঞ্চে থাকায় নরমে গরমে সময় কেটেছে বেশ কিছু কাল।

মুসলিমদের মধ্যেকার সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ এবং প্রতিষ্ঠিত অমুসলিম জ্ঞানী গুণীজন সম্মিলিতভাবে দেশ গঠনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছেন কংগ্রেস আমলে।

২. এরপর বাংলায় আসে বাম জামানা। কমিউনিষ্ট মতাদর্শে ধর্মের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকায় প্রতিষ্ঠিত ধর্ম মান্যকারীগণ দূরত্ব বজায় রাখতে শুরু করেন।

অপর দিকে কমিউনিষ্টগণ বাম নীতি অনুযায়ী প্রান্তিক মজুর শ্রেণীর কল্যান কামী হিসাবে নিজেদেরকে তুলে ধরতে সক্ষম হওয়ায় অন্যান্যদের মত প্রান্তিক মজুর শ্রেণির মুসলিমরা কমিউনিষ্ট নীতিকে মনে প্রাণে স্বাগত জানায়।

বাংলায় শিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত মুসলিমদের সংখ্যা প্রায় ১০%এরও কম, অপরদিকে প্রান্তিক চাষি এবং মজুর শ্রেণির সংখ্যা প্রায় ৯০% হওয়ায় ৯০% যখন বাম সরকারকে আকুণ্ঠ সমর্থন জোগায় তখন (১০: ৯০) এর মধ্যে আপসে দূরত্ব কায়েম হয়।

গণতন্ত্রানুযায়ী মুসলিমদের মধ্য থেকে যে সকল এম এল এ এবং এম পি প্রার্থী নির্বাচিত হন তাঁরা বাম নীতিমালা প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।আর সেটাই স্বাভাবিক।

বিবিধ কারনে বাংলার মুসলিমরা অর্থনৈতিক দিক থেকে (ভাড়ে মা ভবানী) দূরাবস্থায় থাকলেও ওঁরা সাধারন কাস্টের আওতায় থাকায় সিডিল্ কাস্ট সিডিল ট্রাইবদের মত বিশেষ সুবিধা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়।

সাচার কমিটির রিপোর্ট সামনে আসলে চোখে সরসেফুল দেখতে শুরু করে মুসলিমরা। কিন্তু ততদিনে নদী দিয়ে অনেক জল গড়ে গেছে।প্রজার অবস্থার যথাযথ হোম ওয়ার্ক না হওয়ায় পিছিয়ে পড়ারা আরও পিছিয়ে পড়ে।

৩. কালক্রমে বাঁচার তাগিদে বা ভ্রম সংশোধনে মুসলিমরা একডাল ছেড়ে আর একডাল ধরে ঝুলে যায়।

কিন্তু মুসলিমদের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ দীর্ঘদিন গ্যালারিতে অবস্থান করায় ওঁরা গ্যালারী প্রিয় হয়ে উঠে, ফিল্ডে নেমে ব্যাট ধরার সাহস হারিয়ে ফেলে।

অপর দিকে কিছু লোকের আনাড়ি হাতের ব্যাটিংএ গ্যালারী থেকে হর্ষধ্বনি উধাও হয়ে যায়।

বাম জামানায় ধর্মের প্রতি অনিহা থাকায় মুসলিমদের 'ধর্ম না মেনেও ধর্মমানার' বিষয়টি কেউই বুঝেননি এমনটা নয়।

বুঝে সুঝেই ইমাম ভাতা ২৫০০ আড়াই হাজার টাকা এবং মুয়াযযেন ভাতা ১০০০ এক হাজার টাকা দেওয়ার কথা সরকারীভাবে ঘোষিত হলে ইমামের নাম এবং মুয়াযযেনের নাম নথিভূক্ত করার হিড়িক পড়ে।

১. অনেক ইমাম সাহেব প্রথমত ভেবে বসেন কেবলমাত্র জুমুয়া মসজিদের ইমামকে ভাতা দেওয়া হবে, ফলে অনেকে ওয়াক্তিয়া মসজিদকে রাতারাতি জুমুয়া মসজিদে পরিনত করে সীল স্বাক্ষর করে ফর্ম জমা দেন।

২. কোনো কোনো মৌলবী সাহেব গোপনে এমন মসজিদের ইমাম নিযুক্ত হন, যে মসজিদে কোনো দিনই তিনি ইমামতি করেননি। আর কোনো কোনো ব্যক্তি এমন মসজিদের মুয়াযযিন নিযুক্ত হন যেখানে তার আযান কোনো দিন শোনা যায়নি।

৩. ভিন গ্রামের মৌলবী সাহেব মসজিদের ইমাম নিযুক্ত আছেন দীর্ঘদিন থেকে কিন্তু গ্রামের সরদার সাহেব নিজ আত্মীয়কে ইমাম করার জন্য ভিন গ্রামের ইমামকে বিদায় জানালে বেচারা চোখের পানি ফেলে বাড়ি ফিরে যান।আরও কত কি !

পূর্ব হতে চলে আসা নিয়মে গ্রামের লোকেরা সাধ্যমত ইমাম সাহেবকে পাঁচ থেকে আট হাজার টাকা বেতন দিলেও তাঁদের প্রতি ইমাম সাহেব যত না কৃতজ্ঞ তার চেয়ে অধিক কৃতজ্ঞ আড়াই হাজারের প্রতি।

উল্লেখনীয় যে এ বিষয়ে সালাফি খালাফি হানাফি সবাই একই নাপিতের মাথা মুড়া।

ধর্মীয় নেতা হিসাবে যারা চিহ্নিত তাদের "ইমান" ইমাম ভাতায় পরখ করা হয়ে গেছে।

গত বৎসর ইডেন গার্ডেনে ইমামদের "ইমান" পূর্ণতা লাভ করে।

((বস্তুত নামায পড়িয়ে টাকার জন্য ধর্ণাধরা ইসলামী শরিয়তানুযায়ী হারাম।)

কিন্তু ইমাম মুয়াযযিনদের ছুটাছুটিতে একটা সত্য লুকায়িত আছে তা হল " ক্ষুধা" জাত ধর্ম চিনে না।

এটাও সত্য যে দুর্বল ব্যাটিংএ ইমামগণ শেষ পেরেকটি ঠুকে দিয়েছেন।

আর একটি বিষয় উল্লেখ না করে নয় তা হল জালসা জৌলুসে হানাফি সালাফি খালাফিদের সিংহ গর্জনে বক্তৃতাঃ--

গ্রামে গঞ্জে তো আছেই মেট্রোপলিটন সিটিতেও রাত্রি এগারো বারোটায় মিলাদ মাহফিলে যখন গর্জন শুরু হয় তখন মনে হয় সুন্দর বন থেকে আওয়াজ আসছে।

হানাফির বিরুদ্ধে সালাফি, সালাফির বিরুদ্ধে হানাফি এমনভাবে ধর্মগুরুগণ "নাটক" সাজিয়ে রেখেছেন তা ভক্তকুল দেখা ও শোনার জন্য হাজার হাজার টাকা ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হয় না। আর ভাবে আহা ! এঁরাই জাতিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

হানাফি সালাফি খালাফি ব্রেলবীদের এক অপরের বিরুদ্ধে বিষোদগার দেখে মনে হয় না এঁরা এক ধর্মের অনুসারী।

এ সব দেখে শুনে বাঙালী মুসলিম বুদ্ধিজীবি মহল যাঁরা ইসলাম ধর্মকে শুনে মানেন তাঁরাও হতবাক।

কিছু কিছু এনজিও বাঙালী মুসলিমদের মৌলিক সমস্যা গুলি সহিষ্ণুতার সংগে সমাধানের চেষ্টা করলেও ধর্মগুরুদের ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা হেতু কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না বললেই চলে।

ফলে ঘুরে দাঁড়ানোর সবপথ রুদ্ধ বলেই মনে হচ্ছে।

তবে বলিষ্ঠ ব্যক্তির 'ধর্ম' নিরাশ না হওয়া।তবে এটাও ঠিক কর্মহীন বলিষ্ঠতা পতন রোধ করতে কখনই পারেনি।

'মরার উপর খাঁড়ার ঘা' - চাকরী নিয়ে বিদেশে থাকেন এমন কিছু বাঙালি মুসলিম ধর্মগুরু নিত্যদিন মুসলিমদেরকে পলিটিক্সে না যাওয়ার উপদেশ দিয়ে চলেছেন।যা অপরিনামদর্শী চাল বলেই মনে হয়।

কিন্তু বাঁচার পথ হল– জাতি সত্বা বজায় রেখে মুসলিম অমুসলিম (যাঁরা আদম ও হাওয়ার সন্তান হিসাবে এক পরিবার ভূক্ত) মিলে জুলে সৎকাজে এক অপরকে পূর্ণ সমর্থন করা এবং অন্যায় কাজ প্রতিহত করা।

সেদিন কখন আসবে ?

মেরুকরণ ও ধর্মীয় উসকানি ঠেকাতে গিয়ে উন্নয়ন তিমিরে

ড. মুহাম্মদ ইসমাইল

ভারতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে দেশের সংখ্যালঘুরা তাদের নিজস্বতা ও পছন্দ মত মতাধিকার থেকে ধীরে ধীরে বঞ্চিত হচ্ছে সংসদীয় রাজনীতি থেকে। কারণ ২০১৪ সালের পর কেন্দ্রে বিজেপি আসার পর থেকে ভারতবর্ষ জুড়ে মুসলমানদের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে সর্বত্র। তবে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে ঘটে চলা নানা প্রকার ঘটনা সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে পড়েছে। দেশের নানা প্রান্তে সামান্য অজুহাতে যেভাবে সংখ্যালঘুদের হেনস্তা করা হচ্ছে তা নিয়ে পৃথিবী ব্যাপী নানা সংগঠন উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তেমন ভাবে ভারতীয় সংখ্যালঘুরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে থেকে সংখ্যালঘুদের আড়াল করে রাখা হয়েছিল পরোক্ষভাবে নানা অনিয়মের মধ্য দিয়ে ও সংবিধানকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে। তাই সংখ্যালঘুরা বরাবর বঞ্চিত সকল সরকারি পরিষেবা থেকে। কোন রাজনৈতিক দল সংখ্যালঘুদের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেনি যদিও তারা নানাভাবে সংখ্যালঘুদের ভোটব্যাংক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। যদি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি কবজা থেকে শুরু করে নানা ক্ষেত্রে বঞ্চনা নতুন ঘটনা নয়। তবুও বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনে সরাসরি যেভাবে সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ ও বিদ্বেষমূলক মন্তব্য করা হচ্ছে তা ভারতীয় সংবিধানের মূলধারার পরিপন্থি। সামাজিক ক্ষেত্রে ঘৃণা ছড়ানো থেকে ভারতীয় সভ্যতায় মুসলমান সভ্যতার সংস্কৃতির প্রভাব কীভাবে মুছে ফেলা যায় তার পরিকল্পনা দ্রুত রূপায়ণ করা হচ্ছে। একদিকে বিভিন্ন ভাবে মুসলমানদের নামের নামকরণ পরিবর্তন করে হিন্দু নানা দেব দেবীর নামকরণ হচ্ছে অন্যদিকে ইতিহাসের পাতা থেকে মুসলমানদের সরানো হচ্ছে ও বিকৃত ইতিহাস পাঠ্য পুস্তকে আনা হচ্ছে। বাবরি মসজিদ থেকে শুরু করে দেশের নানা মসজিদ, ইমারত প্রভৃতিকে টার্গেট করে একের পর এক ধর্মস্থান দখল করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন দেশের বিচারব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে। বর্তমানে দেশের গণতন্ত্র আক্রান্ত ও আক্রান্ত আমাদের সংবিধান যার উপর নির্ভর করে ১৪০ কোটি মানুষের সুশৃংখলভাবে বসবাস। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সংখ্যালঘু জনগণ আক্রান্ত হচ্ছে বিজেপি সমর্থিত নানা শাখা সংগঠনের দ্বারা। আফ্রাজুলের মত শ্রমিককে রাজস্থানে যেমন জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া হচ্ছে অন্যদিকে আখলাকের মতো মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে সন্দেহজনকভাবে বাড়িতে গোমাংস আছে বলে। রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে অফিস কর্মক্ষেত্র সর্বত্র সংখ্যালঘুরা আক্রান্ত হচ্ছে ও বাক্যবানের কথা বাদ দিলেও। দেশে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে তাদের সমর্থক কট্টরপন্থী হিন্দুরা মনে করছেন দেশ তাদের এবং মুসলমানদের এই দেশে থাকার অধিকার নেই। তার ফলে বিজেপি ও তার সহযোগী সংগঠনগুলোর নানা উসকানিমূলক কাজকর্মের জন্য সংখ্যালঘুদের কাজের পরিসর সংকুচিত হয়েছে। বিভিন্ন প্রাইভেট,বেসরকারি সংস্থা, মালিকানাধীন কোম্পানি থেকে শুরু করে নানা জায়গায় সংখ্যালঘুদের এক দিকে ছাঁটাই করা হচ্ছে। অন্যদিকে নতুন ভাবে তাদের নিয়োগ দিতে ভয় পাচ্ছে বিভিন্ন সংস্থার এবং হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর চোখ রাঙানোর ও বয়কটের জন্য। শুধু তাই নয়, জমাটোর মত বহু প্রসিদ্ধ খাদ্য সরবরাহকারী সংস্কার ডেলিভারি বয় মুসলমান বলে বহু লোক খাদ্য গ্রহণ করছেন না। তাই তারা সংখ্যালঘুদের নিয়োগ করতে পিছু পা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, দেশকে ধর্মীয় উত্তেজনার মধ্য দিয়ে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে কয়েক বছরের শাসনে। ফলে ও উভয় ধর্মীয় গোষ্ঠীর মানুষেরা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে। শুধু অশিক্ষিতরা নয়, শিক্ষিত জনসাধারণ ও ধর্মীয়উস্কানি মূলক বক্তব্যে সাড়া দিচ্ছে। গত ২০২৩ সালে ৬৯৮ উস্কানিমূলক বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। মুসলমান মেয়েদের সাথে জোর করে বিয়ে করার ফরমান জারি করা হচ্ছে কখনো মৃত্যু নারীকে কবর থেকে তুলে রেপ করার কথা বলা হচ্ছে, কখনো ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করার কথা বলা হচ্ছে, আবার কখনো মুসলমান হকার ও বিক্রেতা থেকে কোন জিনিসপত্র না-কেনার নিধান দেওয়া হচ্ছে। আবার কখনো মুসলিম বিক্রেতাকে হিন্দু মহল্লায় ঢুকতে বাধা দেয়া হচ্ছে। এমন বহু ঘটনা দেশজুড়ে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে বহুল প্রচলিত। অন্যদিকে মুসলমানদের ঘর ভাড়া, তাদের কাছে জমি বিক্রি না করা, হিন্দু এলাকায় বসতি স্থাপন, নতুন ফ্ল্যাট কিনা প্রভৃতিতে নানাভাবে বাধা দেওয়া হচ্ছে। তবে অধিকাংশ ঘটনা বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে বেশি হচ্ছে। শুধু তাই নয়, ধর্মীয় বিভাজনের উপর ভিত্তি করে নাগরিক আইন সংশোধন করেছেন যার ফলে সংবিধানের মূলধারা আঘাতপ্রাপ্ত। মুসলমানদের নানা ধর্মীয় বিধানের উপর হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে যেমনি তিন তালাক, বহুবিবাহ থেকে শুরু করে নানা বিষয় নিয়ে বিতর্ক করা হচ্ছে ও আইন পাস করা হয়েছে। অথচ এই দেশে অযৌক্তিকভাবে মাটির পুতুল বানিয়ে কোটি কোটি টাকা খরচ করে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পূজা পার্বণ চলছে। এছাড়া সম্পত্তির অধিকার ও মুসলমান আইন বিলোপ করে ইউনিয়ন সিভিল কোড আনা হচ্ছে যা ভারতের বহুত্ববাদ ও বৈচিত্র্য কে ধ্বংস করার পরিকল্পনা। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে ভারতীয় মুসলমানেরা উন্নয়ন চিন্তাধারা থেকে বহুদূরে। তারা আতঙ্কিত নিজেদের অধিকার ও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে। তাই তারা বাঁচার তাগিদে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের গোলামে পরিণত হতে চলেছে। ভোট আসলে এখন মুসলমানদের তেমন কেউ কদর করে না বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও প্রার্থী কে পছন্দের মত ভোট দেওয়ার মতো পরিস্থিতিতেও নেই। কাজের পর্যালোচনা করে ভোট দান করার কথা চিন্তাভাবনা করতে পারছে না ও তাদের এলাকার সমস্যা সমাধানের কথা মুখে আনতে পারছে না। বিভিন্ন রাজনীতি দলগুলো তাদের সতর্ক করছে বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট প্রদান করতে যদি কোন রাজনৈতিক দল মুসলমানদের বঞ্চনা ও আতঙ্ক দুরি কারণে কোন অগ্রিম প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে না। মুসলমানদের কাছে বহু রাজনৈতিক দল, ভোট চাইতেও আসছে না কারণ তাদের কাছে পরিষ্কার বিজেপিকে প্রতি রোধ করতে মুসলমানেরা একত্রিত হয়ে আমাদের ভোটদান করবেন। এতটাই আতঙ্কিত যে নানা মুসলমান সংগঠন বিজেপিকে প্রতিহত করতে বিজেপি বিরোধী নানা রাজনৈতিক দলের শক্তিশালী ও সম্ভাবনা ময় প্রার্থীদের ভোটদান করার পক্ষে প্রচারপ্রসার করছেন। যদিও সেই দলের নেতাকর্মীরা জানে না, তাদের হয়ে প্রচার ও প্রসার হচ্ছে এবং তারা জানেও না বর্তমান পরিস্থিতিতে মুসলমানদের বেঁচে থাকতে হলে তারাই আমাদের পায়ের তলায় আশ্রয় নেবে। তাই মুসলমানদের ভোট সহজেই যাচ্ছে কোনো রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি ও বাধ্যবাধকতা ছাড়া। ইসরাইলের মত আক্রমণকে বিজেপির কিছু নেতা ভারতবর্ষে চৌদ্দশ বছর পূর্বে এমন হিন্দুদের উপর আক্রমণ হয়েছিল বলে ধর্মীয় উত্তেজনা বৃদ্ধি করছে। তা নিয়ে কোনো বিচার বিভাগীয় তদন্ত হয় না। তাই ২০২৪ সালের নির্বাচনে সংখ্যালঘুরা আতঙ্কিত, এবার বিজেপি ক্ষমতায় আসলে তাদের নাগরিকত্ব থাকবে তো? দেশে ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান কতটা সুরক্ষিত থাকবে? জনগণ ও সংখ্যালঘুদের অধিকার সুরক্ষিত হবে তো? ভারতের বৈচিত্র্য, নানা জাত, নানা পরিধান, ধর্ম প্রভৃতির উপর হস্তক্ষেপ হবে না তো? সমস্ত বিষয় নিয়ে সংখ্যালঘু মুসলমানেরা চরম উদ্যোগে রয়েছে। তাই তারা কোনো কিছু বাঁচ বিচার না করে বিরোধীদের কোলে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করছে। যদিও বিরোধীরা তেমন ভাবে মুসলমানদের ভোটার ও নেতা-নেত্রীদের খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছেন না। তারা মনে করছেন মুসলমানদের উন্নয়ন ও গুরুত্ব দিলে তাদের হিন্দু ভোট বিজেপিতে চলে যাবে। যতদিন যাচ্ছে, ততই মুসলমানদের রাজনৈতিক পছন্দের জায়গা সংকুচিত হচ্ছে এবং বাঁচ বিচার করে চোর গুন্ডা মস্তান তোলাবাজ থেকে শুরু করে সকলের কাছে আশ্রয় নিচ্ছে কেবলমাত্র বিজেপি থেকে রক্ষা পেতে।

(মতামত লেখকের ব্যক্তিগত)

মানবতা

শংকর সাহা

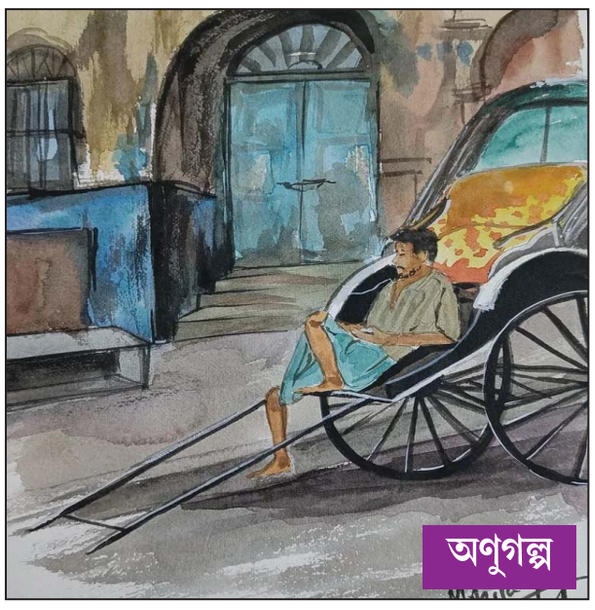

সেদিন রাস্তার মোড়ে কিছুটা উদভ্রান্তের মতো দাঁড়িয়ে থাকে তমালিকা। রাস্তার পাশে তেমন কোনো টোটো বা অটোর দেখা নেই। এতো রাতে কি করে সে বাড়ি ফিরবে? একদিকে বাড়ি ফেরার চিন্তা অন্যদিকে অসুস্থ স্বামীর জন্যে ব্লাড ব্যাঙ্কে হন্যে হয়ে ঘুরেও রক্ত না মেলায় চিন্তায় যেন কপালে ভাঁজ পড়েছে তার। মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করতে থাকে সে । এমন সময় শুনশান রাস্তার উপার থেকে একটি রিক্সাকে দেখতে পায় তমালিকা। হাত নাড়িয়ে তাকে থামতে বলে।'আপনি বড়বাজারে যাবেন?' " না ম্যাডাম,এতো রাতে" তমালিকার দিকে তাকিয়ে রিক্সাওয়ালা বলে বসে।
' আমি খুব বিপদে পড়েছি..একটু নিয়ে যাবেন ভাই ?' তমালিকার কথা ফেলতে পারলনা সেদিন রিক্সাওয়ালাটি। রিক্সায় তাকে চেপে নিয়ে সোজা বড়বাজারের উদ্দেশ্যে রওনা দিল সে।" একটু জোরে চালাবে ভাই..তমালিকার ব্যস্ততা দেখে রিকসাওয়ালাটি জিজ্ঞাসা করে, 'আপনি কি খুব বিপদে পড়েছেন?'
রিক্সাওয়ালার দিকে চেয়ে তমালিকা বলে, " কাল কারখানায় কাজ করতে গিয়ে হঠাতই আমার স্বামীর অ্যাক্সিডেন্ট হয়। এখন রক্তের প্রয়োজন। কি করবো বুঝতে পারছিনা!"
' দিদিমণি ওনার রক্তের গ্রুপ কি ?" পেছন ফিরে তমালিকাকে জিজ্ঞাসা করে রিক্সাওয়ালাটি।
পরেরদিন সকালে..
হাসপাতাল থেকে ফোন আসে। রক্তের জোগাড় হয়ে গেছে। ফোন পেয়েই হাসপাতালে ছুটে যায় তমালিকা। স্বামীকে যে বাঁচাতেই হবে। ডাক্তারের সাথে কথা বলে রক্ত দেবার ব্যবস্থা হয়।
এখন সে বিপদমুক্ত। ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে ব্লার্ড ব্যাঙ্কের দিকে এগিয়ে যায় সে। জানতে চায় রক্ত কে দিলেন? তমালিকা জানতে পারেন সেই রিক্সাওয়ালাটিই আজ তার স্বামীর প্রাণ বাঁচিয়েছেন। তিনিই রক্ত দিয়েছেন।হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে বাইরে শূন্য আকাশের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তমালিকা। আর মনে পড়ে গতকাল রাত্রের সেই রিক্সাওয়ালার কথাগুলো..

আইনের পাশে থাক মানবিকতাও

সোনা বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেকেরই ধারণা,কোনও ঘটনা আদালতে গেলে, বিচার হয় সঠিক, আসল দোষী শাস্তি পায়। কিন্তু আধুনিক বিশ্বের প্রায় সব গণতান্ত্রিক দেশে বিচার প্রক্রিয়া চলে নির্দিষ্ট ফর্মুলায়,আইনের বিভিন্ন ধারার ভিত্তিতে,সম্পূর্ণটা মানুষের বিচার শক্তিতে নয়।আইন এবং বিচার ব্যবস্থায় পূর্ণ আস্থা রেখে এবং শ্রদ্ধা জানিয়ে বলছি ,এখানে এমন কিছু ফাঁক আছে ,যেগুলো জানলে,একজনের বিরুদ্ধে অপরাধ করে,তাকেই অপরাধী প্রমাণ করা যায়। নীচের ঘটনাটা সেটাই দেখায়।
শীর্ণকায় চেহারার এবং দেখতে বোকা বোকা ১৯ বছরের যুবক বিতান সেন সেদিন রাস্তা দিয়ে একাই আসছিল।উল্টো দিক থেকে খুব ফুর্তির মেজাজে আসছিল তার সমবয়সী এবং ওই এলাকার দুই যুবক,যাদের একজন 'মিন্টু দাস'। কিন্তু ওদের মজাটা যে এই পর্যায়ে যাবে কেউ ভাবেনি। ওরা জানত যে, বিতান নানাভাবেই কমজোর। মুখোমুখী আসতেই ,মিন্টু আচমকা সিনেমার ভিলেনের কায়দায় বিতানের জামাটা বুকের কাছে পেঁচিয়ে ধরে বলল," কি রে বিরাট মাস্তান হয়ে গেছিস, মাস্তানি ছুটিয়ে দেব"। গায়ের শক্তি এবং জনবলের অভাব থাকলেও, বিতানের ইজ্জতবোধ ভালোই ছিল। সে'ও পাল্টা মিন্টুর জামার কলার পেঁচিয়ে ধরল।"কলার ছাড়,খুব খারাপ হয়ে যাবে।" মিন্টু বিতানকে এক হুংকার দিল।"আগে তুই ছাড়", বিতানও বলে উঠল। সেকেণ্ডের মধ্যে একটু নীচু হয়ে, মিন্টু রাস্তা থেকে একটা ছোট ইটের টুকরো কুড়িয়ে বিতানের মাথায় জোরে দু-তিনটে আঘাত করল।বিতানের মাথা ফেটে রক্ত পড়তে লাগল। মিন্টু ও তার সঙ্গী চলে গেল। বিতানকে তার বাবা, "সুময়" ডাক্তার "সাহা"-র কাছে নিয়ে গেলেন। ওর মাথায় কয়েকটা সেলাই পড়ল।সুময়, ডাঃসাহাকে এটা ইনজুরি রেজিস্টারে লিখতে বললেও ডাঃসাহা ,তা' করলেন না, উল্টে সুময়কে ধমকে উঠলেন। বিতানের এক বন্ধু বিতানের বাড়ি এসে, তাড়াতাড়ি রক্তমাখা জামাটা কেচে,মেলে দিল।
একটু পরেই এলাকার কয়েকজন বয়স্ক ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বিতানদের বাড়িতে এসে বিতানের বাবা, মা এবং বিতানকে সমবেদনা জানালেন। মিন্টু বাইরে ছিল।সবাই তাকে ডেকে, বিতান এবং তার বাবা-মায়ের কাছে ক্ষমা চাওয়ালেন।এবার সবাই অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বিতানের বাবা-মাকে বোঝালেন, " মিন্টুর বয়স মাত্র ১৯ , আপনাদের ছেলের বয়সী, ওর সারাটা জীবন বাকি ,আপনাদের কাছে অনুরোধ যে,থানায় ডাইরি করবেন না, ওর অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে"। এইরকম নানা দরদী কথায় তাঁরা বিতানের বাবা-মাকে থানায় ডাইরি না করতে অনুরোধ করলেন। বয়স্ক লোকেরা ছাড়া কয়েকজন উগ্র ধরণের যুবকও ছিল। বিতানের বাবা-মায়ের উদ্দেশ্যে ওরা বলল, " এত বোঝানো স্বত্বেও থানায় ডাইরি করে ওঁরা কি এখানে শান্তিতে থাকতে পারবেন"? এদেশের সমাজের ধারণা যাঁদের আছে, তাঁরা বুঝবেন যে, এই পরিস্থিতিতে ডাইরি চলেনা।
বলাই বাহুল্য যে,থানায় এত বড়

বিশেষ প্রতিবেদন

অপরাধের কোনও ডাইরি হয়নি। বিতান এটা অন্তর থেকে মানতে পারেনি। এরপর রাস্তায় দেখা হলে, মিন্টু বা তার কোনও বন্ধু " কি রে , মাথা ফেটে গেছে ? আহাঃ বেচারা রে !" , এইরকম একাধিক বিদ্রূপ বিতানকে ছুঁড়ে দিত।একটা প্রতিশোধ স্পৃহা বিতানকে কুরে কুরে খাচ্ছিল।
সেদিন মিন্টু ও তার তিন বন্ধু মিলে ক্যারাম খেলছিল। পাশে পড়ে থাকা একটা ইটের টুকরো দিয়ে মেরে বিতান মিন্টুর মাথা ফাটিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেল। মিন্টুর মা মিন্টুর ৪-৫ জন বন্ধু এবং এলাকার কয়েকজনকে নিয়ে মিন্টুকে স্থানীয় চিকিৎসক ডাঃ রায়-এর কাছে গেলেন। মিন্টুরও মাথায় কয়েকটা সেলাই পড়ল।এরপর তাঁরা ডাক্তারের ইনজুরি রেজিস্টারে এটাকে নথিবদ্ধ করতে বললেন। কোর্টে সাক্ষী দেওয়ার ভয়ে ডাক্তারবাবু প্রথমে গররাজি থাকলেও অতগুলো লোকের চাপে এটা করতে বাধ্য হলেন। সেখানে আঘাতের কারণ ও বিতানের নাম উল্লেখ করা হল। এরপর মিন্টুর মা সদলে গেলেন সরকারি হাসপাতালে। সেখানে আরেকবার মিন্টুকে দেখিয়ে, সেখানকার রেজিস্টারেও বিতানের নাম দিয়ে ঘটনাটা রেকর্ড করানো হল।এরপর, দুই জায়গার রেকর্ডের কপি নিয়ে, মিন্টুর মা এদের সবাইকে নিয়ে থানায় গিয়ে বিতানের নামে ডাইরি করলেন। ক্যারাম খেলার সঙ্গীরা সমেত আরও কয়েকজন থানায় বিতানের বিরুদ্ধে লিখিত বয়ান দিল।একটা জোরালো কেস তৈরি হল।পুলিশ বিতানকে গ্রেফতার করে, একদিন পুলিশ-হাজতে রেখে পরদিন কোর্টে চালান করল। ভারতীয় দণ্ডবিধীর ৩৩৮ ধারায় পুলিশ (রাজ্য) বনাম বিতানের মধ্যে মামলা রুজু হল। কোর্টে এনে বিতানকে রাখা হল জেল হাজতে।বিতানের বাবা তাকে জামিনে ছাড়িয়ে আনলেন। মামলা চলতে লাগল। সাক্ষীরা বীরদর্পে সাক্ষী দিতে থাকল। ডাঃ রায় একদিন চেম্বার বন্ধ রেখে ইনজুরি রেজিস্টার নিয়ে , কোর্টে এসে তাঁর বয়ান দিলেন। বিতানের উকিল মানবিক ছিলেন।তিনি সুময়কে পরামর্শ দিলেন, মিন্টুর বাড়ির লোকের সঙ্গে বসে একটা মিটমাট করতে, নয়ত বিতানের শাস্তি হতে পারে। যাঁরা সেদিন মিন্টুর বিরুদ্ধে থানায় ডাইরি না করতে অনুরোধ করেছিলেন, তাঁরা সমেত এলাকার একাধিক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে সুময় এই ব্যাপারে এগিয়ে আসতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু সবাই নানা কৌশলে এড়িয়ে গেলেন। মামলার বিচারক ছিলেন মাননীয় এস.ঘোষাল। তিনি ছিলেন সুময়ের এক বন্ধুর কলেজ সহপাঠী। সেই বন্ধুর মাধ্যমে ঘোষাল সাহেবের সঙ্গে দেখা করে, সুময় সব বললেন। ঘোষাল সাহেব বললেন, " আমি বুঝতে পারছি ,বাস্তবে বিতান অপরাধী নয় বরঞ্চ অপরাধ তার বিরুদ্ধেই হয়েছে কিন্তু সে পরিস্থিতির শিকার।মিন্টু যখন বিতানের মাথা ফাটিয়েছিল,তখন কোনও ডাইরি হয়নি। আইনের মতে মিন্টুর অপরাধটা বিচার্য নয় এবং আইনের চোখে মিন্টু অপরাধীও নয়। বরং পুলিশে না জানিয়ে,বিতান আইন নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। রাষ্ট্রের চোখে এটাও অপরাধ। আমি বিষয়টা জানলেও বিচার হয় আইনের নির্দিষ্ট নিয়মে,পুরোটা মানুষের বিচারশক্তিতে নয়। এই নিয়মগুলো করা হয়েছিল ,যাতে মানুষ আইন নিজের হাতে না নেয়, সমাজে বিশৃঙ্খলতা না হয়। কিন্তু কিছু মানুষ এর সুযোগ নেয়। যে মানুষ অপরাধ করেও নিজের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ হওয়া আটকাতে পারে, বিচার ক্ষেত্রে সে সুবিধাজনক জায়গায় থাকে আর যে পারেনা বিচার-প্রক্রিয়া তার পক্ষে প্রতিকূল হয়। এই কেসে পুলিশ ফরিয়াদি আর বিতান আসামী। এখানে আসামীর অপরাধই বিচার্য " । দেখলাম ,কঠিন পদে অধিষ্ট বিচারকও অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছিলেন। বললেল, " এইরকম আরও কেস পাই কিন্তু আইনে আমাদের হাত-পা বাঁধা। আমি মনে করি,ক্ষেত্রবিশেষে মানবিকতাও আইনের পাশে থাক"।
আইনের পথেই মহামান্য বিচারক মামলাটা দণ্ডবিধির ৩৩৮ ধারার পরিবর্তে ৩২৩ ধারায় বিতানকে ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড দিলেন।সবাই বিতানের বাবার মত বিচারক অবধি যেতে পারেনা, ফলে শাস্তি আরও বেশি হয়।কিন্তু এই ঘটনা দেখাল ,সমাজের তথাকথিত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের আসল রূপ। দেখা গেল বিচার প্রক্রিয়ায় এমন কিছু জায়গা আছে ,যেখানে জনবলকে কাজে লাগিয়ে একজনের বিরুদ্ধে অপরাধ করে তাকেই অপরাধী বানানো যায়।তাই, ,মাননীয় বিচারক মহাশয়ের কথাই কানে বাজে যে, আইনের পাশে থাক মানবিকতাও।

ছড়া-ছড়ি

ঈদের খুশি

আসগার আলি মণ্ডল

পথের ধারের বস্তিবাসীর
ঘুম গিয়েছে উড়ে
রোজার শেষে চাঁদরাতেতে
খুশি হৃদয় জুড়ে।
না'হোক ঘরে ফিরনি-সিমাই
না'হোক নতুন সাজ
রাত পোহালেই ঈদগা যাবে
ফেলে শত কাজ।
তুলবে দু'হাত মনাজাতে
করবে অনুতাপ
থাকলে গোনা পাহাড় সম
করবে প্রভু মাফ।
নামাজ শেষে মিলবে গলে
ভুলে দুঃখ লাজ
ঈদের খুশি ছড়িয়ে দেবে
মোমিন কুলে আজ।

ঘরে এলো

রাজীব হাসান

ঈদ এলো মা সবার ঘরে
আমার ঘরে এলো কী
যাকাত ফিতরা সাহায্য মা
এবার তবে করলো কী।

গরীব আমরা সামর্থ্য নেই
ঈদে কিছু কিনবো যে
সবার ঘরের চুলা জ্বলবে
আমরা থাকি মুখ বুজে।

যাকাত যদি পেতাম কিছু
ঈদটা দিতাম কাটিয়ে
পাইনি আমি সেটাও এখন
আসেনি তা কেউ নিয়ে।

আমার ঘরে ঈদ এলো না
মা দুঃখ এলো বুঝি
চারিদিকে তাকাই আর মা
নিজেকে নিজে খুঁজি।

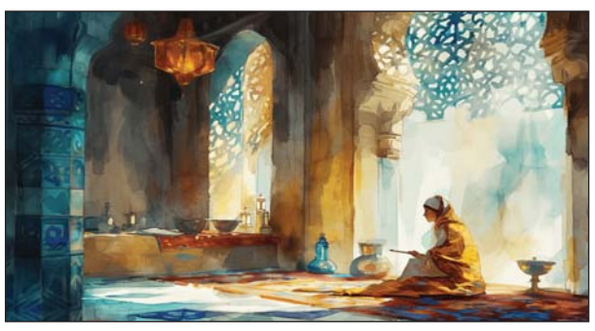

মাহে রমজান

সামজিদা খাতুন

এসেছে মাহে রমজান, এসেছে মাহে রমজান
আসছে তাই ঘন ঘন ছেলে- মেয়ের টেলিফোন
করতে হবে যে সারা সারা পূণ্য অর্জন !
জাকাত দান,সাদকা বিতরণের তাই আয়োজন।

ঘন ঘন মায়ের নিকট আসে টেলিফোন ---
পাড়ার গরীব,দুস্থ দের সংখ্যা নিতে যে মাকে প্রয়োজন !
ভরি ভরি অলংকারে ভরেছে সুখী গৃহকোণ,
সাথে আছে তাদের মানিক - রতন।
নামাজ, রোজার সাথে সাথে বসায় তারাবীহ তে মন,
কোরাণ তেলাওয়াতে মন- প্রাণ করে নিবেদন ;
করছে তাকওয়া অর্জন, তাকওয়া অর্জন,
না হলে যে হবে না আত্মিক পরিশুদ্ধ করণ !

প্রীতি উপহারের তালিকায় থাকে আত্মীয় - স্বজন,
তাদের নাম নিতে তাই মায়ের প্রয়োজন ,
ঘন ঘন আসে তাই টেলিফোন আর টেলিফোন ----
মা বলেন ---"আমার শুধু তোমাদের প্রয়োজন---
ওরে আমার একান্ত --------"

.....

ঈদের হাওয়া

সুরাবুদ্দিন সেখ

আকাশে বাতাসে বাজারে সব বইছে ঈদের হাওয়া
ত্রিশ রোজার পরে ঈদে হবে দারুণ খাওয়া,
গরীব দুখী ধনী সবার সমানভাবে খুশি
দুখীর পাশে দাঁড়িয়ে মোরা মনুষ্যত্ব পুষি।
লাচ্ছা সেমাই নতুন পোশাক করছে বাজার গরম,
ঈদের দিনে এইগুলো সব করবে হৃদয় নরম।
শিশু থেকে বৃদ্ধ মানুষ বায়না ধরে সবাই
বছর সেরা খুশির দিনে দুলবে ঈদের হাওয়াই,
রোজার শেষে সাঁঝ আকাশে উঠবে বাঁকা চাঁদ
খুশির ঢলে চাঁদ দেখতে ভরে যায় যে ছাদ।
চাঁদ রাতেতে পাড়ায় পাড়ায় উল্লাসেরই শোর
শিশুকিশোর চেয়ে আছে কখন হবে ভোর!
সবার সাথে আলিঙ্গন ঈদের নামাজ পড়ে
সবার মাঝে বিলিয়ে দেবো ভালোবাসায় ভরে।

পিছিয়ে পড়ার পরও প্যালেসকে উড়িয়ে দিয়ে দ্বিতীয় স্থানে সিটি

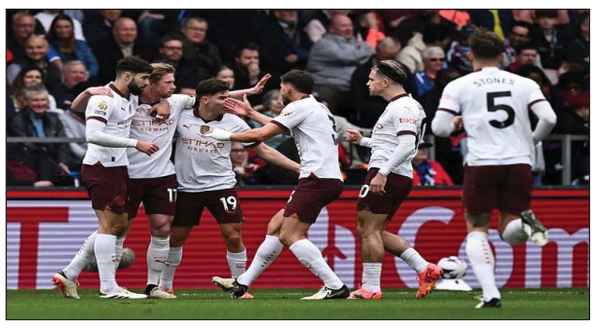

আপনজন ডেস্ক: টানা দুটি ড্র–প্রথমটি লিভারপুলের সঙ্গে, দ্বিতীয়টিতে প্রতিপক্ষ ছিল আর্সেনাল। শিরোপা লড়াইয়ে দুই তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে ড্র করার পর টানা দুই জয় পেল ম্যানচেস্টার সিটি। আগের ম্যাচে অ্যাস্টন ভিলাকে ৪-১ গোলে হারানোর পর আজ ক্রিস্টাল প্যালেসের মাঠে গিয়েছিল ম্যানচেস্টার সিটি।
সেখানে ৩ মিনিটেই পিছিয়ে পড়ে পেপ গার্দিওলার দল। এরপর টানা ৪ গোল করে ৪-২ ব্যবধানের জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে তারা।
এই জয়ে আর্সেনালকে পেছনে ফেলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে উঠে গেছে ম্যানচেস্টার সিটি। ৩১ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট এখন ৭০। এক ম্যাচ কম খেলে ৬৮ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে আছে আর্সেনাল। শীর্ষে থাকা লিভারপুলের পয়েন্ট ৩০ ম্যাচে ৭০।
রিকো লুইসের গোলের পর সিটির খেলোয়াড়দের উদ্‌যাপন
রিকো লুইসের গোলের পর সিটির খেলোয়াড়দের উদ্‌যাপনরয়টার্স
সকাল সব সময় দিনের সঠিক পূর্বাভাস দেয় না–প্যালেসের বিপক্ষে ম্যাচটি যেন সেটাই আরেকবার দেখিয়ে দিল। তুমুল জমে ওঠা প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা-দৌড়ে সিটি নিজেদের ধরে রাখতে পারবে কি না–চারদিকে এমন আলোচনা চলছে। এর মধ্যেই প্যালেসের মাঠে খেলা শুরু হতে না হতেই পিছিয়ে পড়ে সিটি।
পিছিয়ে পড়ার পর যেন কেভিন ডি ব্রুইনা-আর্লিং হলান্ডের মনে পড়ে গেছে–তাঁরা সিটির খেলোয়াড়, যে দলটি প্রিমিয়ার লিগের টানা তিনবারের চ্যাম্পিয়ন। ৩ মিনিটে গোলটি খাওয়ার পর প্যালেসের রক্ষণে একের পর এক আক্রমণের ঢেউ নিয়ে আছড়ে পড়তে থাকে সিটি।
আক্রমণের এই ধারাবাহিকতায় ১৩ মিনিটে গোল পেয়ে যায় গার্দিওলার দল। বাঁ প্রান্তে বক্সের বাইরে থেকে ডি ব্রুইনাকে বল বাড়ানোর চেষ্টা করেন জ্যাক গ্রিলিশ। কিন্তু বল প্যালেসের একজন খেলোয়াড়ের গায়ে লাগে। এরপরও অবশ্য সেটি ডি ব্রুইনার কাছে পৌঁছায়। বল পেয়ে একটু সামনে এগিয়ে দূরের পোস্টে শট নেন তিনি। তাকিয়ে সেটি গোলে ঢুকতে দেখা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না প্যালেসের গোলকিপারের।
গোল শোধের পরও আক্রমণের ধারা অব্যাহত রাখে সিটি। কিন্তু প্রথমার্ধে আর গোল পায়নি তারা। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুর দিকেই রিকো লুইসের গোলে এগিয়ে যায় সিটি। ৪৭ মিনিটে এই গোলের জোগানদাতাও পরোক্ষে গ্রিলিশই। বাঁ প্রান্ত থেকে তিনি বক্সের মধ্যে বল পাঠান, হেডের মাধ্যমে সেই বল অ্যান্ডারসন দেন বক্সের মধ্যে থাকা লুইসকে। ঠান্ডা মাথায় বল জালে জড়ান তিনি।
টানা দুই ম্যাচ গোলহীন থাকা হলান্ড স্কোরশিটে নাম লেখান ৬৬ মিনিটে। তাঁর গোলটির জোগানদাতা ডি ব্রুইনা। তবে এখানেও জড়িয়ে আছে গ্রিলিশের নাম। বেলজিয়ান মিডফিল্ডারকে চমৎকারভাবে বল বাড়িয়েছিলেন গ্রিলিশ। বল নিজের আয়ত্তে নিয়ে ডি ব্রুইনা চূড়ান্ত পাসটি দেন হলান্ডকে।
ডি ব্রুইনা তাঁর দ্বিতীয় গোলটি করেন ৭০ মিনিটে। এ গোলটির সঙ্গেও জড়িয়ে আছে গ্রিলিশের নাম। বক্সের বাইরে ডি ব্রুইনার সঙ্গে দারুণভাবে ওয়ান-টু খেলে তিনি বল বাড়ান রদ্রিকে। আর রদ্রির পাস থেকেই গোলটি করেন ডি ব্রুইনা। ৮৬ মিনিটে এদুয়ার্দের গোলে ব্যবধান কমায় প্যালেস।

রোহিতকে নেতৃত্ব থেকে সরানোয় পান্ডিয়ার ভুল নেই, বলছেন সৌরভ

আপনজন ডেস্ক: বেচারা হার্দিক পান্ডিয়া, মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের অধিনায়কত্বের দায়িত্ব নিয়ে যেন বিপদেই পড়েছেন! ভারতের এই অলরাউন্ডার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হচ্ছেন তামাশার পাত্র। এমনকি টসের সময়ও দর্শকেরা তাঁকে দুয়ো দিয়েছেন। এসবই হচ্ছে রোহিত শর্মাকে অধিনায়কত্ব থেকে সরানোর ফলে। তবে মুম্বাইকে পাঁচবার শিরোপা জেতানো রোহিতকে নিঃসন্দেহে পান্ডিয়া অধিনায়কত্ব থেকে সরাননি, এই সিদ্ধান্ত ফ্র্যাঞ্চাইজির। ভারতের সাবেক অধিনায়ক, দিল্লি ক্যাপিটালস ফ্র্যাঞ্চাইজির পরিচালক সৌরভ গাঙ্গুলী পান্ডিয়া ইস্যুতে কথা বলতে গিয়ে মনে করিয়ে দিয়েছেন, এখানে পান্ডিয়ার কোনো ভুল নেই।
তিন ম্যাচ খেলে টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত জয়ের দেখা না পাওয়া মুম্বাই আগামীকাল খেলবে দিল্লির বিপক্ষে। সেই ম্যাচের আগে সংবাদ সম্মেলনে সৌরভ বলেছেন, ‘আমার মনে হয় না, হার্দিক পান্ডিয়াকে সমর্থকদের দুয়ো দেওয়া উচিত। এটা ঠিক নয়। ফ্র্যাঞ্চাইজি তাকে নেতৃত্ব দিয়েছে। খেলাধুলায় এমনটাই হয়। ভারত, কোনো রাজ্য কিংবা কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজির অধিনায়ক যদি আপনি হন, তাহলে আপনাকে সে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এটা হার্দিকের ভুল নয়, তাকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আমার মনে হয়, সবার এই বিষয়টা বোঝা উচিত।’
মুম্বাইয়ের অধিনায়ক হিসেবে মাঠে নামার পর থেকেই ট্রলের শিকার হচ্ছেন পান্ডিয়া। এগুলোকে অবশ্য ট্রল না বলে অসম্মান বলাই হয়তো ভালো। এই যেমন প্রথম ম্যাচে গুজরাট টাইটানসের বিপক্ষে মাঠে ঢুকে পড়ে একটি কুকুর। কুকুরটিকে দেখে দর্শকেরা ‘হার্দিক, হার্দিক...’ বলে চিৎকার করতে থাকেন।
এরপর সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে টসের আগে টিভিতে পান্ডিয়াকে দেখানো হচ্ছিল। স্টেডিয়ামের বাইরে থাকা দর্শকদের কেউ কেউ বড় পর্দায় তাঁকে দেখতেই জুতা খুলে স্ক্রিন লক্ষ্য করে ছুড়ে মারতে শুরু করে। যারা এমনটা করছে, তাদের বেশির ভাগ রোহিতের সমর্থক বলে ধারণা করা হয়। কারণ, রোহিতকে হুট করে মুম্বাইয়ের নেতৃত্ব থেকে সরানোয় ক্ষুব্ধ তারা।
সৌরভ রোহিতকেও প্রশংসায় ভাসিয়েছেন, ‘রোহিত ভিন্ন মানের। এই ফ্র্যাঞ্চাইজি ও ভারতের হয়ে অধিনায়ক আর খেলোয়াড় হিসেবে ওর পারফরম্যান্স ভিন্ন পর্যায়ের।’
এর আগে পান্ডিয়ার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। ভারতের অফ স্পিনার নিজের ইউটিউব চ্যানেলে এক সমর্থকের প্রশ্নের উত্তরে এমন পাগলামো বন্ধ করতে বলেছিলেন, ‘মানুষের মনে রাখা উচিত, এই খেলোয়াড়গুলো কোনো দেশের প্রতিনিধিত্ব করে। এটা আমাদের দেশ। সমর্থকদের যুদ্ধ কখনো নোংরা পথে পরিচালিত হওয়া উচিত নয়। আমি এটা আগেও বলেছি, এটা সিনেমার সংস্কৃতি, এটা শুধু সেখানে ঘটে।’

কাইফের প্রশ্ন, জাদেজার জায়গায় কোহলি থাকলে কামিন্স কী করতেন

আপনজন ডেস্ক: চেন্নাই সুপার কিংসের ইনিংসে তখন ১৯তম ওভার। বোলার সানরাইজার্স হায়দরাবাদের পেসার ভুবনেশ্বর কুমার। ওভারের চতুর্থ বলটি স্টাম্প তাক করে ইয়র্কার মেরেছিলেন তিনি। চেন্নাইয়ের ব্যাটসম্যান রবীন্দ্র জাদেজা ইয়র্কার কোনোমতে ঠেকিয়ে ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। বল তখন ভুবনেশ্বরের হাতে। রানআউটের জন্য স্টাম্প তাক করে থ্রো করেছিলেন তিনি। জাদেজা পড়িমড়ি করে ক্রিজে ফেরার সময় স্টাম্প ঢেকে ফেলেছিলেন এবং ভুবনেশ্বর থ্রো করায় বল তাঁর পিঠে লেগেছে। জাদেজা ঘুরে দাঁড়িয়ে দুই হাত ছড়িয়ে একবার প্রতিবাদও জানিয়েছেন। মাঠে দুই আম্পায়ার রোহান পণ্ডিত এবং যশবন্ত বার্দে এরপর নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন। জাদেজা ‘অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড’ আউট হয়েছেন কি না, সে বিষয়ে কথা বলেছেন দুই আম্পায়ার। ব্যাপারটা নিশ্চিত হতে তৃতীয় আম্পায়ারের দ্বারস্থ হবেন কি না, সেটা নিয়েও কথা হয়েছে। কিন্তু সানরাইজার্স অধিনায়ক প্যাট কামিন্স মাঠে আম্পায়ারদের থামিয়েছেন। জাদেজাকে ‘অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড’ আউট করতে চাননি কামিন্স। তাই মাঠের আম্পায়ারদের তৃতীয় আম্পায়ারের দ্বারস্থ হতে দেননি এই অস্ট্রেলিয়ান পেসার। জাদেজা তখন ২০ বলে ২৫ রানে ব্যাট করছিলেন। ১৮.৪ ওভারে চেন্নাইয়ের সংগ্রহ ১৫৬/৪। চেন্নাইয়ের ইনিংস ২০ ওভার শেষে থেমেছে ৫ উইকেটে ১৬৫ রানে। ২৩ বলে ৩১ রানে অপরাজিত ছিলেন জাদেজা। ১৮.৪ ওভারে সেই ঘটনার পর ইনিংসের বাকি ৮ বলে ড্যারিল মিচেলের উইকেট হারিয়ে মাত্র ৯ রান তুলতে পেরেছে চেন্নাই। ভারতের সাবেক ক্রিকেটার কামিন্স চেন্নাই-সানরাইজার্স ম্যাচে ওই মুহূর্তের পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করেছেন। কামিন্স সম্পূর্ণ কৌশলগত কারণ থেকে জাদেজাকে ‘অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড’ আউট করতে চাননি নাকি ব্যাপারটা ‘ফেয়ার প্লে’ ছিল–সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সানরাইজার্স অধিনায়কের প্রতি এই প্রশ্ন তুলেছেন কাইফ। ‘এক্স’-এ তিনি লিখেছেন, ‘জাদেজার বিপক্ষে অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড আউটের আবেদন প্রত্যাহার করে নেওয়ার ব্যাপারে প্যাট কামিন্সের কাছে আমার দুটি প্রশ্ন। ধোনিকে ভেতরে (ড্রেসিংরুমে) রাখতে কষ্টেসৃষ্টে রান তোলা জাদেজাকে ক্রিজে রাখার সিদ্ধান্তটা কৌশলগত কি না? টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে একই জায়গায় বিরাট কোহলি থাকলে তিনি কি একই কাজ করতেন?’
চেন্নাইয়ের ব্যাটিং অর্ডার অনুযায়ী ১৮.৪ ওভারে জাদেজা আউট হলে মহেন্দ্র সিং ধোনি ব্যাটিংয়ে নামতেন। মিচেল আউট হওয়ার পর অবশ্য চেন্নাইয়ের ইনিংসে ৩ বল বাকি থাকতে নেমেছিলেন ধোনি। ২ বলে ১ রানে অপরাজিত ছিলেন। কাইফ তাঁর পোস্টে বোঝাতে চেয়েছেন, ধোনির ফিনিশিং-ক্ষমতা জাদেজার চেয়ে ভালো। আর জাদেজা তখন দ্রুত রান তুলতে পারছিলেন না। তাঁকে আউট করে ক্রিজে ধোনির বিপজ্জনক ব্যাটসম্যানকে নিয়ে আসাটা কৌশলগত জায়গা থেকে কামিন্সের কাছে ঝুঁকিপূর্ণ মনে হয়েছিল কি না–এই প্রশ্ন তুলেছেন ভারতের হয়ে ১৩ টেস্ট ও ১২৫ ওয়ানডে খেলা কাইফ।
সানরাইজার্স ম্যাচটা শেষ পর্যন্ত ৬ উইকেটে জিতেছে। ৪ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে পাঁচে সানরাইজার্স। তাদের সমান ম্যাচে সমান পয়েন্ট পেলেও শ্রেয়তর রানরেট নিয়ে তৃতীয় চেন্নাই।

শিরোপা জিততে লেভাকুসেনের প্রয়োজন আর মাত্র ৩ পয়েন্ট

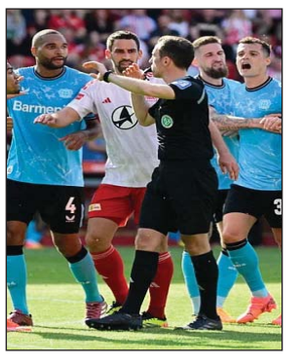

আপনজন ডেস্ক: নিজেদের ইতিহাসে প্রথম বুন্দেসলিগা শিরোপা জিততে আর মাত্র ৩ পয়েন্ট প্রয়োজন বায়ার লেভারকুসেনের। আজ ইউনিয়ন বার্লিনকে ১-০ গোলে হারিয়েছে জাবি আলোনসোর দল। অন্যদিকে বায়ার্ন মিউনিখ ৩-২ গোলে হেরে গেছে হাইডেনহাইমের কাছে।
এই জয়ের পর ২৮ ম্যাচ শেষে ৭৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে লিভারপুল। সমান ম্যাচে দ্বিতীয় স্থানে থাকা বায়ার্নের পয়েন্ট ৬০। ৩৪ রাউন্ডের বুন্দেসলিগা শেষ হতে আর মাত্র ৬ ম্যাচ বাকি আছে। পরের রাউন্ডে লেভারকুসেন জিতলে তাদের পয়েন্ট হয়ে যাবে ৭৯। তখন বায়ার্ন জিতলেও পয়েন্ট ব্যবধান থাকবে ১৬। কিন্তু ম্যাচ বাকি থাকবে ৫টি, যার মানে খেলা বাকি থাকবে ১৫ পয়েন্টের। অর্থাৎ, বায়ার্ন পরের পাঁচটি ম্যাচ জিতলে আর লেভারকুসেন হারলেও শিরোপা জিতবে আলোনসোর দল।
চলতি মৌসুমে এখনো পর্যন্ত কোনো ম্যাচ না হারা লেভারকুসেন তাদের পরের ম্যাচটি খেলবে ঘরের মাঠে। সেই ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ ভের্ডার ব্রেমেন। শেষ পর্যন্ত এই ম্যাচ লেভারকুসেন জিতে গেলে টানা ১১ মৌসুম বুন্দেসলিগা জেতা বায়ার্ন তাদের রাজত্ব হারাবে।
অপরাজেয় যাত্রা অব্যাহত রাখতে লেভারকুসেনকে আজ বেশ কষ্টই করতে হয়েছে। ম্যাচের শুরু থেকেই একের পর এক আক্রমণে লেভারকুসেনের রক্ষণকে চাপে রেখেছে বার্লিন। অন্যদিকে বেশ কিছু ভালো আক্রমণ করেও বার্লিনের জমাট রক্ষণের কারণে গোল পাচ্ছিল না আলোনসোর দল।
অবশেষে প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ের ৮ মিনিটে পেনাল্টি থেকে লেভারকুসেনের জয়সূচক গোলটি করেন ফ্লোরেইন ভির্টজ। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ের ৩ মিনিটে ফাউল লেভারকুসেনের এক খেলোয়াড়কে ফাউল করে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখেন রবিন গোজেন্স। ফ্রি-কিক পায় লেভারকুসেন। সেই ফ্রি-কিক থেকে বক্সের মধ্যে বল লাগে এক বার্লিন খেলোয়াড়ের হাতে। লম্বা সময় ধরে ভিএআর দেখে রেফারি পেনাল্টির সিদ্ধান্ত নেন। সেখান থেকেই গোল করে শিরোপা আরও কাছে চলে যায় লেভারকুসেন।
আরেক ম্যাচে হ্যারি কেইন ও নাবরির গোলে প্রথমার্ধেই ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার পরও হাইডেনহাইমের কাছে ৩-২ গোলে হেরেছে বায়ার্ন।

অবশেষে স্বপ্নপূরণ। আই লিগ ট্রফি জিতে নিল মহমেডান স্পোর্টিং। শনিবার শিলংয়ের মাঠে লাজংকে ২-১ গোলে হারিয়ে আই লিগ জেতার পর উচ্ছ্বাস

মেসিকে ১০ মিনিটের জন্য হলেও খেলাতে চায় ইন্টার মায়ামি

আপনজন ডেস্ক: ১৩ মার্চ কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপে ন্যাশভিলের বিপক্ষে ম্যাচের ৫০ মিনিটে চোট নিয়ে বেরিয়ে যান লিওনেল মেসি। এর পর থেকে ফেরার লড়াইয়ে আছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। চোটের কারণে আন্তর্জাতিক বিরতিতে আর্জেন্টিনার হয়ে খেলতে পারেননি মেসি। আর মেসিকে ছাড়া চার ম্যাচ খেলে তিনটিতেই জয়হীন ছিল মায়ামি।
এখন কলোরাডোর বিপক্ষে মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ম্যাচ দিয়ে মেসি ফিরবেন কি না, সেদিকেই চোখ সমর্থকদের। এরই মধ্যে ইন্টার মায়ামির ঘোষিত স্কোয়াডে রাখা হয়েছে মেসিকে। যদিও মাঠে নামলেও কতক্ষণ খেলতে পারবেন, তা এখনো নিশ্চিত নয়। তবে মেসিকে এ ম্যাচে ১০ মিনিটের জন্য হলেও খেলাতে চায় ইন্টার মায়ামি। মেসির ফিটনেসের আপডেট দিতে গিয়ে এ কথা বলেছেন দলের সহকারী কোচ জাভি মোরালেস।
মেসির ফেরার প্রস্তুতি নিয়ে মোরালেস বলেছেন, ‘সে ধীরে

ধীরে প্রস্তুত হচ্ছে। আমরা দেখব আজ সে কেমন বোধ করে, এরপর শনিবারের (বাংলাদেশ সময় রোববার ভোর) ম্যাচ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেব। সেই ফিজিওর সঙ্গে এবং মাঠে প্রতিদিন অনুশীলন করছে। কখনো কখনো বিষয়টা নির্ভর করে সে কেমন বোধ করছে তার ওপর। সে অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছে।’
মেসিকে ১০ মিনিটের জন্য হলেও পেতে চান জানিয়ে মোরালেস আরও বলেছেন, ‘আমরা দেখব অনুশীলনে সে কেমন বোধ করে। যদি সে ভালো বোধ করে, আমি নিশ্চিত যে টাটা (কোচ জেরার্দো মার্তিনো) তাকে বিবেচনায় নেবে, সেটা যদি ১০, ১৫ বা ৪৫ মিনিটের জন্য হয় তবুও। আমরা তাকে পেতে চাই। তার জন্য আমরা সর্বোচ্চটা করব, এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কালকের ম্যাচের ওপর ভিত্তি করে আমরা সিদ্ধান্ত নেব, এরপর বুধবার কী হবে দেখা যাবে।’
আগামী বুধবার কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপে মন্টেরেরির বিপক্ষে খেলবে ইন্টার মায়ামি। এর আগে প্রথম লেগের ম্যাচে নিজেদের মাঠে ২-১ গোলে হেরেছিল মেসিবিহীন মায়ামি। এখন দ্বিতীয় লেগ ঘুরে দাঁড়িয়ে জয় পেতে মরিয়া মায়ামি। আর সে ম্যাচের আগে পুরোপুরি ফিট মেসিকে পেলে দলের আত্মবিশ্বাসে নিশ্চিতভাবে বাড়তি হাওয়া দেবে। দলটির ওপর মেসির প্রভাব কেমন তা পরিসংখ্যানের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে। মেসিসহ ১৯ ম্যাচ খেলে ১১টিতেই জিতেছে মায়ামি, হেরেছে ২টি ম্যাচে এবং ড্র হয়েছে অন্য ৬ ম্যাচ। আর মেসিকে ছাড়া ১২ ম্যাচে মাত্র ২ জয় পেয়েছে মায়ামি। বিপরীতে ৩ ড্রয়ের সঙ্গে আছে ৭টি হার।

পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমের দাবি: কারস্টেন ও গিলেস্পিকে কোচ পদে চূড়ান্ত করেছে পিসিবি

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক ওপেনার গ্যারি কারস্টেন এবং অস্ট্রেলিয়ার সাবেক পেসার জেসন গিলেস্পিকে ছেলেদের জাতীয় দলের কোচ পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি। সংশ্লিষ্ট সূত্র মারফত এই খবর জানিয়েছে পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম ‘জিও নিউজ’।
সংবাদমাধ্যমটি সূত্র মারফত জানিয়েছে, সাদা বলের সংস্করণে কারস্টেনকে এবং লাল বলে গিলেস্পিকে কোচ নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পিসিবি।
কাগজপত্রের আনুষ্ঠানিকতা সেরে পিসিবি এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেবে। পিসিবি এর আগে নিজেদের ওয়েবসাইটে কোচ নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল এবং আবেদনের শেষ তারিখ জানানো হয় ১৫ এপ্রিল।
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ১৮ এপ্রিল থেকে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে পাকিস্তান। তার আগে কোচ নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিল পিসিবি। অবশ্য সামনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপও আছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে ১ জুন থেকে শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ।
গত বছরের নভেম্বরে পিসিবিতে পরিবর্তন আসার পর মিকি আর্থার, গ্র্যান্ট ব্র্যাডবার্ন ও অ্যান্ড্রু পুটিককে জাতীয় দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা থেকে সরিয়ে জাতীয় ক্রিকেট একাডেমির দায়িত্বে পাঠানো হয়।

‘সেঞ্চুরির রাজা’ কোহলির ব্যাটে এবার মন্থরতম সেঞ্চুরি

আপনজন ডেস্ক: গত সপ্তাহে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিপক্ষেই শতকের সম্ভাবনা জাগিয়েছিলেন। তবে ২০ ওভারের মধ্যে সেটি পূর্ণ করতে পারেননি। মাঠ ছাড়তে হয়েছিল ৮৩ রানে অপরাজিত থেকে। আজ জয়পুরে রাজস্থান রয়্যালসের বিপক্ষে আর সেই অপূর্ণতা রাখলেন না বিরাট কোহলি।
ইনিংসের ১৯তম ওভারে ছুঁয়ে ফেললেন তিন অঙ্ক। তবে আইপিএল ক্যারিয়ারের অষ্টম শতকে অনাকাঙ্ক্ষিত এক রেকর্ডেও নাম লিখিয়েছেন ‘সেঞ্চুরির রাজা’। ১০০ রান করতে খেলেছেন ৬৭ বল, আইপিএল ইতিহাসে যা যৌথভাবে মন্থরতম শতক।
তিন অঙ্কে যেতে ৬৭ বল খেলার আগের রেকর্ডটি মনিষ পান্ডের, ২০০৯ আইপিএলে বেঙ্গালুরুর হয়ে।
আজ কোহলির মন্থরতম শতকের ইনিংসে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ২০ ওভারে ৩ উইকেটে ১৮৩ রান তোলে। ইনিংস বিরতিতে কোহলি বলেছেন, বাইরে থেকে উইকেট ব্যাটিংয়ের জন্য সহজ মনে হলেও আদতে সতর্ক হয়ে খেলতে হয়েছে। এই সংগ্রহ জয়ের জন্য যথেষ্ট মনে হচ্ছে তাঁর।
জয়পুরের সাওয়াই মানসিংহ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচটিতে রাজস্থান টসে জিতে বেঙ্গালুরুকে ব্যাটিংয়ে পাঠায়। কোহলি-ফাফ ডু প্লেসির উদ্বোধনী জুটি প্রথম উইকেটেই তুলে ফেলে ১২৫ রান। ১৪ ওভার স্থায়ী জুটিতে অধিনায়ক ডু প্লেসির অবদান ৩৩ বলে ৪৪, বাকিটা একাই টানেন কোহলি।

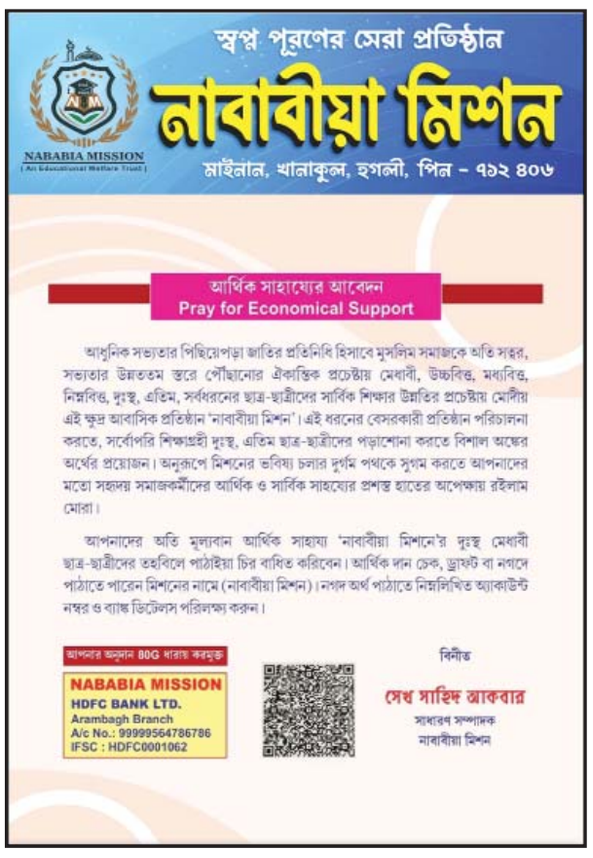

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**